সুরা
নারী
সিংহাসন

বিধায়ক ভট্টাচার্য

* লীলা. প্রকাশনী *

প্রকাশক :
লীলা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে
শ্রীদুলাল চন্দ্র সাউ
শ্রীমতী মৃণালিনী ভট্টাচার্য
৪৫এ, ডিংসাই পাড়া রোড
বালী, হাওড়া

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা ১৩৬৩

মূল্য : আড়াই টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীমদন সরকার

মুদ্রাকর :
নারায়নী প্রেসের পক্ষ থেকে
শ্রীশরৎ চন্দ্র গুড়ে
২৬সি, কালীদাস সিংহী লেন
কলিকাতা—৯

॥ পরিবেশক ॥
মডার্ণ ইণ্ডিয়া পাবলিকেশনস্
৭, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা—৯

যিনি অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থা থেকে সত্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের
মূলধনে আজ শিল্পপতিত্বে উত্তীর্ণ হ'য়েছেন, যাঁর সমগ্র সত্ত্বা
নাটকের তপস্যায় নিত্য সমাহিত, সেই অগ্রজো-
পম সুহৃদ সঙ্গীত-রত্নাকর **শ্রীতারাপদ
সাউকে** নাট্যকারের প্রেমের
নিদর্শন স্বরূপ এই নাটক
উৎসর্গীকৃত
হ'ল।

'লীলা'র আগামী প্রকাশ

মধুসংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্যের

* একাঙ্ক-পঞ্চক *

স্ত্রীভূমিকাসহ ও বর্জিত

হাসি ও কান্নার একাঙ্ক সমষ্টি।

*

অতি জনপ্রিয় আধুনিক নাট্যকার

বিমল রায়ের

* একটি একাঙ্ক *

কণি,

ইতিহাস নিয়ে নাটক লেখা আমার এই প্রথম। সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য আছে কিনা—সে বিষয়ে সংশয় ছিল। লিখতে বসে দেখা গেল—ভাল হোক, মন্দ হোক, একটা কিছু হয়। "সুরা নারী সিংহাসন"—সেই রকম একটা কিছু হয়েছে। ঐতিহাসিক যাথার্থ্যের চাইতে আমি অভিনয়ের সৌকর্যের দিকে নজর দিয়েছি বেশী। প্রতিটি শিল্পী যাতে তাঁর ভূমিকা অভিনয় ক'রে আনন্দ পান—সেই ভাবেই লেখা নাটক। অতএব ইতিহাসের সঙ্গে যদি ঘটনায় অমিল ঘটে থাকে, তবে রসের মূল্যে যেন সেই অপরাধ মার্জনা লাভ করে।

এই নাটকখানি 'গণেশ অপেরা'য় 'আগুন' নামে অভিনীত হ'য়েছিল সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু আমি থিয়েটারের নাট্যকার বলে রচনাটা হয়তো থিয়েটারধর্মী হ'য়েছে। তাই থিয়েটারের জন্যই এটা ছেপে দিলাম। মনে হয় মঞ্চে অভিনয় ক'রে শিল্পীরা আনন্দ পাবেন।

যাঁরা এটা যাত্রা ক'রে আসরে অভিনয় করবেন, তাঁরা গানগুলো বসিয়ে নেবেন। ব'য়ের শেষে গানগুলো দেওয়া রইল। আর যাঁরা মঞ্চে অভিনয় করবেন—যুদ্ধটাকে যেন সুকৌশলে তাঁরা ম্যানেজ করেন। তরবারীতে —তরবারী ঠেকিয়ে ভেতরে চলে যাবার পর ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় মঞ্চে ফিরে এলে বেমানান হবে না। তবে দর্শকের সামনে যুদ্ধ করতে পারলে ভালই হয়।

নাটক সম্পর্কে—কারো কিছু জানবার থাকলে পোষ্ট বক্স ১১৪৫২ কলিকাতা—৬ এই ঠিকানায় চিঠি দিলে জবাব দেবার চেষ্টা করবো।

বিধায়ক ভট্টাচার্য।

চরিত্রলিপি

দ্বিতীয় মহীপাল	...	...	গৌড়বংগের অধিপতি
রামপাল	...	...	মহীপালের বৈমাত্র ভ্রাতা
বজ্রসেন	...	...	সেনাপতি
শেখরসেন	...	...	রাজ-শালক, সহ সেনাপতি
চক্রপাণি	...	...	পিতার আমলের মন্ত্রী
দিব্বোক দাস	...	...	উত্তরবংগের কৈবর্ত্ত দলপতি
ভীম দাস	...	...	ভাইপো
হরি দাস	...	...	ভীমের বন্ধু পরে সেনাপতি
সপ্ততীর্থ	...	...	গৌড়ের বৃদ্ধ পণ্ডিত
ন্যায়রত্ন	...	...	ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত। যুবক
গোপাল	....	...	দিব্বোকের বালক পুত্র
দীপংকর	...	...	ভবঘুরে। লোকে পাগল বলে
দুর্গাপদ	...	...	গ্রামবাসী যুবক
ঈশান গুপ্ত	...	...	রাজ সৈনিক। শেখরের সহচর

প্রথম প্রজা, দ্বিতীয় প্রজা, ঘোষক, বাদ্যকর, বৈতালিক, রক্ষী,
ভৃংগারবাহিকা প্রভৃতি

কংকাবতী	...	...	গৌড় বাংলার রাণী
অংগনা	...	...	রামপালের স্ত্রী
ময়না	...	...	ভীমের স্ত্রী
সুন্দরী	...	...	দিব্বোকের স্ত্রী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উত্তর বঙ্গের সুবিশাল কৈবর্ত পাড়ায় দিব্বোকের বাড়ী। দৃশ্য আরম্ভ হতেই চীৎকার করতে করতে ময়না ছুটে এল। চঞ্চলা হরিণের মত মেয়ে। চকিত চপল চাহনা। হেসে কথা বললে পুরুষের বুকে দোলা লাগে। পেছনে পেছনে ছুটে এল সুন্দরী (ময়নার খুড়িশাশুড়ী)

ময়না ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) ওগো, কে কোথায় আছো গো! শীগগীর এস। আমাকে মেরে ফেললে—একদম মেরে ফেললে!

সুন্দরী ॥ ওরে পোড়ারমুখী! ওরে হতভাগী ময়না! তোর বর তোকে দু ঘা মেরেছে বলে তুই কি চেঁচিয়ে দেশের লোক জড়ো করবি নাকি? এ্যাঁ?

ময়না ॥ করবো না? নিশ্চয় করবো! হাজার বার করবো। বর! বর বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? যখন যা ইচ্ছে—তাই করবে?

সুন্দরী ॥ করবে না? খেতে দেয়, পরতে দেয়, মাঝে মাঝে যে আদর যত্ন না করে—এমনও নয়। তার বদলে এক আধবার ভালবেসে মার ধোর করলে কি ওইরকম চেঁচাতে হবে নাকি?

ময়না ॥ চেঁচানোর আর কি দেখলে কাকীমা! আজই এখুনি এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব!

সুন্দরী ॥ এ্যাঁ!

ময়না ॥ হ্যাঁ! তারপর এখান থেকে সোজা গৌড় অবধি চেঁচাতে চেঁচাতে যাব। আর সব্বাইকে ডেকে বলবো তোমার দেওরপোর কীর্তিকলাপ! আমার গায়ে হাত! দেখাচ্ছি মজা!

সুন্দরী ॥ হ্যাঁ রে ময়না? তোর বুদ্ধিশুদ্ধি কি দিন দিন জাহান্নামে যাচ্ছে নাকি?

ময়না ॥ কেন?

সুন্দরী ॥ স্বামীস্ত্রীর মধ্যে একটু মন কষাকষি হ'য়েছে। তুই দুটো কথা বলেছিস—সেও চারটে কথা বলেছে। সেই কথাগুলো কি রাজারা কানে না তুললেই নয়?

ময়না ॥ রাজার কান দুটোই তো আছে প্রজাদের কথা শোনবার জন্য। না শুনলে তাকে কান ধরে সিংহাসন থেকে টেনে নামাবো।

সুন্দরী ॥ তোর বড্ড বাড় বেড়েছে ময়না। আমি পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তুই এবার মরবি।

ময়না ॥ বেশ, না হয় মরবো! তবু এরকম বেঁচে-মরে থাকার চেয়ে—মরে বাঁচা অনেক ভাল। আমার গায়ে হাত? হাজার বার বলেছি যে তুমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, মাছ ধরে আর দুধ বিক্রি করে দিন কাটাও, শাস্তোর টাস্তোর তো পড়নি। পরিবারের গায়ে হাত দেওয়া আর মা দুগ্‌গার গায়ে হাত দেওয়া—এক জিনিস। তবু আমাকে ধরে মারলে?

(দিব্বোকের প্রবেশ। তাকে দেখে ময়না মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিল)

দিব্বোক ॥ কি হয়েছে গো? বৌমা কাঁদছে কেন?

সুন্দরী ॥ গা জ্বলে যায় কথা শুনলে। এতক্ষণ পরে ঘুম ভাংলো। চেঁচামেচির চোটে গৌড় থেকে লোক ছুটে এল, আর কর্তার খেয়াল হোলো এতক্ষণে।

দিব্বোক ॥ কী আপদ! কথা তো বলবে একটা। বৌমা কাঁদছে কেন?

সুন্দরী ॥ আনন্দে। স্বামী ধরে ঠেঙিয়েছে। তাই খুব আনন্দ হ'য়েছে বলে কাঁদছে।

দিব্বোক ॥ সে কি! ভীমে মেরেছে বৌমাকে? কেন?

সুন্দরী ॥ এই দেখ! সেটা তো আমিও জানি না। হ্যাঁ রে ময়না! মারলো কেন তোকে ভীম? কী বলেছিলি?

ময়না ॥ তোমরা তো আমার বলাটাই দেখ। আমিই শুধু বলি, আর যেন কেউ কিছু বলে না। আজ চারদিন থেকে খালি 'কানের কাছে ভ্যান্ ভ্যান্ করছে—কাকা গৌড়ের রাজা হলে কাকী রানী হবে। তখন তোকে আর সংসারের কাজ কিছু করতে হবে না। খালি বসে বসে শাশুড়ীর পা টিপে দিবি।

সুন্দরী ॥ আ-মরণ। এতেই তোর রাগ হয়ে গেল?

ময়না ॥ হবে না? যতবার বলছি, খামখো কাকাই বা গৌড়ের রাজা হতে যাবেন কেন—আর তোমারই বা যুবরাজ হবার পাখা উঠলো কেন? আমাদের এমন শান্তির সংসার। তুমি মাছ ধরছো, কাকা বিক্রী করছেন। আমি দুধ দোয়াচ্ছি, কাকীমা ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে—এতে কি তোমার পেট কামড়াচ্ছে?

দিব্বোক ॥ বাঃ! মা আমাদের বুদ্ধিমতী। চমৎকার কথা বলেছো। তা সে হতভাগা তোমার এ কথায় কান দিলে না বুঝি?

ময়না ॥ না। বললো—রাজা দ্বিতীয় মহীপাল অলস, লম্পট, অকর্ম্মণ্য। দিন রাত মদ খায়। ওকে দিয়ে রাজ্যশাসন চলবে না। তাই—

সুন্দরী ॥ তুই কি বললি?

ময়না ॥ আমি আবার কি বলবো? তোমরা তো খালি আমার বলাই দেখ। আমি শুধু মিষ্টি করে বললাম—রাজা দ্বিতীয় মহীপাল যখন তোমার কাছ থেকে টাকা ধার করে মদ খায় না, তখন তা

নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন? ব্যস্! আর যাবে কোথায়? ধমাধ্বম্ ধমাধ্বম্ মারতে শুরু করে দিল।

দিব্বোক ॥ ছি ছি! এ বড় লজ্জার কথা। বাড়ীর বৌকে এভাবে ধরে মারা। ভীমেটা ভেবেছে কী? চাষা কি আর গাছে ফলে? মানুষের ঘরেই জন্মায়। আচ্ছা—আমি দেখছি। তুমি মনে দুঃখ কোরোনা বৌমা। হতভাগাকে আমি আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি। এই চললাম। তোমার পায়ে ধরে যদি ক্ষমা না চায়, তাহলে ওকেই আমি বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেব।

(দিব্বোকের প্রস্থান এইবার সুন্দরী চেঁচিয়ে উঠলো)

সুন্দরী ॥ দিলি তো আগুন জ্বালিয়ে? পোড়ারমুখী, এইবার তোর মনস্কামনা পূর্ণ হ'লো তো?

ময়না ॥ বাঃ! বেশ বলছো কাকীমা! আমার ওপর অত্যাচার করবে, আমাকে ধরে মারবে, যা তা বলবে, আর আমি কিছু বলতে গেলেই—অমনি আগুন জ্বালানো হয়ে যাবে—না?

সুন্দরী ॥ হবে বৈকি! কেন তুই ভীমের মুখের ওপর ওভাবে কথা বললি? ওরা খুড়ো ভাইপোয় রাজা হোক, মন্ত্রী হোক—কি প্রজা হোক, তাতে আমাদের কথা বলার দরকার কী?

ময়না ॥ চমৎকার! তাহলে যেখানে যত লোক আছে, তারা সবাই মিলে রাজা হবার স্বপ্ন দেখুক। তারপর রাজার সঙ্গে লাগুক যুদ্ধ, যাক্ ঘর বাড়ী বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হ'য়ে। পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াক তাদের মা বোনেরা। বামন হ'য়ে চাঁদ ধরতে গেলে চাঁদের কোন ক্ষতি হয় না কাকী—মাঝে থেকে বামনই গাছ থেকে পড়ে মরে যায়।

সুন্দরী ॥ তা হলে তুই বলতে চাস্—রাজা হবার চিন্তা করে, এরা বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা করছে?

ময়না ॥ নিশ্চয় করছে। কী হবে আমাদের রাজা হয়ে কাকী? আমরা কী খারাপ আছি? চেয়ে দেখ—কী শান্তির সংসার আমাদের। ওই সব আবোল তাবোল কথা বললে—রাজার রাগ এসে পড়বে আমাদের ওপর। সৈন্য পাঠাবে শাসন করতে। তার মানেই যুদ্ধ। তার মানেই আমাদের সব কিছু ছারখার হয়ে যাবে।

(সুন্দরী চেয়ে আছে ময়নার দিকে)

ময়না ॥ বারণ করো কাকীমা, বারণ করো তোমার দেওরপোকে। এ ভাবে কথা বলে যেন সর্বনাশ ডেকে না আনে। রাজার চর আছে সব জায়গায়। কোন্ দিক দিয়ে—কে গিয়ে কথাটা রাজার কানে তুলে দেবে—তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।

সুন্দরী ॥ যা যা, আমি বিশ্বাস করি না তোর কথা। রাজার রানী হ'তে তুই না চাস্—না চাইবি। কিন্তু আমি চাই। ভীমের কাছে আমি শুনেছি, রাজা দ্বিতীয় মহীপাল খুব খারাপ লোক। তার সিংহাসনে বসার কোন অধিকার নেই। ভীমে যদি মনে করে থাকে যে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে কাকাকে সিংহাসনে বসাবে, তাহ'লে আর যে যাই করুক না কেন, আমি তাকে আশীর্বাদ করবো।

ময়না ॥ তার মানে সিংহাসনও যাবে, আর দেওরপোকেও হারাবে। হায় কাকীমা, রানী হবার স্বপ্ন দেখে আনন্দে নেচে উঠলে, কিন্তু জানোনা যে রানী হবারও একটা শিক্ষা আছে। যোগ্যতা আছে। সিংহাসনে বসলেই কী রানী হওয়া যায়? তার আগে রানী হয়ে জন্মাতে হয়।

সুন্দরী ॥ তোর যা ইচ্ছে কর্। আমি তোদের এ সব ব্যাপারের মধ্যে নেই।

(প্রস্থান)

(সুন্দরী বেরিয়ে যেতে দেখা গেল, ক্রুদ্ধ অবস্থায় ভীম ঢুকছে)

ভীম ॥ এই কাকার কাছে আমার নামে কী বলেছিস্ ?

ময়না ॥ যা সত্যি তাই বলেছি।

ভীম ॥ কী সত্যি বলেছিস ?

ময়না ॥ বলেছি, তুমি আমাকে মেরেছ, অমাকে অপমান করেছো।

ভীম ॥ উঃ! কৈবর্তের মেয়ের খুব অপমান জ্ঞান হ'য়েছে দেখছি।

ময়না ॥ কেন হবে না ? তুমি না হয় গায়ে ময়ূর পুচ্ছ লাগিয়ে নিজেকে ময়ূর ভাবছো, আমি তো তা ভাবিনি। আমি যে দাঁড়কাক—সেই দাঁড়কাকই থাকতে চাই।

ভীম ॥ এই! খবরদার—মুখ সামলে কথা বলবি।

ময়না ॥ আমি কেন মুখ সামলাব ? মুখ সামলাও তুমি। কারণ আজকাল ওই মুখ দিয়ে আবোল তাবোল বকছো তুমি।

ভীম ॥ আবোল তাবোল বকছি ?

ময়না ॥ বকছো না ? এই যে কথায় কথায় রাজা মারছো—উজীর মারছো, রামকে সিংহাসনে বসাচ্ছো, শ্যামকে পথের ভিখারী করছো—এগুলো আবোল তাবোল নয় ?

ভীম ॥ যা মুখে আসে, তাই বলছিস যে! রূপের দেমাকে তোর আর মাটিতে পা পড়ছে না ? না ?

ময়না ॥ মোটেই না। আমার পা মাটিতেই আছে। তোমার মতো আকাশ দিয়ে হাঁটা এখনো অভ্যেস করতে পারিনি। অভ্যেস হলে—তখন আর হাঁটবোনা। উড়বো।

ভীম ॥ তোকে দেখছি হাতে পায়ে শেকল বেঁধে ঘরে বন্ধ করে রাখতে হবে। নইলে বড্ড বাড়িয়েছিস তুই।

ময়না ॥ বেশতো! তুমি সুস্থ হও, তাহলেই আর বাড়াবো না।

ভীম ॥ (ধমক দিয়ে) আমাকে অসুস্থ কোথায় দেখলি ?

ময়না ॥ খুব অসুস্থ। ভয়ানক অসুখ করেছে তোমার। এখনো চিকিৎসা করলে সারতে পারে, কিন্তু এর পরে আর সারবে না। (কাছে এসে) আচ্ছা, রাজা মহীপাল তো আমাদের পাকা ধানে মই দেয় নি। কোন ক্ষতি করেনি সে।

ভীম ॥ ক্ষতি করেনি কীরে? সমস্ত বাংলা দেশ জুড়ে এই যে কান্না উঠছে, এত কান্না কাঁদছে কে? প্রজারা। মত্ত মহীপালের অত্যাচারিত প্রজা। রাজার অত্যাচারে মান থাকবেনা, সম্মান থাকবেনা, গোলায় ধান থাকবেনা, ঘরে সুন্দরী মেয়ে, বউ থাকবেনা—

ময়না ॥ তোমার ঘরেও তো সুন্দরী বউ আছে। কই তার ওপর তো অত্যাচার হয়নি।

ভীম ॥ আমার ওপর হয়নি। কিন্তু আমাদের ওপর হ'য়েছে। ওই সব প্রজারা আমার ভাই নয়? বন্ধু নয়? আত্মীয় নয়? সমস্ত জাতটাকে পঙ্গু করে রাখতে চায় ওই অপদার্থ দ্বিতীয় মহীপাল। যাতে একটা প্রজাও তার বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলতে না পারে, সেইজন্য নতুন হুকুম হ'য়েছে—কোন প্রজা ঘরে ধারালো অস্ত্র তো রাখতে পারবেইনা—এমন কি একগাছা লাঠিও না। কী হ'ল? হাঁ করে চেয়ে আছিস কেন আমার মুখের দিকে?

ময়না ॥ দেখছি তোমাকে!

ভীম ॥ কী দেখছিস্?

ময়না ॥ দেখছি—রাজার অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠছে বলে তুমি রাজাকে সরিয়ে দিয়ে—নিজে রাজা হবার স্বপ্ন দেখছো। প্রজার মঙ্গল করবে বলে—নিজের মঙ্গলের পথ পরিষ্কার করছো। কিন্তু আমি বলি—তুমি প্রজাদের তৈরী করছোনা কেন? কেন তুমি তাদের দেহ মন এমন শক্ত করে গড়ে তুলছোনা, যাতে রাজা

আর অত্যাচার না করতে পারে। তুমি বা তোমার কাকা সিংহাসনে বসলেই কি প্রজাদের দুঃখ ঘুচে যাবে ?

[ভীম চেয়ে আছে স্ত্রীর দিকে]—

বলো আমাকে ? তা যখন ঘুচবেনা, তখন কী দরকার আমাদের যেচে এই যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে যাওয়া ? আমরা তো খুব সুখে আছি। রাজার সঙ্গে বিরোধ হ'লে হয়তো এই সুখটুকুও আমরা হারাবো। তাছাড়া মনে করো রাজা মহীপাল তো আমাদের কোন ক্ষতি করেন নি ! করেছেন ?

(ময়না ভীমকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করতেই সে ধাক্কা দিয়ে ময়না কে ফেলে দিল মাটিতে)

ভীম ॥ আবার সেই কথা। দূর হয়ে যা—আমার বাড়ী থেকে। যে মেয়ে—দেশের দশের মুখের দিকে চায়না, নিজের সুখ নিয়েই ব্যস্ত থাকে—সে মেয়ে আমার কেউ নয়। তুই আজ থেকে আমার শত্রু। দূর হ'য়ে যা এ বাড়ী থেকে। আর যেন তোর ওই মুখ আমাকে দেখতে না হয়। যা—চলে যা। (লাথি মারলো) দেশের শত্রু, তুই জাতির শত্রু।

(উঠে দাঁড়িয়ে ময়না কিছুক্ষণ চুপ করে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বললো)

ময়না ॥ যাচ্ছি। চলেই যাচ্ছি আমি। আমি অন্যায় কথা কিছু বলিনি তোমাকে। অনর্থক রক্তপাত আমি বন্ধ করতে বলেছিলাম। কিন্তু মাথামোটা মানুষ তুমি, আমার কথা তোমার মাথায় ঢুকলোনা। ঢুকবে—যেদিন এই লাথি মারার শোধ আমি তুলবো।

ভীম ॥ শোধ তুলবি ? তুই ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। তার মানে তুইও কি আমায় লাথি মারবি নাকি ? (ময়না কানে হাত চাপা দিল)

নইলে কি করে শোধ তুলবি রে? কী দিয়ে? বঁটিতে? না কটাক্ষে?

(ময়না কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছিল)

ময়না! ময়না! শুনে যা বলছি!

ময়না ॥ না। আবার তোমাকে মনে করিয়ে দিই। আমি ময়না। তোমার পোষা পাখী—পোষা কুকুর নই। তবে দেখা হবে। তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। কিন্তু সে দেখা হবে, আবার তোমার লাথি খাবার জন্য নয়, সেদিন তুমি যাতে অপরের লাথি না খাও, তার থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্য। আমি চল্লাম।

(ছুটে বেরিয়ে গেল)

ভীম ॥ আচ্ছা!. আচ্ছা। যদি মানুষ হোস, তো এ বাড়ীতে আর ঢুকবিনা। (হরিদাস ঢুকলো, লম্বা-চওড়া বীরের মত চেহারা)

হরি ॥ কী হ'লগো? তোমার ময়না বৌ যে বাড়ী থেকে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে গেল! কোথায় গেল?

ভীম ॥ যমের বাড়ী!

হরি ॥ কিন্তু যমের বাড়ীর পথ তো পুকুর ঘাটের দিকে। সদর রাস্তার দিকে গেল কেন?

ভীম ॥ আমি ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি হরি।

হরি ॥ কেন?

ভীম ॥ উপদেশ দিচ্ছিল আমি যাতে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করি।

হরি ॥ এই অপরাধ?

ভীম ॥ একি সোজা অপরাধ? জাতির জাগবার পথে যে কাঁটা বিছোতে চাইছে, তাকে তো হত্যা করা উচিত ছিল হরি!

হরি ॥ সেইটে করলেই তো পারতে। আপদও চুকে যেত, তোমারও বীরত্ব প্রকাশ করা হ'তো। কিন্তু আহতা ফণিনীকে ছেড়ে দিলে

কেন ? আশ্চর্য্য ! তুমি জানোনা, ময়না বৌঠানের মানুষকে বশ করার শক্তি কত ? বিয়ে করে শুধু ঘরই করেছো, কিন্তু তাকে তুমি চিন্‌তে পারোনি ভীমদা ! হাওয়ার মুখে ওই আগুণকে ছেড়ে দিলে ভাই, হয়তো দেখবে সমস্ত দেশ ভরে একটা বিরাট দাবানল জ্বালিয়ে তুলেছে ওই মেয়ে। ছি ছি ছি ! করলে কী ভীমেদা ! বৌঠান ! বৌঠান !

(ডাকতে ডাকতে ছুটে বেরিয়ে গেল)

ভীম ॥ এ বেটা বলে কি ! আমার পরিবারকে আমি চিন্‌তে পারিনি ? দূর বেটা গো মুখ্যু ! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌড়ের পথ।

(অনেকদূরে সানাই বাজছে, অনতি দূরে বৃদ্ধ সপ্ততীর্থ ও যুবক ন্যায়রত্ন প্রবেশ করলেন)

সপ্ত ॥ বলি ভায়া, আস্তে হাঁটলে কি পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে ?

ন্যায় ॥ না ! তবে কিনা গুরু ভোজন হ'য়েছে। তাই ভাবছিলাম যে তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়বো। আমি ন্যায়ের পণ্ডিত, অন্যায় কথা বলবোনা দাদু !

সপ্ত ॥ ওই দুটি কাজই তো কলিতে প্রবল। ব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ, যজন-যাজন—সব উচ্ছন্নে গেছে। এখন খালি শুয়ে পড়া আর উঠে পড়া—এই দুটি ক্রিয়া অবশিষ্ট আছে। সে কথা বলছিনা। বলি—রাজবাড়ী থেকে যে খেয়ে এলে, ছাঁদা বেঁধেছ ক'জনের ?

ন্যায় ॥ কেন? চারজনের। দাদার দুই স্ত্রী আর দুই কন্যার। আপনি?

সপ্ত ॥ ন জনের। আমার তিন স্ত্রী, আর—

ন্যায় ॥ ব্যস্—ব্যস্! আর বলতে হবেনা। জানি। সবটাই জানি। হাড় হদ্দ জানি।

সপ্ত ॥ কী জান? ঠাট্টা ক'রছো নাকি?

ন্যায় ॥ না-না। আপনাকে ঠাট্টা করবো কী? আপনি আমার ঠাকুর্দ্দার শ্যালক। কতবড় সম্বন্ধ! তার ওপর সপ্ততীর্থ। বাপ্‌রে বাপ্। আপনাকে ঠাট্টা ক'রবো আমার ঘাড়ে কটা মাথা? আপনার মত পণ্ডিত এখন গৌড়বঙ্গে নেই। আমি ন্যায়ের পণ্ডিত অন্যায় কথা বলবোনা দাদু!

সপ্ত ॥ হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ। তুই বড় ভাল ছেলেরে! একদিন সকালে আসিস আমার বাড়ীতে। বুঝলি? কুমড়োটা আস্‌টা যা হ'য়েছে নিয়ে যাস্, বুঝলি?

ন্যায় ॥ যাব। তাছাড়া সত্যি কথা ব'লতে কি, আমরাতো আপনার দয়াতেই পৃথিবীতে চলা ফেরা করছি দাদু!

সপ্ত ॥ কী রকম? কী রকম? বড় ভাল ছেলে তো! এত মিষ্টি কথা বলে!

ন্যায় ॥ নয়তো কি! ধরুন আমার ঠাকুর দাদা—দীনদয়াল বেদাচার্য্য—ওই যে দীনদয়াল বেদাচার্য্য গো!

সপ্ত ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, বল্‌না! সেতো আমার ভগ্নিপতি। বারে বারে কানের কাছে নামটা বলছিস্ কেন? ভুলে গেছি ভেবেছিস্ নাকি?

ন্যায় ॥ ধরুন্, ওই দীনদয়াল বেদাচার্য্যের সঙ্গে আপনার ভগ্নী দাক্ষায়নী দেবীর বিবাহ যদি না দিতেন—

সপ্ত ॥ না দিলে—

ন্যায় ॥ না দিলে আমরা কোথায় থাকতাম ? আমি অপূর্ব্ব কুমার ন্যায়রত্ন তো থাকতামই না, এমন কি আমার পিতা বিন্দুভূষণ বেদব্যাস ও থাকতেন না।

সপ্ত ॥ ঠিক্। ঠিক্। বড় মধুর ছেলে। ন্যায়ের পণ্ডিত হ'য়েছিস্ তো!

ন্যায় ॥ হ্যাঁ অন্যায় কথা আমি বলতে পারবোনা দাদু। তাই বল্‌ছি—লাউ কুমড়ো খেতে দেবেন, এ আর বেশী কি বলছেন ? সেদিন যদি দীনদয়াল বেদাচার্য্যকে ওই দাক্ষায়নী দেবী নাম্নী কুষ্মাণ্ডটি খেতে না দিতেন—তাহলে কী উপায় হ'তো বলুন তো ? তাহ'লে কি আজ আমি আপনার সঙ্গে এই রকম আনন্দ করে রাজা মহীপালের মহিষীর ব্রত-উদ্‌যাপনের এতবড় খাওয়া খেতে যেতে পারতাম ?

সপ্ত ॥ ঠিক। ঠিক। আহা! বড় ভাল ছেলে। এখন আমাদের কপালে বেঁচে বর্ত্তে থাকিস্, তা'হলেই বাঁচি। তা দেশের যেরকম দুর্দ্দিন, বাঁচলেও বাঁচতে পারিস। নে চল্। তবে যেতে যেতে একটা কথা বলি। শুনে রাখ! তোর ঠাকুরদা লোক বিশেষ সুবিধের ছিলনা।

ন্যায় ॥ সুবিধের ছিলনা ?

সপ্ত ॥ না। মুখটাতো তার বরাবরই খারাপ ছিল, তার ওপর হাতটাও ছিল সচল। তরোয়াল টরোয়ালগুলো ভালই চলতো। এরাজ্যের কোন লোক ভোরে উঠে তার নাম করতোনা। জোর করে নাম করতে গিয়ে অনেকের অন্ন জোটেনি—এমন কথাও শোনা যায়।

ন্যায় ॥ দেখুন দাদু, আমি ন্যায়ের পণ্ডিত, অন্যায় কথা বলবোনা। আমিও শুনেছি—তিনি লোক খারাপ ছিলেন।

সপ্ত ॥ আহা-হা। কে রে ? বড় ভাল ছেলে তো! বেঁচে থাক্।

ন্যায় ॥ আমি শুনেছি, যেখান থেকেই তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ আসতো, কোন

মেয়েই তাঁর নাকি পছন্দ হ'তোনা। তিনি বলতেন—মেয়ে দেখে কি করবো? ঘর দেখবো। বদমাইসীতে, জোচ্চুরিতে, লাম্পট্যে আর শাঠ্যে, যারা আমার চাইতে বড়—তাদের ঘরের মেয়েই আমি বিয়ে করবো। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর— আপনাদের বংশের খবর পেয়ে, তিনি খুশী হ'য়ে মগধ থেকে এখানে এসে আপনার বোনকে বিয়ে করলেন।

সপ্ত ॥ তবেরে হারামজাদা!

(লাঠি নিয়ে তাড়া করলেন। যুবক ন্যায়রত্ন পালাতে গিয়ে আট্‌কা পড়লো। সামনে দিয়ে ছুটে আসছে একটি সুন্দরী মেয়ে। সে ময়না। তার পেছনে পেছনে ছুটে এল শেখর সেন। তার পিছনে পিছনে একজন রাজ সেনানী। নাম ঈশান গুপ্ত)

ময়না ॥ বাঁচান। আমাকে বাঁচান। আমি অনেকদূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি। পথে এই দুই শয়তান আমাকে দেখতে পেয়ে আমার পিছু নেয়।

ন্যায় ॥ কে তুমি? এত রূপ নিয়ে কেনই বা এভাবে একলা পথে বেরিয়েছ?

ময়না ॥ ওমা! পথে বেরোব কেন গো? আমি তো বাপের বাড়ী যাচ্ছিলাম! মাঝখানে পথ ভুল করে—

শেখর ॥ (ময়নাকে) কী হ'ল? দাঁড়ালে কেন? চলো!

সপ্ত ॥ কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ একে?

শেখর ॥ আমার বাড়ীতে।

সপ্ত ॥ কেন?

শেখর ॥ কেন আবার? এমনি! নইলে যে এই পরশমণি পথের ধূলোতে কাদাতে নষ্ট হ'য়ে যাবে!

ন্যায় ॥ তাতে তোমার কী? দেখতে পাচ্ছো না—উনি পরস্ত্রী!

শেখর ॥ সেই জন্যেই তো বেশী দুঃখ হ'য়েছে। নিজের স্ত্রী হ'লে এতটা কষ্ট হ'তোনা। কই গো! চলো?

ময়না ॥ না, আমি যাবোনা।

শেখর ॥ আহা! যাবে বইকি! সব কথা তো এখোনো শোনোইনি। শুনলে তুমিই আমার পেছনে পেছনে চলে আসবে। বুঝেছ? মেয়েরা কী চায়? সুখ চায়, শান্তি চায়, গয়না চায়, শাড়ী চায়। সে সব আমার এত আছে, যে তুমি ছেড়ে—তোমার দাসীরা পোরেও—তাদের দাসীদের বিলোতে পারবে।

ময়না ॥ তোমার শাড়ী গয়নার মুখে আমি ঝাঁটা মারি। আর লাথি মারি তোমার মুখে।

(একটু ভাল করে দেখে হেসে উঠলো শেখর সেন)

শেখর ॥ ওহে ঈশান গুপ্ত?

ঈশান ॥ আজ্ঞে প্রভু!

শেখর ॥ পাওয়া গেছে, এতদিন পরে পাওয়া গেছে। রাগলে ভাল দেখায়. এমন মেয়েকে যে আমি কতদিন ধরে খুঁজছি, কত যে মন্দিরে মন্দিরে মানত করেছি—তার আর শেষ নেই। পেয়েছি, এতদিনে পেয়েছি! চলো।

(ময়না চুপ। সপ্ততীর্থ পেছন দিয়ে চুপি চুপি পালাবার চেষ্টা করছিলেন। ন্যায়রত্ন তাঁকে ডাকলেন—

ন্যায় ॥ পালিয়ে বাঁচছেন? দাদু?

সপ্ত ॥ না-না। পালাব কেন? বলছিলাম যে—আমরা ব্রাহ্মণ, ভগবান নিয়ে আমাদের কাজকর্ম। আমাদের কী দরকার, এসবের মধ্যে থাকার? তাছাড়া ওঁকে আমি চিনি। উনি মহীপাল রাজার শ্যালক। শালা ভগ্নিপতির এসব নিত্যনৈমিত্তিক লীলা খেলার মধ্যে আমাদের না থাকাই ভাল ভাই।

শেখর ॥ ঠিক। ঠিক। বুদ্ধিমান লোক। কেটে পড়।

ন্যায় ॥ কিন্তু দাদু। ঘটনা যখন চোখের সামনে ঘটে, তখন যে ভাখে, তার ওপর সেই ঘটনার পাপপুণ্য বর্তায়। এইজন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও কুরুক্ষেত্রে একদিন সুদর্শন ধারণ করেছিলেন। নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে পারেন নি। আপনি পালাতে চান্—পালান। আমি আমার এই অচেনা বোনকে রক্ষা করবো। এস বোন, তুমি আমার কাছে এস। আমি তোমাকে রক্ষা করবো।

শেখর ॥ (হো হো করে হেসে উঠলো) সাধু, সাধু। কিন্তু পণ্ডিত, তোমার খাগের কলম কই? কী দিয়ে রক্ষা করবে একে?

ন্যায় ॥ বাহুবলে রক্ষা করবো। তুমি কি মনে করো যে ব্রাহ্মণ খালি শাস্ত্র চর্চ্চা করে? না। আমি নিরস্ত্র, আমার হাতে অস্ত্র দাও। দিয়ে ওকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো। দেখি, তুমি কেমন বীর্পুরুষ।

শেখর ॥ বটে বটে। ভারী কৌতুহল হচ্ছে দেখতে। মেয়ে ছেলে আরো অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু এরকম মজা তো পথে ঘাটে মিলবেনা। ঈশান গুপ্ত!

ঈশান ॥ প্রভু!

শেখর ॥ তোমার তলোয়ার খানা এই বাম্নাকে ধার দাও দিকিনি। আমি ওর টিকিটা আর নাকটা কেটে—বিদায় করে দিই। ব্যাটা শুভ কাজে ভারী বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

(ঈশান গুপ্ত তলোয়ার দিল ন্যায়রত্নকে। শেখর আগেই তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়েছিল। সে ভয় দেখাবার জন্য বিকট চীৎকার করে ন্যায়রত্নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু পর মুহূর্তেই তার তরবারী হস্তচ্যুত হ'য়ে মাটিতে পড়ে গেল। শেখর তোলবার চেষ্টা করতেই ন্যায়রত্নের তরবারী তার বুক স্পর্শ করলো।)

শেখর ॥ কী হ'ল হত্যাও করবে নাকি?

ন্যায় ॥ কী মনে হয় ?

শেখর ॥ অবাক হবার কিছু নেই। পুঁথি ছেড়ে যখন তরোয়াল ধরেছ, তখন সব কিছুই সম্ভব।

ন্যায় ॥ তোমার মত পতঙ্গকে মেরে লাভ নেই। যাও! আর কখনো পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দিওনা। যা-ও!

(শেখর মাথা নীচু করে চলে গেল। ঈশান গুপ্তও পেছনে যাচ্ছিল)

ন্যায় ॥ ঈশান গুপ্ত। (ঈশান ফিরলো) তোমার তরবারী যে আমার কাছে রইল ? তরবারী ফেলেই পালাচ্ছো ?

ঈশান ॥ তরবারী রাজ সরকারে অনেক পাওয়া যায়।

ন্যায় ॥ কিন্তু বীর বলে পরিচয় দাও, নিজের তরবারি অপরকে দিয়ে শূন্য কোষে ফিরে যেতে লজ্জা করবেনা তোমার ? কী রকম বীর তুমি ? এই নাও।

(তরবারী হাতে নিয়ে ঈশান গুপ্ত চোখের পলকে ন্যায়রত্নকে আঘাত করলো। ন্যায়রত্ন পড়ে গেল, হা হা করে পিশাচের মত হেসে উঠলো ঈশান গুপ্ত।)

শেখর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ

ন্যায় ॥ কাপুরুষ! বিশ্বাসঘাতক।

ঈশান ॥ (হো হো করে আবার হেসে) এস সুন্দরী!

ময়না ॥ না-না। আমি যাবোনা। আমি যাবোনা।

ঈশান ॥ তাকি হয় সখি ? ফুটন্ত গোলাপের বুক থেকে 'একটি ভ্রমর সরে গেলে আর একটি এসে বসে। পৃথিবীতে মধুময়ী ফুলেরই অভাব। ভ্রমরের তো অভাব নেই। এস!

(ময়নার হাত ধরে টানতেই শেখরের ভূপতিত তরবারি খানা নিয়ে ন্যায়রত্ন ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলো।)

ন্যায় ॥ না না কিছুতেই আমি ওকে নিয়ে যেতে দেবোনা। আমি ওকে নিয়ে যেতে দেবোনা। আমি এখনো মরিনি—তার আগে তোকে শেষ করে যাবো।

(টলতে টলতে আক্রমণ করলো। ঈশান গুপ্তের বাঁ হাতে ময়নার হাত ধরা—সে শুধু প্রতিরোধ করতে করতে পিছু হটতে লাগলো। দুজনে বেরিয়ে গেল।)

(দূরে গান শোনা গেল—দেখা গেল গান গাইতে ঢুকছে দীপঙ্কর—। জীর্ণবাসে পরিহিত একজন পাগল। দীপঙ্কর এসে ন্যায়রত্নকে ধরে ফেলল গাইতে গাইতে নিয়ে চললো ন্যায়রত্নকে—)

গান

অমন ক'রে নয়রে পাগল অমন ক'রে নয়।
হয়না তরবারীর ধারে পোকামাকড় ক্ষয়।
অমন করে নয়।
আগুন যখন আহার মাগে
পতংগ সে আপনি জাগে
তাইত আগুন দ্বিগুণ জ্বলে—জয় আগুনের জয়।
এইযে রাতের আঁধার কালো
এর ওপারে আছেই আলো
সেই আলোরই জয়ধ্বনি উঠুক ভুবনময়।
অমন ক'রে নয়।

(দুজনের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মহীপালের অন্তঃপুর

একটি মেয়ে প্রবেশ করলো। তার হাতে মংগল কলস, দধির পাত্র, ধান দূর্ব্বা প্রভৃতি। কংকাবতী ও রামপাল প্রবেশ করলো। কংকাবতী মেয়েটির হাত থেকে মংগলদ্রব্য নিয়ে রামপালের মস্তকে স্পর্শ করলেন। মেয়েটি চলে গেল। রামপাল প্রণাম করলো কংকাবতীকে।

কংকা ॥ ভারত বিজয়ী হও।

রাম ॥ একী আশীর্বাদ করলে বৌদি! বিশাল ভারতবর্ষের সামান্ত একটি প্রদেশ গৌড়, তার রাজা—আমার দাদা। আমি কী করে ভারত বিজয়ী হব ?

কংকা ॥ হবে বাহুবলে, হবে দুষ্কৃত দমনে, হবে জনসাধারণের প্রেমে। দেখতে পাওনা, গৌড়ের নরনারী কতখানি ভালবাসে তোমাকে ?

রাম ॥ তাহলে তোমার আশীর্বাদ ফলবে বৌদি। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, মায়ের মুখ মনে নেই। কিন্তু জ্ঞান হবার পর থেকে যে মাতৃমূর্ত্তি আমার রোগে শোকে, সুদিনে-দুর্দ্দিনে অচঞ্চল ধ্রুবতারার মত জেগে থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আমার এই জন্মদিনে তাঁর আশীর্ব্বাদ যদি বিফল হয়, তবে পৃথিবীর সব কিছুই মিথ্যা হয়ে যাবে। কিন্তু বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

কংকা ॥ বল্।

রাম ॥ আমার প্রতিটি জন্মদিনে তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করো—"দীর্ঘজীবি হও", "আয়ুষ্মান্ হও', আজ কেন তুমি আমাকে "ভারত বিজয়ী হও" বলে আশীর্বাদ করলে ?

কংকা ॥ বল্ তো—কেন করলাম্?

রাম ॥ কেমন করে বলবো বৌদি? তোমার মনের কথা জানা দেবতারও অসাধ্য।

কংকা ॥ রাম। তোমার দাদার রাজত্ব পরিচালনা দেখে—কিছুদিন থেকে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এই খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি প্রদেশের শাসন কর্ত্তা স্ব স্ব প্রধান। তাঁদের কারোর সঙ্গে কারোর কোন যোগ নেই, কোন প্রেম নেই, প্রয়োজন নেই। ছোট ছোট কারণে বড় রকমের সংঘর্ষ বাধছে। তাই ভারতে আজ এমন একজন সার্ব্বভৌম রাজার প্রয়োজন, যে এঁদের সবাইকে নিজের অধীনে এনে সংহত করবে।

রাম ॥ কিন্তু বৌদি, একি সহজ কাজ? তুমি জান—এই দুরূহ ব্রত সাধন করতে—কত লোকবল অর্থবলের প্রয়োজন?

কংকা ॥ জানি। কিন্তু রাম, এ সবই আসবে প্রজাদের কাছ থেকে, জনসাধারণের কাছ থেকে। তোমার প্রজাদের যদি তুমি কর আদায়ের যন্ত্র বলে মনে না কর, যদি মনে করো—তারা তোমার ভাই, তোমার আত্মীয়, তাদের সুখ দুঃখ তোমারই সুখ দুঃখ,—যুদ্ধ যাত্রার সময় যদি তাদের বেতনে প্রলুব্ধ না করে—দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারো, তাহলেই দেখবে—পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাকে বাধা দিতে পারবেনা।

রাম ॥ দেশের সম্বন্ধে তুমি এত ভাবো বৌদি?

কংকা ॥ ভাবি রাম। দেশের দুর্দ্দশা, দশের কান্না আমাকে বিচলিত করে তুলেছে। চোখ মেলে চেয়ে দেখছি—তোমার অকর্ম্মণ্য দাদার রাজ্যশাসন, দেখছি তার কর্ম্মচারী আর স্তাবকদের বিচিত্র ব্যবহার, আর মনে মনে ভাবছি—বিপ্লব এলো বলে। যেদিন ওই অপদার্থ রাজা দ্বিতীয় মহীপাল রাজ্য হারিয়ে পথে পথে ভিক্ষা

করবে। তাই তোমাকে বারবার সজাগ করে দিচ্ছি ভাই—প্রস্তুত হ'য়ে থাকো। সেই ভয়ংকর .গণ-বিপ্লব জাগবার আগেই যেন তুমি তার কণ্ঠরোধ করে পদানত করতে পারো।

রাম ॥ বৌদি, আমার কাছে লুকিও না। আমি জানি, কপালের ওপর তোমার আর একটা চোখ আছে। সেই চোখ দিয়ে দেশের কোথাও কি তুমি কোন বিপ্লবের স্ফুলিংগ দেখতে পাচ্ছো বৌদি?

কংকা ॥ পাচ্ছি রাম। উত্তর বঙ্গের বিশাল কৈবর্ত্ত সমাজে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে—খবর পেয়েছি।

রাম ॥ কি তাদের অভিযোগ? কুশাসন?

কংকা ॥ কুশাসন নয় রাম, অশাসন। রাজার প্রতিনিধি সেখানে প্রতিনিধির কাজ না করে—রাজা সেজে বসে—অবাধ অত্যাচার চালাচ্ছে। শুনেছি আমার ভাই শেখরের সঙ্গে তার খুব যোগাযোগ আছে। অর্থাৎ চোরের সঙ্গে লম্পটের বন্ধুত্ব হয়েছে—তার মানেই যাবে সম্পদের সঙ্গে সতীত্ব।

রাম ॥ এতো বড় গুরুতর সংবাদ। দাদাকে জানিয়েছিলে?

কংকা ॥ জানিয়েছিলাম।

রাম ॥ কি বললেন্ তিনি?

কংকা ॥ বল্লেন্—একমুঠো কৈবর্ত্ত প্রজার ভয়ে যদি আমি সিংহাসনে বসে ঠক ঠক করে কাঁপি, তাহলে তুমি আঁচল চাপা ·দিয়ে আমার ভয় ভাঙিয়ো।

রাম ॥ আশ্চর্য্য।

কংকা ॥ কিছুই আশ্চর্য্য নয়। সুরা আর নারী ছাড়া—রাজা দ্বিতীয় মহীপালের পৃথিবীতে আর কোন আকর্ষণ নেই।

[অংগনার প্রবেশ]

অংগনা ॥ সেটা কি খুব অপরাধ দিদি?

কংকা ॥ কোন্‌টা?

অংগনা ॥ এই রাজা হ'য়ে সুরা আর নারী কামনা করা?

রাম ॥ কি বলছো অঙ্গনা?

অংগনা ॥ অন্যায় বলছি কি? রাজা—সে রাজা। রাজা হ'য়েই সে পৃথিবীতে জন্মেছে। আর সবার সাথে তার কোন তফাৎ থাকবেনা? প্রজার দুঃখে বিচলিত হ'য়ে সে যদি মাটির সরায় ভিজে ভাত খেতে আরম্ভ করে, তাতে প্রজার তো কোন মংগল হবেনা দিদি, হবে রাজার নিজেরই অমংগল।

রাম ॥ ভিজে ভাত খাওয়ার কথাটা কি নিজের পিতৃকুলের খাওয়ার কথা চিন্তা করে বললে অঙ্গনা?

অংগনা ॥ শুনলে দিদি? কথাটা শুনলে তুমি? তার মানে—আমার বাবা ভিজে ভাত খান মাটির সরায়?

রাম ॥ নইলে রাজার মেয়ে তুমি। মাটির সরায় মানুষ ভিজে ভাত খেতে ভালবাসে, এই কথাটা জান্‌লে কেমন করে?

অংগনা ॥ ভাখো দিদি! এই তোমার গুণধর দেওর। স্ত্রীকে অপমান করতে এতটুকু বাধেনা। ওই বেশী লেখাপড়া শেখাই তোমার কাল হ'য়েছে। বুঝলে?

কংকা ॥ আঃ! কি হচ্ছে অংগনা? ওর সঙ্গে কোমর বেঁধে তুই কি ঝগড়া করবি নাকি এখন?

অংগনা ॥ আমাকে অপমান করলে আমি নিশ্চয় ঝগড়া করবো। তোমার আস্কারাতেই এমন হয়েছে দিদি। দিনকে দিন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। হাসছো তোমরা? আমার অপমান তোমার গায়ে লাগেনা, না? আসুন রাজা অন্তঃপুরে, আমি আজ তোমাদের দুজনের নামে অভিযোগ করবো।

কংকা ॥ বেশতো! করবি। শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছিস্‌ কেন আমাদের?

অংগনা॥ দেখাবোনা? তোমরা আমার অমন দেবচরিত্র ভাসুরের নামে অপবাদ দিচ্ছো, আমি সব আজ বলে দেব।

রাম॥ কি বলবে?

অংগনা॥ বলবো,—দিদি আর আপনার ছোট ভাই মিলে আপনার নামে —নানা রকম অপবাদ দেয়, আপনি ওদেরকে একটু বকে দিন।

কংকা॥ কোন্ কথাটা বিশ্বাস করোনা অংগনা? তিনি সুরাপান করেন —এইটে?

অংগনা॥ পুরুষ মানুষের ওটা একটা দোষই নয়। লোকে পান খেতে পারে, তামাক খেতে পারে, আর মদ খেলেই দোষ?

রাম॥ আর কি বিশ্বাস করোনা? তিনি পর-নারী প্রিয়, এও কি মিথ্যা কথা?

অংগনা॥ নিশ্চয় মিথ্যা কথা। এ হতে পারেনা। কখনোই হতে পারেনা।

(নেপথ্যে) মা!

কংকা॥ একি! মন্ত্রীমশাই!

[চক্রপাণির প্রবেশ]

রাম॥ আপনি এই অসময়ে অন্তঃপুরে? কী হয়েছে কাকা?

চক্র॥ আর বাবা! আমি মনে করি এ সব আমারই পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল। নইলে এতদিনও মানুষ বাঁচে?

কংকা॥ কেন? কি হয়েছে কাকা?

চক্র॥ সকাল বেলা এক ব্রাহ্মণ এসে আমার বাড়ীতে উপস্থিত। কী ব্যাপার? না, রাজার শ্যালক শেখর—একটি নারীকে হরণ করে এনেছে। বোধ হয়—রাজাকে উপহার দেবার জন্যেই। এই ব্রাহ্মণ যুদ্ধ করে শেখরকে অস্ত্রচ্যুত করে—

রাম॥ বলছেন কি কাকা? শেখর কে ব্রাহ্মণ অস্ত্রচ্যুত করেছে? সেকি? শেখর যে নাম করা অসিবিদ্!

চক্র ॥ হ্যাঁ! তা জানি। কিন্তু ওই যুবককে তো আমার মিথ্যেবাদি বলে মনে হ'লোনা রাম!

রাম ॥ তারপর?

চক্র ॥ তারপর শেখরের নিত্য সঙ্গি ঈশান গুপ্ত অন্যায় ভাবে ব্রাহ্মণকে আঘাত করে—মেয়েটিকে জোর করে নিয়ে চলে এসেছে।

কংকা ॥ মেয়েটি কে জানেন?

চক্র ॥ এই ব্রাহ্মণ বললে যে মেয়েটি বাপের বাড়ীর পথ ভুল করে গৌড়ের পথে এসে পড়েছিল। বাড়ী বলেছিল উত্তর বংগের কোন্ এক জায়গায়। মেয়েটি নাকি খুব সুন্দরী। তাই তোমাকে তাড়াতাড়ি বলতে এলাম—যে আজ রাজসভায় থেকো। আমার ভাল লাগছে না বাবা। রামপাল! জলে ডোবা মানুষকেও বাঁচতে দেখেছি কখনো কখনো—কিন্তু মদে ডোবা একটি মানুষও আজ অবধি বাঁচেনি। (চলে যাচ্ছিলেন)

রাম ॥ কাকা, কোথায় সে ব্রাহ্মণ যুবক?

চক্র ॥ পাঠিয়ে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

রাম ॥ (অংগনাকে) কি অংগনা? মাথা নীচু করে আছ কেন? মুখ তোল! চাও আমাদের দিকে? বলো, আর একবার চীৎকার করে বলো যে মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের পরনারী আসক্তির অপবাদ আমি বিশ্বাস করি না। চেঁচিয়ে বলো, আমরা শুনি।

অংগনা ॥ বলবোই তো। এ সব ওই মন্ত্রীবুড়োর সাজানো ব্যাপার। আমি কিছু বিশ্বাস করি না। (প্রস্থান)

রাম ॥ যে জেগে ঘুমোয়, তার ঘুম কে ভাঙাবে বলো!

কংকা ॥ রাম। আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। মেয়েটির বাড়ী শুনলাম উত্তর বংগে। উত্তর বংগের কৈবর্ত্তদের মেয়েরা শুনেছি—খুব

সুন্দরী হয়। তারা যদি তাদের কোন মেয়েকে বিবাদের অছিলা করে পাঠিয়ে থাকে—

রাম ॥ কিছু ভয় নেই বৌদি।

[ন্যায়রত্নের প্রবেশ]

ন্যায় ॥ যুবরাজ রামপালের জয় হোক্।

রাম ॥ এস। এস। কী নাম তোমার ভাই ?

ন্যায় ॥ আমার নাম শ্রীঅপূর্বকুমার ন্যায়রত্ন চক্রবর্তী। গতকাল আমরা রাজবাড়ী থেকে মহারানীর ব্রত উদযাপনের নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ী ফিরছিলাম। পথের মধ্যে—মন্ত্রী মশায় কি বলেছেন সে কথা ?

রাম ॥ হ্যাঁ ভাই, বলেছেন। শুনলাম তুমি নাকি রাজশ্যালক শেখরকে অস্ত্রচ্যুত করেছিলে ? এ কথা সত্য ?

ন্যায় ॥ হ্যাঁ, সত্য।

রাম ॥ পণ্ডিত তুমি। শাস্ত্র রচনা করবে মসী চালনা করে। অসি চালনা কোথায় শিখলে ?

ন্যায় ॥ যুবরাজ,—আমার পিতামহ ছিলেন মগধের রাজ সেনাপতির বাল্যবন্ধু। বাল্যকালে তাঁরা দুজনেই একসঙ্গে গুরুর কাছে অস্ত্র শিক্ষা করতেন। পরে বড় হয়ে—একজন হন মগধের রাজ-সেনাপতি, আর একজন সভাপণ্ডিত। আমার পিতা, তাঁর পিতার কাছে যেমন অস্ত্রশিক্ষা করেছেন, আমিও তেমনি শিখেছি আমার পিতার কাছে। কিন্তু যুবরাজ—

রাম ॥ (হাত তুলে থামিয়ে) কোন চিন্তা কোরোনা বন্ধু। চেয়ে দেখ আমার এই মাতৃসমা বৌদির দিকে, আর মনে মনে চিন্তা করো—এঁরই স্বামী রাজা দ্বিতীয় মহীপাল। এমন দুর্ভাগ্যও হয়। কিন্তু তাই তো হয়। চাঁদেই তো কলঙ্ক থাকে অপূর্ব।

ন্যায় ॥ মহারানী, নিতান্ত উত্তেজিত হয়ে আমি রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছি। পুত্রের ধৃষ্টতা মার্জনা করুন!

কংকা ॥ পুত্র বলেই যদি পরিচয় দিলে ব্রাহ্মণ, তাহলে এস—শূদ্রাণী মায়ের পুত্রত্বে অভিষিক্ত হও। (ন্যায়রত্নের হাত ধরে) আজ থেকে তোমাকে আমার এই দেবর-রূপ পুত্রের রক্ষী রূপে সখা রূপে, নিযুক্ত করলাম আমি। ও যদি রাজা হয়, তুমি হবে ওর সেনাপতি। ও যদি ভিখারী হয়, তুমি হবে ওর আহার্য্য সংগ্রাহক। কথা দাও—কোনদিন এর অন্যথা করবেনা?

ন্যায় ॥ (জানু পেতে) না মা। দেহে প্রাণ থাকতে মায়ের দেওয়া এই আদেশ অন্যথা করবো না।

কংকা ॥ তাহ'লে চলো আমার সঙ্গে। এই খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষের বিলাপ শুনবে এস।

ন্যায় ॥ মহারানী কংকাবতীর জয় হোক্।

কংকা ॥ না না ব্রাহ্মণ। দেশের এই দুর্দিনে মহারানীর জয়ধ্বনি দিলে তা ব্যঙ্গের মত শোনাবে। বল ভারতবাসীর জয় হোক। ভারত আত্মার জয় হোক! (প্রস্থান)

(ন্যায়রত্ন মহারানীর কথার প্রতিধ্বনি করতে করতে পিছনে পিছনে গেল।)

চতুর্থ দৃশ্য

মহীপালের কক্ষ।

ভৃঙ্গারবাহিকা ও পরে প্রবেশ করলেন রাজা দ্বিতীয় মহীপাল। বীরত্ব ব্যঞ্জক অবয়ব। দেখলেই মনে হয় এ মানুষ শাসন করতেই জন্মেছে। শাসিত হতে নয়। সংগে সেনাপতি বজ্রসেন ও মন্ত্রী চক্রপাণি।

চক্রপানি ॥ মহারাজ, আমার কথা শুনুন।

মহীপাল ॥ না, না, এসব কথা আমি শুনবো না। আর কখনো আমার সামনে প্রজাদের কথা বলবেনা। প্রজারা আমার রাজা, না আমি প্রজাদের রাজা? অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে তো আমি কী করবো? আমি কি গলবস্ত্র হয়ে প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়ে জেনে আসবো—যে তারা ভাতের সংগে মাছ খেতে পাচ্ছে কিনা? কিম্বা বলে আসবো যে, আমার যথাসর্বস্ব তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দয়া করে মুখ ভার করে থেকোনা?

বজ্রসেন ॥ এই কথাটা বলে পাঠিয়েছিলাম বলেই তো কাঞ্চননগরের জমিদার রুদ্রেশ্বর আপনার কাছে আমার নামে অভিযোগ করে পাঠিয়েছে।

মহী ॥ অভিযোগ করে থাকে, সে ঘরের ভাত বেশী করে খাক্। তোমাকে আমি জানি। তোমার মত প্রভুভক্ত, তোমার মত বীরকে, আমি—কে এক ছুঁচো রুদ্রেশ্বরের কথায় বিচার করতে বসবো—না, এত বোকা আমি নই।

বজ্র ॥ মহারাজের জয় হোক।

মহী ॥ চক্রপানি!

চক্র ॥ মহারাজ।

মহী ॥ রাজ্যে ঘোষণা করে দাও—যে অতঃপর মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের কাছে তাঁর কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নামে কেউ কোন

অভিযোগ করলে তার প্রাণদণ্ড হবে। তবে হ্যাঁ, আমি রাজা, আমি প্রজাদের ওপর তো অবিচার করতে পারি না। তারা অভিযোগ করতে পারবে। পারবে। তবে সেটা,—সেটা শুধু—মন্ত্রী চক্রপাণি, যুবরাজ রামপাল আর মহারানী কংকাবতীর নামে।

চক্র ॥ মহারাজ!

মহী ॥ বলে ফেল!

চক্র ॥ আমি আপনার পিতার আমলের কর্মচারী।

মহী ॥ হ্যাঁ, পিতার কাছেই সে কথা শুনেছি।

চক্র ॥ আপনাকে এই এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি—

মহী ॥ প্রত্যেকটি বয়োবৃদ্ধ কনিষ্ঠদের তাই দেখে থাকে—তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'ল?

চক্র ॥ আপনি যখন এইভাবে এইসব নবাগত কর্মচারীদের সামনে আমাকে কুবাক্য বলেন, তখন আমার সেটা গায়ে লাগে।

মহী ॥ লাগে বুঝি? তাহলে দুঃখিত হচ্ছি এই ভেবে যে, এতদিন ধরে পাল বংশের মন্ত্রীত্ব করেও গায়ের চামড়াটা তুমি পুরু করতে পারলে না?

চক্র ॥ (একটু চেয়ে থেকে) বুঝতে পারছি, আজ সকাল থেকেই আপনি মদ্যপান করছেন। তাহলে এখন আর আপনার সংগে কথা ক'য়ে কোন লাভ নেই। যদি অনুমতি করেন—

মহী ॥ আমার অনুমতির ভারী অপেক্ষা রাখো তুমি! কথা বলতে তোমার খুব আনন্দ। সারা দিনরাতের মধ্যে সুযোগ পেলেই বক্—বক্—বক্—বক্ করে খালি বকুনি। আর কোনটাই এমনি কথা নয়—সবই কথামৃত। যাই হোক—শুনি কী কথাটা?

চক্র ॥ কথাটা হচ্ছে, আমার বয়স হয়েছে। মন্ত্রীত্বের গুরুভার আর আমি বইতে পারছি না। কাজেই আর কোন যোগ্য ব্যক্তির হাতে এই ভার অর্পণ করলে আমি কৃতজ্ঞ হবো।

বজ্র ॥ এটা কিন্তু আপনি অন্যায় কথা বলছেন মন্ত্রীমশায়।

চক্র ॥ ন্যায় যুক্তির দ্বারা—সেটুকু শোধন করে নিও বজ্রসেন।

মহী ॥ হুঁ! এতদিন মন্ত্রীত্ব ছাড়োনি কেন?

চক্র ॥ মহারানী আর যুবরাজের অনুরোধে।

মহী ॥ তুমি তাদের মন্ত্রী, না আমার মন্ত্রী?

চক্র ॥ আমি রাজ-পরিবারের মন্ত্রী। এই মহান দায়ীত্ব আমাকে বহন করবার অধিকার দিয়েছিলেন আপনার স্বর্গীয় পিতা মহারাজ তৃতীয় বিগ্রহপাল। এতদিন বহন করেছি, আর পারছি না। আমি চলি। মহারাজের মঙ্গল হোক।

মহী ॥ দাঁড়াও। বজ্রসেন, তুমি মন্ত্রীত্ব চালাতে পারবে?

বজ্র ॥ পারবোনা কেন মহারাজ? নিশ্চয়ই পারবো। কিন্তু কথা হচ্ছে মন্ত্রী হতে গেলেই প্যাঁচোয়া বুদ্ধির প্রয়োজন, তাছাড়া গণিত শাস্ত্রেও কিছু ব্যুৎপত্তি—

মহী ॥ তুমিও যে বড় বড় কথা বলতে আরম্ভ করলে হে! ব্যুৎপত্তি ট্যুৎপত্তি এসব কী বলছো? হাজার বার বলেছি তোমাদের যে আমার সংগে যখন কথা বলবে সহজ বাংলায় বলবে। আর শক্ত বাংলা শোনাবার যদি বেগ আসে, তাহলে ভেতরে গিয়ে মহারানী আর যুবরাজ রামপালকে শোনাবে, ওরাও তোমাকে দু চার ছত্র সংস্কৃত শুনিয়ে দেবে। কিন্তু চক্রপাণি, আমি স্বীকার করছি—তুমি এটা বেশ চাল দিয়েছ।

চক্র ॥ চাল নয় মহারাজ।

মহী ॥ ধান ও নয় মন্ত্রী। যা দিয়েছ—তা পরিষ্কার গোবিন্দ ভোগ চাল। ভুর্‌ভুর্ ক'রে গন্ধ বেরোচ্ছে। হুঁ! তাহ'লে তুমি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিতে চাও?

চক্র ॥ হ্যাঁ মহারাজ।

মহী ॥ ভাল কথা। তাহলে দুচার দিনের মধ্যেই তোমার গোপন সঞ্চয়ের হিসেবটা আমাকে দিয়ে যেয়ো।

চক্র ॥ গোপন সঞ্চয় আমার কিছুই নেই মহারাজ।

বজ্র ॥ অবশ্যই আছে। এতদিন ধরে মন্ত্রীত্ব করছেন—

মহী ॥ বজ্রসেন। যখন রাজার সংগে তাঁর মন্ত্রীর কথা হয়, তখন সেখানে তোমার মতো মূর্খের চুপ করে থাকাই উচিত। এ উৎসবের কথা নয়—আনন্দের কথা নয়, লাম্পট্যের কথাও নয়। এ হচ্ছে রাজনীতি। তুমি আমার দুষ্কৃতির সংগী। কিন্তু মন্ত্রী মানেই রাজস্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি—যার একবর্ণও তুমি বুঝবেনা। হ্যাঁ, কি বলছিলে চক্রপাণি?

চক্র ॥ বলছিলাম—আমার গোপন সঞ্চয় বলে কিছু নেই মহারাজ।

মহী ॥ একেবারে কিছু নেই বল্লে প্রজারা তোমাকে ধিক্কার দেবে চক্রপাণি। আচ্ছা এখন থাক। কাল সকালে এসে আমাকে বরং বোলো, স্ত্রীর নামে কী পুত্রের নামে কত অর্থ তুমি সরিয়েছো।

চক্র ॥ মহারাজ! আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—

মহী ॥ কাল সকালে এসে আরো বেশী আশ্চর্য্য হোয়ো। এখন যাও। (চক্রপাণি চলে গেলেন। ভৃংগার বাহিকা মদ দিল। মহীপাল পান করলেন।)

বজ্র ॥ মহারাজ! একেই তো প্রজাদের কাছ থেকে ভালমতো রাজস্ব আদায় হচ্ছে না। তার ওপর মন্ত্রীমশায় যদি চলে যান—

মহী ॥ যদি যান ? যদি যান, তবে রাজা যাবে, রাজত্ব যাবে, রাজসম্মান যাবে। কিন্তু সেনাপতি, মন্ত্রীর যাবার আগে বড় বড় অক্ষরে একটা 'যদি' লেখা আছে। অতএব তিনি যাবেন না।

বজ্র ॥ কিন্তু যদি জোর করে—

মহী ॥ আবার 'যদি' ? আরে মূর্খ ! যাবে যাবে যে বলছো, যাবেটা কে ? মন্ত্রী চক্রপাণি ? কোত্থেকে কোথায় যাবে ? তুমি পাগল হয়েছ—মন্ত্রীত্ব ছেড়ে, আমাকে ছেড়ে, কোথায় যাবে চক্রপাণি ? কাল সকালে আমি যখন তার কথা শুনবো—তখন আমার মুখটা দেখাবে শুকনো শুকনো, চোখে থাকবে জলের আভাষ। কথা বলতে বলতে গলাটা একটু কেঁপে যাবে। ব্যস্। যাওয়া হয়ে গেল মন্ত্রীর। বলি—চক্রপাণি যাবে কী হে ! আমার পিতা তৃতীয় বিগ্রহপাল মারা যাবার সময় আমাকে তাঁর সখা চক্রপাণির হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখন কত ছোট—না না মন্ত্রী যাবেন না।

বজ্র ॥ কিন্তু মহারাজ। আজ আপনি আর একটি গুরুতর কথা বলেছেন। সত্যই যদি মন্ত্রীমশায় স্ত্রীর নামে, কী পুত্রের নামে, সম্পত্তি সরিয়ে রেখে থাকেন, তবে প্রজাদের সামনে তাঁর বিচার হওয়া প্রয়োজন।

মহী ॥ (জ্বলে উঠলেন) বিচার হবে তোমার। যে আমার মন্ত্রীর নামে এতবড় স্পর্দ্ধার কথা উচ্চারণ করতে পারে। কী হ'ল তোমার বজ্রসেন ? তুমি আমার অন্তরংগ বলে—আমার পিতৃপ্রতিম মন্ত্রীকে অপমান করবে ? চুরী ! আরে, চক্রপাণি যদি চুরী করতো তবে তো সেদিন বালক মহীপালকে চুরী করে সে গৌড়ের সিংহাসনেই বসতে পারতো। সম্পত্তি চুরী করবে কোন দুঃখে ? কে আছিস রে ?

(ভৃংগার বাহিকার হাত থেকে মন্ত পান করে)
তোমার মনটাতো বড কুৎসিত বজ্রসেন। এতদিন তোমার বাইরেটাই দেখে এসেছি। কিন্তু আজকে তোমার ভেতরটা দেখতে পেয়ে ঘৃণা হচ্ছে তোমার ওপর। যাও, এখান থেকে।

বজ্র ॥ আমাকে ভুল বুঝবেন না মহারাজ। আমি—

মহী ॥ হ্যাঁ। তুমি অতি সৎ মহৎ ও মহান্। কিন্তু উপায় নেই। আমি তোমাকে ভুল বুঝে ফেলেছি। এখন যাও। প্রস্থান করো।
(বজ্র সেন কিছুক্ষণ রাজার দিকে চেয়ে অভিবাদন করে চলে গেল। সেইদিকে চেয়ে মহীপাল নিজের মনে বললেন—)

মহী ॥ আশ্চর্য্য! প্রশ্রয় পেলে কী রকম ভাবে এরা মাথায় উঠে বসে। কে আছিস?

(দ্বাররক্ষীর প্রবেশ)

মহারাণীকে গিযে বল যে সময পেলে যেন একবার আমার সংগে দেখা করে।

রক্ষী ॥ যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

মহী ॥ (নিজের মনে) কংকাকেই বলে দিই চক্রপাণিকে ঠেকাবার জন্যে। আমি পারবো না। (ভৃংগার বাহিকাকে) তুমি যাও।

(শেখরের প্রবেশ, ভৃংগার বাহিকার প্রস্থান)

শেখর ॥ মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের জয হোক।

মহী ॥ জয় হোক না বলে ক্ষয় হোক বলো।

শেখর ॥ কেন? এমন কথা কেন বলছেন মহারাজ?

মহী ॥ নয়তো কী? প্রভুকে আনন্দ দান করবে বলেই না—কর্মচারীর প্রয়োজন।

শেখর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহী ॥ করছো কী সেরকম আনন্দ দান? যখনই তোমার খোঁজ করি

তখনই শুনি তুমি উত্তরবংগে। কিন্তু উত্তরবংগের ভালো ভালো খাদ্য কী তুমি একাই খাবে বন্ধু? রাজাকে তার ভাগ দেবে না?

শেখর ॥ দাসকে এরকম মারাত্মক পরিহাস করবেন না মহারাজ। যে কোন উৎকৃষ্ট খাদ্যের সন্ধান পেলেই—আমি তৎক্ষণাৎ তা মহারাজের ভোগে পাঠিয়ে দিই।

মহী ॥ (হেসে) শেখর সেন, তোমার মুখেও কথাটা অতিশয়োক্তি শোনাচ্ছে। উৎকৃষ্ট খাদ্য নিজে না খেয়ে আমাকে পাঠিয়ে দাও?

শেখর ॥ দিই মহারাজ। তবে মাঝে মাঝে মহারাজের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টের প্রসাদ পেয়ে থাকি। এ কথা অস্বীকার করলে আমার জিভ খসে যাবে মহারাজ।

মহী ॥ ভাল, ভাল। তোমার রাজভক্তিতে ভারী খুসী হলাম। তা, শুধু মুখ দেখাতে এসেছ, না, নতুন কোন আহার্য্য সংগ্রহ হয়েছে?

শেখর ॥ হয়েছে মহারাজ। কিন্তু এই নারীকে করায়ত্ব করতে এমন কষ্ট পেতে হয়েছে—

মহী ॥ হবেই তো। নারী হল বীর ভোগ্যা। তোমার মতো কাপুরুষের তো কষ্ট হবেই তাকে ধরতে। তা, বস্তুটা এসেছে কী?

শেখর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।

মহী ॥ প্রাসাদে এসেছে?

শেখর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার বিলাস কুঞ্জে তাকে আটকে রেখেছি।

মহী ॥ তাহলে অনর্থক সময় নষ্ট করছো কেন? নিয়ে এস।

শেখর ॥ ঈশান গুপ্ত!

মহী ॥ ও বাবা। তাহলে হনুমান জাম্বুবান দুজনে মিলে তাকে ধরে নিয়ে এসেছ? বলি, ও শেখর, এটা বালিবধের ভূমিকা নয়তো?

শেখর ॥ আজ্ঞে না মহারাজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তবে মেয়েটিকে কোন সম্পন্ন গৃহস্থের বধূ বলেই মনে হয়—

মহী ॥ বধূ? মধু! মধু!

শেখর ॥ পিত্রালয়ে যাচ্ছিল—

মহী ॥ তোমরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে মিত্রালয়ে নিয়ে এসেছ? বেশ করেছো। এবার তোমাদের দুজনেরই পদোন্নতি হবে। তোমরা যখন আমার জন্যে এতটা ভাবো—তখন তোমাদের জন্যে আমার একটু ভাবা উচিত। কী বলো?

শেখর ॥ মহারাজের অনুগ্রহেই তো আমরা বেঁচে আছি।

মহী ॥ বেশ। বেশ। তাহলে আরো দীর্ঘ দিন দয়া করে বেঁচে থেকে আমাকে ভাল ভাল খাদ্য যুগিয়ে যাও। আমি দুহাত তুলে—
(থেমে গেলেন। দেখা গেল ঈশান গুপ্ত হাত বাঁধা ময়নাকে জোর করে এনে ফেলে দিল মহীপালের সামনে। পরে তাকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল রাজার সামনে। দেখা গেল ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত ময়না চেয়ে আছে মহীপালের দিকে। সে রাগে ফুলছে)

মহী ॥ করেছ কী শেখর? এযে দেবভোগ্য বস্তু! খুলে দাও, খুলে দাও, ওর বাঁধন খুলে দাও। আচ্ছা, আচ্ছা, আমিই খুলে দিচ্ছি।
(এগিয়ে গিয়ে বাঁধন খুলে দিলেন। বন্ধনমুক্তা হয়ে ময়না ক্রুদ্ধ চোখে চাইল শেখর আর ঈশান গুপ্তর দিকে। তারপর মহীপালকে বললো—)

ময়না ॥ তুমি রাজা দ্বিতীয় মহীপাল?

মহী ॥ লোকে তাই বলে।

ময়না ॥ এই দুটি ক্লীব তোমার কর্মচারী?
(মহীপাল সকৌতুকে শেখর সেন আর ঈশান গুপ্তের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—)

মহী ॥ ওরা তাই বলে।

ময়না ॥ ওদের তুমি এখনি দূর করে দাও।

মহী ॥ আহা! তোমাকে ধরে এনে ওরা পথশ্রমে ক্লান্ত। এখন চাকরী গেলে ওরা কাঁদতে শুরু করবে। অথচ পুরুষ মানুষের কান্না আমি একদম দেখতে পারিনা। আচ্ছা, তোমরা এখন যাও। বুঝলে? আমি সুন্দরীর সংগে পরামর্শ করে তোমাদের ব্যবস্থা করবো।

শেখর সেন ও ঈশান গুপ্ত ॥ মহারাজের জয় হোক। (প্রস্থান)

ময়না ॥ যেমন অসচ্চরিত্র রাজা, তেমনি লম্পট তার সংগী।

মহী ॥ সুন্দরি, শাস্ত্রে আছে অযথা কুবাক্য বলতে নেই। তাতো তুমি মানছোই না—উপরন্তু আমাকে আর আমার কর্মচারীদের যা তা বলছো। একি উচিত হচ্ছে? বিশেষ করে তোমাকে দেখে যখন আমার ভাল লেগেছে। তুমি যখন আমার প্রিয়া হবে—

ময়না ॥ তোমার মুখে আমি লাথি মারি। শয়তান!

মহী ॥ সে তো মারবেই। তোমার সংগে আমার প্রেম হবে, আর তুমি আমাকে লাথি মারবেনা—তা তো হয় না। তবে যখন আমি আনন্দে আটখানা হয়ে—তৃপ্ত হয়ে, তোমার ওই সুন্দর চরণ দুটি আমার বুকে ধারণ করবো—তখন—তুমি মেরো—আমাকে লাথি মেরো। আপাততঃ এস—

(হাত ধরার জন্য এগোতেই—)

নেপথ্যে ॥ মহারাজ!

মহী ॥ আঃ! (সরে দাঁড়ালেন) কে? এস।

(শেখরের প্রবেশ)

শেখর ॥ মহারাজ। প্রজারা সভাগৃহে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

মহী ॥ হোক।

শেখর ॥ আজ্ঞে?

মহী ॥ বলছি হোক। তাদের আজ যেতে বলো। সভা হবে না আজ।

শেখর ॥ মহারাজ—

মহী ॥ বলি, তোমরা কী আমাকে বেতন দিয়ে মহারাজা নিযুক্ত করেছ নাকি হে, যে প্রজারা সভায় এলেই তাদের অভিনন্দন জানাতে আমাকে যেতে হবে! শোন, যাবার সময় দ্বাররক্ষীকে বলে দাও কেউ যেন আমায় বিরক্ত না করে।

শেখর ॥ যে আজ্ঞে মহারাজ। (শেখরের প্রস্থান)

মহী ॥ রাজকার্য্য! রাজকার্য্য! রাজার যেন কোন সাধ আহ্লাদ থাকতে নেই। রাজা যেন প্রজার ক্রীতদাস। দিলে নেশাটা ছুটিয়ে।

ময়না ॥ আজ বুঝতে পারছি, কেন তোমার প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের আগুণ জ্বলে উঠেছে। সত্যি, প্রজাদের সুখ দুঃখের দিকে তোমার ভ্রূক্ষেপও নেই। তুমি সুরা আর নারীতে উন্মত্ত হয়ে আছো। বাঃ! বাঃ! গৌড়বংগের অধিপতি দ্বিতীয় মহীপাল। বাঃ!

মহী ॥ আশ্চর্য্য! তোমাকে যত দেখছি ততই যেন আমার শিরা উপ-শিরায় রক্তের দোলাটা বেশী করে অনুভব করছি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। রাজ্যে আমার আসক্তি নেই। রাজ্য আমার ভালো লাগেনা। ভাল লাগে সুরা আর নারী। কিন্তু কী জান সুন্দরি? উৎকৃষ্ট সুরা সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু উৎকৃষ্ট নারী? উঁহু। মাথা খুঁড়ে মরলেও পাওয়া যায় না। পাওয়াই যায়না। সে পাওয়া জন্ম জন্মান্তরের তপস্যার ফল। আজ আমার সুপ্রভাত। কার মুখ দেখে উঠেছি মনে পড়ছেনা। কিন্তু আজ সুদুর্লভ নারী রত্ন আমার কাছে এসেছে। আমাকে সারাজীবন তোমার ভৃত্য করে রেখে দাও সুন্দরী। এস।

ময়না ॥ কোথায়?

মহী ॥ আমার শয়নকক্ষে। তোমার স্বর্গে।

ময়না ॥ বলতে লজ্জা হচ্ছেনা তোমার?

মহী ॥ কেন? লজ্জা হবে কেন?

ময়না ॥ দেখতে পাচ্ছোনা আমি পরস্ত্রী ?

মহী ॥ ছিলে। এখন তুমি রাজার। দেশের সমস্ত ভূমি আর নারী রাজার সম্পত্তি। তার ওপর চিরকাল কারো স্বত্ব থাকতে পারে না।

ময়না ॥ মহারাজা মহীপাল, আমি এখনো শেষবারের মতো তোমাকে সাবধান করছি। যদি আগুন নিয়ে খেলা করতে না চাও, যদি ছোট্ট এক ফোঁটা আগুন দিয়ে তোমার রাজ্য, তোমার জীবনকে ধ্বংস করতে না চাও, তবে আমার গায়ে হাত দিওনা। তোমার পক্ষ হ'য়ে কথা বলতে গিয়ে—যাদের ঘর আমি ছেড়ে এসেছি, তারা তোমার ভয়ংকর শত্রু। সাবধান!

মহী ॥ শত্রু? হাঃ হাঃ হাঃ। আমি গৌড় বংগেশ্বর দ্বিতীয় মহীপাল, আমার চারটি শত্রু থাকবেনা, আমি কী এতই হতভাগ্য? তুমি অপূর্ব বাক্‌পটিয়সী! এরপরে বসে বসে প্রাণভরে তোমার কথা শুনবো। এস। (হাত ধরলেন)

ময়না ॥ মহীপাল!

মহী ॥ তোমার দাস।

ময়না ॥ হাত ছেড়ে দাও।

মহী ॥ একবার পাণিগ্রহণ করলে—আর তা বর্জ্জন করা যায়না সুন্দরি!

ময়না ॥ তুমি নরকে যাও।

(ময়না মহীপালের হাত কামড়ে দিতেই তিনি "উঃ" বলে হাত ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর ক্রুদ্ধ চক্ষু মেলে একটু কাল চেয়ে রইলেন ময়নার দিকে।)

মহী ॥ ওরে কালনাগিনী! তুমি তাহলে দংশন করতেও জানো? কিন্তু জানোনা—যে সাপিনী বশ করার মন্ত্র জানি আমি।

(হঠাৎ ঠাস্ করে চড় মারলেন ময়নাকে। সে পড়ে গেল। তারপর কাছে গিয়ে তাকে পদাঘাতের পর পদাঘাত করতে লাগলেন আর মুখে বলতে লাগলেন—

মহী ॥ আর মারবি ছোবল ? মার্ ছোবল। মার্, মার্, মার্!
(বলেই মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন সামনে মহারানী কংকাবতী। সঙ্গে সঙ্গে রাজা মহীপাল সরে দাঁড়ালেন।)

কংকা ॥ নারীর ধর্ম-রক্ষাকর্তা, গৌড়-বংগেশ্বর দ্বিতীয়মহীপালের জয় হোক!

মহী ॥ (একটু যেন বিব্রত হ'য়ে) দ্যাখোনা—হাতটা এমন ভাবে কামড়ে দিলো—

কংকা ॥ অবলার বল মহারাজ। যার যা অস্ত্র, সে তাই দিয়েই তো আত্মরক্ষা করবে। রাজা! ইতিমধ্যেই তোমার সঙ্গে কথা কইতে ঘৃণা বোধ হতো আমার। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, আর বোধ হয় তোমার মুখের দিকে চাইতে পারবোনা আমি।

মহী ॥ রাখো, রাখো, তোমার বক্তৃতা রাখো। তোমার কথা শুনে মনে হয়—আমি যেন রাজপ্রাসাদে নেই, গুরুগৃহে আছি। তাই গুরুপত্নী এসে মাঝে মাঝে আমাকে নীতিশিক্ষা দিয়ে ভর্ৎসনা করে যান। যাও—এখান থেকে এখন।

(কংকাবতী এগিয়ে গিয়ে তুললেন ময়নাকে। চেয়ে দেখলেন। হাসলেন। বললেন—)

কংকা ॥ পোড়ারমুখী, এই রূপ নিয়ে কি কেউ একা বাপের বাড়ীর পথে পা বাড়ায় ? এস!

মহী ॥ কোথায় যাচ্ছো ?

কংকা ॥ ওকে নিয়ে যাচ্ছি।

মহী ॥ কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ?

কংকা ॥ আমার মহলে।

মহী ॥ না। ও আমার মহলে থাকবে। ওর এই বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে আমি সাপের খেলা দেখবো।

কংকা ॥ ছিঃ মহারাজ। ও পরস্ত্রী!

মহী ॥ সে আমি জানি। কিন্তু ওকে রেখে যাও।

কংকা ॥ না।

মহী ॥ মহারানী, তুমি তোমার অধিকারের বাইরে যাচ্ছো।

কংকা ॥ রাজার অধিকার যদি পরস্ত্রীহরণ পর্য্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে, রানীর অধিকার তাকে রক্ষা করা পর্য্যন্তই বা এগোবেনা কেন?

মহী ॥ (ক্রোধে চীৎকার ক'রে) আঃ! তুমি যাবে কিনা।

কংকা ॥ না মহারাজ।

(মহীপাল হঠাৎ তাঁর তরবারী তুলে নিলেন।)

মহী ॥ যাও এঘর থেকে। আমার সব কাজে এভাবে বাধা দিওনা।

কংকা ॥ না।

মহী ॥ না গেলে—না গেলে আমি তোমাকে হত্যা করবো কংকা!

কংকা ॥ আমার গায়ে তরবারী হানতে তুমি পারবেনা মহারাজ।

মহী ॥ কেন?

কংকা ॥ আমার রক্ষাকর্তা আমাকে রক্ষা করবে।

মহী ॥ তাই নাকি? নতুন কথা শুনলাম। শুনে রাখি কী তোমার রক্ষাকর্তার নাম?

(সশস্ত্র রামপাল প্রবেশ করে বললেন—)

রাম ॥ তার নাম রামপাল। মহারানী কংকাবতীর দাসানুদাস দেবর।

(মহীপাল বেশ কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর তরবারী ফেলে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। কংকা ময়নাকে নিয়ে চলে গেলেন। রামপালও যাচ্ছিলেন।

মহী ॥ রামপাল !

রাম ॥ মহারাজ।

মহী ॥ এর নাম কী জান ?

রাম ॥ জানি মহারাজ। রাজদ্রোহ।

মহী ॥ এর শাস্তি কী জান ?

রাম ॥ জানি মহারাজ। নির্ব্বাসন।

মহী ॥ আমি তোমাকে সেই—না। আমি এর বিচার করবো। কে আছিস ? ঘণ্টাধ্বনি কর্। আমি এই মুহূর্ত্তে সভায় যাবো। রামপাল, মহারানী আর ওই নবাগতা নারী, প্রত্যেককে সভায় উপস্থিত হতে বল্। মহারানী হলেও সে রাজদ্রোহিনী। আমি তার বিচার করবো। (চীৎকার ক'রে) আমি বিচার করবো !

(প্রস্থান)

সভা আহ্বানের সংকেত।

স্বরূপ নেপথ্যে ঘণ্টা বাজছে।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজসভা।

প্রথমে বৈতালিক গান গাইছে (শেষ পৃষ্ঠা দেখুন) গানের মধ্যে চারজন গ্রামবাসি পরে চক্রপাণি ঢুকলেন। পরে সভাসদ্গণ প্রবেশ করলেন। চক্রপাণি বললেন—

চক্র ॥ মহারাজ অসুস্থ। তিনি আজ সভায় আসতে পারবেন না। (গ্রামবাসীদের) আগামী কাল মহারাজ তোমাদের বক্তব্য শুনবেন।

১ম গ্রামবাসী ॥ এই গৌড়ে আমাদের থাকবার তো কোন জায়গা নেই মন্ত্রীমশায়। কী করবো তাহলে আমরা ?

২য় গ্রামবাসী ॥ দূর গ্রাম থেকে আমরা এসেছি। ভেবেছিলাম বিচার শেষ হলে সন্ধ্যের মুখেই গ্রামের দিকে রওনা হবো।

চক্র ॥ কিন্তু কোন উপায় নেই বাবা। আগেই বলেছি মহারাজ অসুস্থ।

৩য় গ্রামবাসী ॥ কিন্তু আমরা তো শুনলাম মন্ত্রীমশায় যে—মহারাজ সকাল থেকে সুরাপান করে—

চক্র ॥ আঃ। আবার বাজে কথা কয়! অধিকারের বাইরে কথা বলা—বদ্ অভ্যাস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি। যাও। গৌড়ের অতিথিশালায় গিয়ে আজকের মতো বিশ্রাম করোগে। কাল সকালে মহারাজ সভায় এলে তোমাদের কথা বোলো। সব সময় মনে রাখবে—রাজা—রাজা।

১ম গ্রামবাসী ॥ কিন্তু মন্ত্রীমশায়—আমরা তাঁকে রাজা বলে মানি বলেই তিনি রাজা।

২য় গ্রামবাসী ॥ আমরা ভয় করি বলেই তিনি ভয়ংকর।

৪র্থ গ্রামবাসী ॥ আর শ্রদ্ধা করি বলে তিনি শ্রদ্ধেয়।

চক্র ॥ প্রজাদের মধ্যে নতুন ধরনের কথা শুনছি। বাঃ বাঃ! কে শেখালে এসব কথা ?

১ম গ্রামবাসী ॥ আমাদের প্রাণের যুবরাজ রামপাল।

(বজ্রসেনের প্রবেশ)

বজ্র ॥ মন্ত্রীমশায়। এইমাত্র মহারাজ সংবাদ পাঠিয়েছেন—তিনি সভায় আসছেন।

চক্র ॥ সেকি! আমি যে নিজে তাঁর কাছ থেকে—

বজ্র ॥ মত বদ্‌লেছেন।

চক্র ॥ ভাল। তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো। মহারাজ সভায় আসছেন। ভাগ্য ভালো তোমাদের। কাজ শেষ করেই চলে যাও।

বজ্র ॥ এরা কারা ? কী চায় এরা ?

চক্র ॥ বলতে পারবোনা। মহানন্দার ওপার থেকে এসেছে। আমাদেরই প্রজা।

শেখর ও ঈশান গুপ্ত এসে দাঁড়াল।

বজ্র ॥ (প্রজাদের) কী চাও হে তোমরা ?

১ম গ্রামবাসী ॥ আজ্ঞে, সেটা আমরা মহারাজের কাছেই নিবেদন করবো।

বজ্র ॥ কেন ? আমাদের কাছে নিবেদন করলে সর্ব্বনাশ হবে ?

২য় গ্রামবাসী ॥ সর্ব্বনাশ যা হবার আগেই হয়েছে। এখন যাতে সেই সর্ব্বনাশ রোধ করা যায়—সেই জন্যেই এসেছি।

শেখর ॥ বাবা! বড্ড চ্যাডাং চ্যাডাং কথা দেখছি। মন্ত্রীমশায়! এরা কি মহারাজের কুটুম্ব ?

চক্র ॥ প্রজা।

শেখর ॥ অর্থাৎ পায়ের জুতো। তা হঠাৎ মাথায় ওঠবার সাধ হল কেন ?

চক্র ॥ বলতে পারবোনা শেখর সেন। দেশে নতুন যুগের নতুন হাওয়া বইছে। তাই অনেক নতুন কাণ্ডও দেখছি। তৃতীয় বিগ্রহপালের আমলের লোক আমি। এসব ব্যাপার আমাদের আমলে ছিল না। কাজেই বুঝতে পারছিনা। কিছুদিন থেকেই ভাবছিলাম—আমার অবসর নেওয়া উচিত। কিন্তু বলতে পারিনি। আজ আমার সুপ্রভাত। মনের বাসনা মহারাজকে নিবেদন করে এসেছি।

ঈশান ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুড়ো বয়সে এই খাটুনি কি পোষায়? তা কী বললেন মহারাজ? ছুটি মিলেছে তো?

চক্র ॥ মিলেছে বলে তোমাদের সুখী করতে পারতাম ঈশান গুপ্ত। কিন্তু মিথ্যে কথা বলা হবে—তাই বলতে পারছিনা।

শেখর ॥ তার মানে আরো বেশ কিছুদিন এই জোয়াল বইতে হবে?

(প্রবেশ করলেন মহারানী কংকাবতী, আর রামপাল।)

বজ্র ॥ একি! মহাবানী আর যুবরাজ সভাগৃহে!

গ্রামবাসীগণ ॥ জয় যুবরাজ রামপালের জয়। (৩ বার)

রাম ॥ তোমরা কে ভাই?

১ম গ্রামবাসী ॥ যুবরাজ! আমরা আপনার ভরতপুরের প্রজা। মহারাজকে আমরা যে খাজনা দিই, তার ওপরেও অনাবশ্যক ভাবে তা বাড়ানো হ'য়েছে। উপরন্তু নতুন আদেশ জারী হয়েছে—জমিতে উৎপন্ন শস্যের তিনভাগ রাজ ভাণ্ডারে জমা দিয়ে যেতে হবে। এক ভাগ প্রজাদের থাকবে। যে এই আদেশ অমান্য করবে—তার সমস্ত সম্পত্তি মহারাজ বাজেয়াপ্ত করবেন।

(রামপাল ম্লান হাসলেন।)

বজ্র ॥ কিন্তু আমার কথার উত্তর পেলাম না মহারানী॥

কংকা ॥ মহারাজ—আমার ও রামের বিচার করবার জন্য সভায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

বজ্র ॥ মহারানীর বিচার করবার জন্য তাঁকে প্রকাশ্য সভায় ডেকে পাঠিয়েছেন, মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাল? সেকি!

(মহীপালের প্রবেশ)

মহী ॥ কেন? তাতে অবাক হবার কী থাকতে পারে—বজ্রসেন?

বজ্র ॥ অবাক হবার কিছু কী নেই মহারাজ ? সাম্রাজ্যের মহারানীকে যদি আজ অপরাধিনীর মতো রাজ্যের বিচার সভায় এসে দাঁড়াতে হয়—তাহলে সে দুর্নাম কী রাজাকে স্পর্শ করবেনা ?

মহী ॥ মহারাণী যদি সত্যই অপরাধিনী হন, তবে নিশ্চয় স্পর্শ করবেনা ! রামপাল !

রাম ॥ মহারাজ !

মহী ॥ রাজার শয়নকক্ষের নিভৃত অবকাশ থেকে, যদি কোন অব্যবস্থিত চিত্ত—কোনো বিলাসের বস্তুকে জোর করে নিয়ে যায়, তাহলে তার শাস্তি কী, তুমি জান ?

রাম ॥ আগেই তো বলেছি—তার শাস্তি যদি নির্বাসন দণ্ড হয়, তবে আমাকে দিন সেই দণ্ড। আমি তা নির্বিচারে মাথা পেতে নেবো।

শেখর। তাহলে দণ্ড আপনার স্বেচ্ছায় নেওয়া উচিত যুবরাজ। মহারাজের শয়ন কক্ষ থেকে—

চক্র ॥ চুপ করো শেখর সেন। তোমার পদমর্য্যাদা আজও এমন স্তরে পৌঁছয়নি, যেখানে দাঁড়িয়ে তুমি যুবরাজ বা মহারাণীর বিচার সম্পর্কে কোন কথা বলতে পারো। চুপ করো ! তোমরা যতক্ষণ কথা না কও ততক্ষণই মংগল।

শেখর ॥ মহারাজ দেখুন। আপনার সামনেই মন্ত্রীমশায় আমাকে কী ভাবে অপমান করছেন।

মহী ॥ তুমি এখান থেকে এখন যাও শেখর। আমি ডেকে পাঠালে তখন এস।

শেখর। মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের জয় হোক।

(ঈশান গুপ্তকে চোখের ঈশারায় সে ডেকে নিয়ে চলে গেল।)

চক্র ॥ মহারাজ ! ঘটনাটা কী হয়েছিল—বিচার শেষ করবার পূর্বে আমাকে একবার বলবেন কী ?

মহী ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন বলবোনা ? শেখর সেন উত্তরবংগ থেকে আমার জন্য একটি অপূর্ব সুন্দরী নারী এনেছিল। মহারাণী, যুবরাজেব সাহায্য নিয়ে তাকে আমার ঘর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন।

(চারদিকে একবার দেখে নিয়ে।)

এরা সব কারা ?

৩য় গ্রামবাসী ॥ মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, আমরা আপনার মহানন্দার পশ্চিম তীরের প্রজা। আমরা চারশো জন এসেছি।

মহী ॥ ও ! ভারী আনন্দ হ'ল। কিন্তু এখানে কেন ?

৪র্থ গ্রামবাসী ॥ আমরা বিচার প্রার্থী হযে এসেছি মহাবাজ।

মহী ॥ কিন্তু এটাতো প্রজাদের—হ্যাঁ —প্রজাদেরই বটে। কিন্তু আজতো বাপু তোমাদের কোন কথা আমি শুনতে পারবোনা। কেননা—চক্রপাণি !

চক্র ॥ মহারাজ !

মহী ॥ তুমি এদের অভিযোগ শুনে তার প্রতীকার কোরো। তুমি যা করবে, তাতেই আমার সম্মতি রইলো।

কংকা ॥ অত সহজে সম্মতি দেওয়াটা বোধ হয়—বুদ্ধিমানের কাজ হবে না মহারাজ। সুরা আর নারীতে মত্ত হয়ে বহুকাল প্রজাদের অভাব-অভিযোগের কোন খবর আপনি রাখেন না। কাজেই ওদের অভিযোগ সম্পর্কে আপনার হয়তো কোন জ্ঞানই নেই।

মহী ॥ বেশতো, রাজ্যের মহারাণী যদি প্রজাদের অভিযোগ সম্বন্ধে সজ্ঞান থাকেন, তবে তাঁর মুখ থেকেই না হয় শুনি।

কংকা॥ মহারাজ তৃতীয় বিগ্রহপালের আমলে এই আইন ছিল যে প্রজারা তাদের উৎপন্ন শস্যের চারভাগের একভাগ রাজার ভাণ্ডারে জমা দেবে। কিন্তু রাজা দ্বিতীয় মহীপাল নতুন আদেশ জারী করেছেন যে, উৎপন্ন শস্যের তিনভাগ জমা দিতে হবে!

রাম॥ এ রাজ্যশাসন নয়, স্বেচ্ছাচার।

মহী॥ বেশতো, তুমি যখন রাজা হবে, যদি হও, তখন প্রজাদের কাছ থেকে কর নিওনা।

কংকা॥ দরিদ্র প্রজারা বার বার রাজধানীতে এসে মহারাজের দর্শন না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। রাজা যে রাজকার্য্য ভুলে অন্য কাজে মেতে আছেন—এরা তো সে খবর জানেনা।

রাম॥ মহারাজ, প্রজাদের ওপর অযথা উৎপীড়ন করবেন না। আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের আদেশই বলবৎ রাখুন।

মহী॥ না। পিতৃদেব যদি মূর্খের মত একটা ভুল করে গিয়ে থাকেন, তাহলে সেই ভুলকেই শিরোধার্য্য করার কোন অর্থ হয় না। তিনি যদি—চক্রপাণি, কোথায় যাচ্ছো?

চক্র॥ আমি চলে যাচ্ছি মহারাজ। অনর্থক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিগ্রহপালের নিন্দা নাই বা শুনলাম। আর একটা কথা—আমার পদত্যাগ সম্পর্কে অনুগ্রহ ক'রে আর বিবেচনা করবেন না। আমি পদত্যাগ করলাম। (প্রস্থান)

মহী॥ বজ্রসেন!

বজ্র॥ মহারাজ!

মহী॥ একবার কোষাধ্যক্ষ অনন্ত বিক্রমকে ডেকে পাঠাও। তাকে বলো, আজ থেকে—আজ থেকে মন্ত্রীত্বের ভারও তার ওপর রইলো।

বজ্র॥ যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

মহী ॥ (প্রজাদের) তোমরা এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন? একটু আগেই তো বলেছি—তোমাদের অভিযোগ শোনার অবসর আজ আমার হবেনা।

১ম গ্রামবাসী ॥ মহারাজ। আমাদের অভিযোগের কথা আমরা এখন ভুলে গেছি। আমাদের প্রাণাধিক যুবরাজ রামপালের বিচারের পরিণাম না দেখে আমরা যাবোনা।

মহী ॥ তোমাদের চোদ্দপুরুষ যাবে। বিদ্রোহ? আর একমুহূর্ত এখানে দাঁড়ালে আমি তোমাদের চারজনের মৃত্যুদণ্ড দেবো। যাও এখান থেকে।

২য় গ্রামবাসী ॥ চারজন নয়, আমরা চারশো জন এসেছি। কিন্তু ক্ষমা করবেন মহারাজ। যুবরাজ রামপালের বিচার না দেখে—

মহী ॥ এই! কে আছিস?

ন্যায়রত্নের প্রবেশ। সশস্ত্র।

ন্যায় ॥ আমি আছি মহারাজ।

মহী ॥ তুমি আবার কে?

ন্যায় ॥ আমি যুবরাজ রামপালের সংগী, সখা ও সেবক।

মহী ॥ আমার একজন রক্ষীকে পাঠিয়ে দাও।

ন্যায় ॥ তারা অস্ত্রচ্যুত হয়ে মাথা নীচু করে সিংহদ্বারে বসে আছে।

মহী ॥ অপদার্থের দল। বজ্রসেনকে ডেকে দাও।

ন্যায় ॥ আজ্ঞে মহারাজ, প্রজারা তাঁকেও আটকে রেখেছে।

মহী ॥ প্রজারা!

ন্যায় ॥ আজ্ঞে ওই বিচার প্রার্থী প্রজারা। তারা যেই শুনেছে মহারাণী কংকাবতী আর যুবরাজ রামপালের বিচার হচ্ছে, অমনি তারা উত্তেজিত হয়ে বজ্রসেন, শেখর সেন আর ঈশান গুপ্তকে বন্দী করে রেখেছে।

মহী ॥ আর আমার সৈন্যদল ? তারা কি সবাই মারা গেছে ?

স্থায় ॥ তারা বেঁচেই আছে মহারাজ। কিন্তু তাদের হুকুম দেবার লোকের অভাব।

(মহীপাল সকলকে দেখলেন।)

মহী ॥ রামপাল !

রাম ॥ মহারাজ !

মহী ॥ এর অর্থ ?

কংকা ॥ অর্থ রাম কেমন করে জানবে ? অর্থ জান তুমি ! নিজের অকর্মণ্যতা,লাম্পট্য আর আলস্যে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছ তুমি ! দিনের পর দিন তোমাকে সাবধান করেছি, আমার কথা তুমি কাণেই তোলনি ! আজ প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে বসেছে। কাজেই—

মহী ॥ প্রকৃতির প্রতিশোধকে আমি পদদলিত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবো। যুবক ! তুমি আমার বন্দী।

স্থায় ॥ মহারাজকে তাহলে নিজের হাতে আমাকে বন্দী করতে হয়।

মহী ॥ হ্যাঁ তাই করবো। কী ভেবেছ তোমরা ? চারগণ্ডা প্রজার চোখ রাঙানীতে মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাল ঠক্ ঠক্ করে কাঁপবে ? বলো মহারাণী, সেই নারীকে আমার হাতে সমর্পণ করবে কিনা ?

কংকা ॥ না মহারাজ !

মহী ॥ রামপাল ? তুমি অর্পণ করবে তাকে আমার হাতে ?

রাম ॥ না মহারাজ !

মহী ॥ বেশ ! তাহলে—আমি তোমাদের উভয়কে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করলাম। কাল প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের আগে তোমরা আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। আমার সৈন্যরা তৃতীয় দিনের সূর্য্যাস্তের পরও যদি তোমাদের আমার রাজ্যের সীমার মধ্যে

দেখতে পায়—তবে তৎক্ষণাৎ বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করবে। আজীবন কারাবাস ভোগ করবে তোমরা।

তিনজন প্রজা ॥ মহারাজ! এ অন্যায় বিচার। আমরা—

(রামপাল হাত তুলে তাদের থামতে বললেন। তারপর মহারাজের কাছে গিয়ে জানু পেতে বসে বললেন—

রাম ॥ মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের জয় হোক! কিন্তু মহারাজ আমার অপরাধে রাজ্যের মহারাণীকে দণ্ডিত করবেন না।

কংকা ॥ রাম। এখন আর এই আবেদনের কোন অর্থ হয় না। রাজা বিচার করেছেন, সে বিচার আমি মাথা পেতে নিয়েছি। ওঠো! আজ রাত্রেই আমাদের এ রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে।

(ঢুকলো ময়না)

ময়না ॥ না-না, কাউকে কোথাও যেতে হবেনা। আমার মত তুচ্ছ একটা নারীর জন্য গৌড়ের রাজ পরিবারে এতবড একটা ভাঙন ধরে যাবে—এ জানলে আমি কখনই আশ্রয় নিতাম না। আমি আত্মসমর্পণ করছি মহারাজ। আপনি এঁদের ক্ষমা করুন।

মহী ॥ তুমি আত্মসমর্পণ করলে—আমি নিশ্চয় এদের ক্ষমা করবো সুন্দরী।

ময়না ॥ তাই করুন মহারাজ, তাই করুন। আমাকে পেলেননা বলে রাগ করে যে ডালে বসে আছেন—সেই ডাল কাটবেন না। আমি আত্মসমর্পণ করছি। চলুন! কোথায় যেতে হবে!

মহী ॥ বেশ! মহারাণী—যুবরাজ। আমি তোমাদের—

প্রজারা ॥ না।

ভায় ॥ না।

কংকা ॥ [illegible] তা হয়না মহারাজ। এই হতভাগিনীকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—ওকে রক্ষা করবো বলে।

ও যদি আজ মহারাণী আর যুবরাজের প্রতি করুণা পরবশ হয়ে পাগলের মত কিছু করতে যায়—আমরা তাতে বাধা দেব।

মহী ॥ কিন্তু যদি স্বেচ্ছায়—

রাম ॥ আশ্রয় দেবার পর আশ্রিতের আর ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু থাকেনা মহারাজ। এই নারীকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি—রক্ষাও আমরাই করবো।

ময়না ॥ যুবরাজ, দেবতাকে চোখে দেখিনি কখনো। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে—দেবতা ঠিক আপনারই মত দেখতে। অধিনীর অনুরোধ রাখুন যুবরাজ। কে-না-কে একজন পথের মেয়ের জন্য এভাবে নিজের ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দেবেন না। মহারানী! যুবরাজকে নিবৃত্ত করুন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—আমার ধর্ম রক্ষা করতে আমি জানি। দেহে প্রাণ থাকতে আমার ধর্ম কখনোই লুণ্ঠিত হতে দেবোনা।

ধাম ॥ না—আর তা হয়না বোন। একই ভাগ্যের কঠিন জালে জড়িয়ে পড়েছো তুমি। আমার মন বলছে—তুমিই হবে গৌড়ের ইতিহাসের নায়িকা! তোমাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে, সুস্থ, সুন্দর, নতুন গৌড়। যেখানে রাজার ভ্রুকুটিতে প্রজারা থর থর করে কাঁপবে না,—যেখানে প্রজাদের সম্মিলিত আনন্দ কোলাহলে রাজার সিংহাসনের ভিত্তি দৃঢ় হবে।

ময়না ॥ কী করি! কী করি! কী উপায় করলে এই দুটি মহাপ্রাণকে আমি বাঁচাতে পারি! (হঠাৎ স্যায়রত্নের পায়ের কাছে গিয়ে বসলো) আপনি, আপনি পারবেন। সেদিন আপনিই প্রথমে আমাকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। আজও আবার আপনার পায়ে ধরে মিনতি করছি—গৌড়ের সিংহাসনকে এই

অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। সাহায্য করুন আমাকে।

ন্যায় ॥ ওঠো ভগ্নী। গৌড়ের সিংহাসনের নতুন ইতিহাস লিখবার ভার নিয়েছে স্বয়ং নিয়তি। সেখানে তোমার চোখের জল কিংবা আত্মসমর্পণে সে লেখার একটি বর্ণও এদিক ওদিক হবেনা। ওঠো। চলো আমাদের সঙ্গে। চলুন যুবরাজ! আসুন মহারানী!

মহী ॥ রক্ষী! বন্দী করো। এদের বন্দী করো।

রাম ॥ দাদা! আমাদের দেহগুলোকে বন্দী ক'রে এখানে ফেলে রেখে তোমার কোন লাভ হবেনা। মন আমাদের অনেকক্ষণ আগে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে। উত্তেজিত হ'য়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনোনা। সুরা আর নারীর রূপে আচ্ছন্ন দৃষ্টিকে মুহূর্তের জন্য মুক্ত ক'রে—তোমার চারদিকে চেয়ে দেখ। দেখবে, বন্ধুহীন বান্ধবহীন, চারপাশে শত্রু দিয়ে ঘেরা—এক শ্মশান ভূমিতে তুমি বাস করছো দাদা।

কংকা ॥ জাগো! মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাল—জাগো! গৌড় বঙ্গের নতুন ইতিহাস লিখছে যে নিয়তি,—তাকে আর ক্ষেপিয়ে তুলোনা। জাগো! (ন্যায়রত্ন ছাড়া সকলের প্রস্থান)

মহী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ জাগবো। আমি এমন জাগা জাগবো,—যে আমার সেই জাগ্রত মূর্ত্তি দেখে সারা গৌড় বঙ্গের লোক ভয়ে থর থর ক'রে কেঁপে উঠবে। কোনদিন সাহস করবেনা—আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করতে। কে আছিস বন্দী কর্।

ন্যায় ॥ মহারাজ! আবার ভুল করছেন। আমরা চলে যাবার পর—আপনার রক্ষী ও সেনাপতিদের খুঁজে বার করে—নিজের হাতে তাদের বন্ধন মোচন করে—তারপর যে আদেশ দেবার দিন।

পালন করবার লোক না থাকলে অনর্থক আদেশ দিয়ে কী লাভ মহারাজ। [প্রজাগণ সহ ন্যায়রত্ন চলে গেল।]

(দূর থেকে শোনা যেতে লাগলো জয়ধ্বনি)

নেপথ্যে—জয় যুবরাজ—রামপালের জয়।

নেপথ্যে—জয় মহারানী কংকাবতীর জয়।

(বারবার শোনা যাচ্ছে। দূরে চলে যাচ্ছে শব্দ। মহীপাল কিছুক্ষণ কানপেতে শুনলেন। তারপর হেসে উঠে বললেন—

মহী॥ কী বলে গেল যেন! গৌড়ের সিংহাসনের নতুন ইতিহাস লিখছে নিয়তি? গৌড়ের সিংহাসনের নতুন ইতিহাস লিখছে—হাঃ হাঃ হাঃ—ওরে বাবা! হেসেই মরে যাব আজ। গৌড়ের সিংহাসনের নতুন ইতিহাস—হাঃ হাঃ হাঃ! মূর্খটা জানেও না—যে গৌড়ের অধিপতি আমি—মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাল। আর নিয়তি? হুঁঃ! নিয়তি আমার দাসী। আমার সেবাদাসী। আমি বাঁ পায়ে লাথি মারলে সে আমার ডান পা চেপে ধরবে। আর ডান পায়ে লাথি মারলে—সে আমার বাঁ পা—হাঃ হাঃ হাঃ

(উন্মাদের মত হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল)

[প্রথম অঙ্কের যবনিকা নামলো]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উত্তর বঙ্গ। কৈবর্ত পল্লী। দীপংকরের প্রবেশ। তার পেছনে দিব্বোক প্রবেশ করলো—

দিব্বোক ॥ কী হ'ল হে? তুমি অমন পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? আমাকে কী একটা কথা বলতে বলতে তুমি পাগলের মত ছুটে চলে এলে এই দিকে। কী? কী হ'য়েছে বলো?

দীপংকর ॥ কিছুই হয়নি দিব্বোক! আমি মানুষ দেখতে ছুটে এসেছি উত্তর বঙ্গে। দেখতে এসেছি—কজন কৈবর্তের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের তেজ টগবগ্ করে ফুটছে।

দিব্বোক ॥ কী দেখলে, সত্যি করে বলো! স্তোক দিয়ে কোন লাভ হবেনা। মিথ্যে বললে আমি ধরতে পারবো। শোন, আজ তোমাকে একটা কথা বলি। আমার ভাইপোর স্ত্রী ময়না এখান থেকে চলে যাবার পর থেকেই—কৈবর্ত জাতির মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সুরু হয়েছে।

দীপংকর ॥ খুব ভালো কথা। কিন্তু ভাই, শুধু নিজেদের পরিবর্তন আনলে তো হবেনা। পরিবর্তন আনতে হবে জাতির, পরিবর্তন আনতে হবে দেশের—দশের।

দিব্বোক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই পরিবর্তনের জন্যেই তো পথ চেয়ে আছি। রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্ব—লাম্পট্যে আর স্বেচ্ছাচারীতায় ভরা। চারপাশে কতকগুলো স্তাবক নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। তাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামাতে হবে।

দীপংকর ॥ হে কৈবর্ত প্রবীণ! দ্বিতীয় মহীপালকে নামিয়ে কাকে বসাবে সিংহাসনে, সে কথা কি ভেবে রেখেছ?

দিব্বোক ॥ রেখেছি বৈকি! কিন্তু আমার ভেবে রাখার ওপর কিছু নির্ভব করছেনা। গৌড়ের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে রেখেছেন মা চণ্ডী। তাঁরই হাত থেকে কার্যভার বুঝে নিতে হবে নতুন গৌড় বঙ্গাধিপতিকে।

দীপংকর ॥ তাই হোক। কল্যাণ হোক বঙ্গদেশের। শান্তি আসুক বাঙালীর জীবনে।

দিব্বোক ॥ তুমি কে ভাই?

দীপংকর ॥ আমি একজন ভবঘুরে। আজ বঙ্গে, কাল অঙ্গে, পরশু কলিংগে, এমনি ক'রে ঘুরে বেড়াই।

দিব্বোক ॥ কিন্তু কথায় কথা বাড়ছে। বল, কোথায় দেখে এসেছ আমার বৌমাকে?

দীপংকর ॥ মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের অন্তঃপুরে :।

দিব্বোক ॥ সেকি!

দীপংকর ॥ হ্যাঁ। পথ থেকে তিনি অপহৃতা হন। তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় রাজশ্যালক শেখর সেন।

(সুন্দরীর প্রবেশ)

সুন্দরী ॥ চমৎকার গল্প। দিনের আলোতে প্রকাশ্য রাজপথ থেকে আমাদের কুলবধুকে দুর্বৃত্তরা হরণ করে নিয়ে গেল—আর সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলো? কেউ কোন কথা বললোনা?

দীপংকর ॥ বলেছে বৈকি মা! সেদিন অপরাহ্নে রাজবাড়ী থেকে মহারানীর ব্রত-প্রতিষ্ঠার নিমন্ত্রণ খেয়ে ঘরে ফিরছিলেন কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাঁদেরই মধ্যে এক যুবক, শ্রীঅপূর্বকুমার ভায়রত্ন, অসিযুদ্ধে শেখর সেনকে পরাস্ত করে বধূমাতাকে উদ্ধার করে।

কিন্তু পরে শেখরের কুকর্মের সহচর ঈশান গুপ্ত—অতর্কিতে এই ব্রাহ্মণকে অস্ত্রাঘাত ক'রে—বৌমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়।

সুন্দরী ॥ তারপর? তারপর কী হ'ল? তাহলে কী ময়না এখন—

দীপংকর ॥ দেবি! তারপরের কথা আমি বলতে পারবোনা! তবে এইটুকু জানি—রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে তাঁর স্থান হয়েছিল। সেখানে দেবতাও যেমন আছে, তেমনি দানবও আছে তার পাশে। ভয়ও যেমন আছে, ভরসাও তেমনি আছে। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে আনতে হলে—

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম ॥ যুদ্ধের প্রয়োজন। সেই আয়োজনই হয়েছে ভাই। রাজা দ্বিতীয় মহীপাল এবার বুঝবেন—কাকে তিনি হরণ করে আপন অন্তঃপুরে রেখেছেন। মহাভারতের ভীম যেমন দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাকারী দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করে সেই রক্তে কৃষ্ণার বেণী বেঁধে দিয়েছিলেন, এই কলিযুগের ভীমও তেমনি মহীপালরূপী দুঃশাসনকে বধ করে সেই রক্তে তার প্রিয়তমা ময়নার বেণী বাঁধবে।

দীপংকর ॥ পারবে ভীম? পারবে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে? ঠিক বলছো? পারবে?

ভীম ॥ নিশ্চয় পারবো। এই আমি আমার কাকা, কাকীমা এবং তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার চরণ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, গৌড়বঙ্গাধিপতি মহীপালকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনে—সেখানে আমার কাকা দিব্বোক দাসকে বসাবো। এই প্রতিজ্ঞা যদি পূরণ করতে না পারি, তবে যেন—তবে যেন বজ্রাঘাতে আমার মৃত্যু হয়।

দিব্বোক ॥ আমি তোকে আশির্বাদ করছি ভীম, তুই পারবি। আমাদের

ঘরের কুলবধূকে হরণ করে মহীপাল রাজা আগুনে হাত দিয়েছে। সেই আগুনে এবার তার মুখ পুড়ে কালো হয়ে যাবে।

সুন্দরী ॥ রাজা কে হবে, তা নিয়ে চিন্তা কোরোনা ভীম। চিরকাল আমাদের ছোট জাত বলে ঘৃণা করে ভদ্রলোকেরা। কথায় কথায় লাথি, কথায় কথায় জুতো, আমরা যেন মানুষ নই। আমাদের গায়ে যেন মানুষের চামড়া বলে কিছু নেই। আমাদের ঘরের সুন্দরী মেয়েরা তাদের ভোগের সামগ্রী। প্রমাণ করে দাও—যে আমরাও মানুষ, অপমানিত হলে বা অত্যাচারিত হলে আমাদের গায়েও জ্বালা ধরে।

ভীম ॥ কোন চিন্তা কোরোনা কাকীমা। মহীপালের মাইনে করা সৈন্যদল—আমাদের দেশপ্রেমিক ছেলেদের কাছে কর্পূরের মত উবে যাবে। আমরা প্রস্তুত। বিপুল আমাদের জনবল। বীর হরিদাস আমাদের সেনাপতি। মঙ্গলের ঊষা, বুধে পা দিয়ে—আমরা পরশু—খুব ভোরে যুদ্ধ যাত্রা করবো। তোমরা শুধু প্রাণভরে আমাদের আশীর্বাদ করো।

(যেতে যেতে ফিরে এল)

শুধু মহীপাল হ'লে আজ এইখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে বলে যেতাম কাকী, যে যুদ্ধজয় করতে একদিনের বেশী লাগবেনা আমাদের। কিন্তু মহীপালের সৌভাগ্য যে তার সঙ্গে আছে তার দেবতার মতো ছোট ভাই রামপাল। সে পণ্ডিত, সে দাতা, সে যোদ্ধা, সে আশ্চর্য বীর। ওকেই ভয়।

দীপংকর ॥ সে নির্বাসিত।

ভীম ॥ কী? কী বললে ভাই? আবার বলো!

দীপংকর ॥ মহারানী কংকাবতী এবং যুবরাজ রামপাল উভয়েই মহীপালের আদেশে রাজ্য থেকে নির্বাসিত। সেও ওই ময়নারই কারণে।

দিব্বোক ॥ জয় শংকর !

সুন্দরী ॥ জয় মা চণ্ডী ! মুখ তুলে চাও মা ! আমি তোমার সোনার জিভ গড়িয়ে দেবো।

ভীম ॥ হরি ! হরি ! হরি- ই-ই-ই-ই !

(হরির প্রবেশ।)

হরি ॥ যখন তখন এইভাবে হরি হরি বলে চেঁচালে আমি কী করবো— সেটা বলো !

ভীম ॥ হরি ! আর আমাদের ভাবনার কোন কারণ নেই। যুবরাজ রামপাল রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছেন।

হরি ॥ আর ময়না বৌদি ?

দীপংকর ॥ তিনি, মহারানী কংকাবতী, আর যুবরাজের সংগে চলে গেছেন বলে শুনেছি। তাঁদের সঙ্গে—

হরি ॥ সঙ্গে যে ইচ্ছা থাক্—যতজন ইচ্ছে যাক্। কিছু বলবার নেই আমাদের। আমাদের লক্ষ্য রাজা মহীপাল। আমাদের লক্ষ্য গৌড়ের সিংহাসন। আমি যাই—ছেলেদের সুসংবাদটা দিয়ে আসি ! এস ভাই !

(দীপংকর বেরিয়ে গেল)

(দিব্বোকের ছেলে গোপালের প্রবেশ। সে হাত বাড়িয়ে হরির পথ আটকাল)

হরি ॥ কী হ'ল ? তুই আবার পথ আটকে দাঁড়ালি কেন ?

গোপাল ॥ হরি দাদা ! আমি যুদ্ধ করতে যাবো।

হরি ॥ সেকি রে !

গোপাল ॥ হ্যাঁ কাকা।

হরি ॥ নাও ঠ্যালা। এই বাচ্চা ছেলেটা অবধি ক্ষেপে উঠেছে—যুদ্ধ করতে যাবে বলে। আর হবেই বা না কেন ? এমন পেতলের লক্ষ্মী মা যার—তার ছেলে আর কত ভাল হবে ?

সুন্দরী ॥ কেন ? মা আবার কী দোষ করলো ?

হরি ॥ দোষ করোনি ? ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখাতে পারোনি ? বোঝাতে পারনি যে মারামারি কাটাকাটি করা অন্যায়।

সুন্দরী ॥ বাপ খুড়োরা নিজেরা মারামারি করবে—আর ছেলেকে বোঝাবে মারামারি করা অন্যায়। ছেলেরা বুঝবে কেন ?

হরি ॥ না বুঝলে ভাবনার কারণ হবে।

সুন্দরী ॥ তোমাদের জন্যে তো ভাবছিই, না হয় ছেলের জন্যেও ভাববো।

গোপাল ॥ মা, বৌদি কোথায় ?

সুন্দরী ॥ বৌদিকে রাজার লোক আটকে রেখেছে।

গোপাল ॥ কেন ? বৌদি তো তাদের নয়, বৌদি আমাদের। দাদা, তোমরা বুঝি মারামারি করে বৌদিকে আনতে যাচ্ছো ?

ভীম ॥ হাঁ ভাই। তুমি যাবে ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ দাদা। আমি যাবো। আমাকে একটা তরোয়াল দাও, আমি রাজাকে মেরে ফেলে বৌদিকে নিয়ে আসবো।

(ভীম গোপালকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো)

ভীম ॥ এই তো চাই। যদি মা চণ্ডী আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন, তবে যুদ্ধবিদ্যা তো তোকে শিখতেই হবে গোপাল। নইলে রাজ্য রক্ষা করবি কী করে ? বাবা, দাদা তো চিরকাল বাঁচবে না।

দিব্বোক ॥ তাহলে তোমরা যাত্রার আয়োজন করো। আশীর্বাদ করি বিজয়ী হও।

হরি ॥ তোমার আশীর্বাদকে সফল করার জন্যেই যুবরাজ রামপাল নির্বাসিত। জয়ের ভাবনা আর নেই কাকা।

দিব্বোক ॥ তাই হোক। যুদ্ধ জয় করো। বৌমাকে ফিরিয়ে আনো। ভীমেটা আবার সংসারী হোক। এস গো।

(গোপাল, সুন্দরী ও দিব্বোকের প্রস্থান)

ভীম ॥ কাকার আর কী? বলেই খালাস। ভীমেটা আবার সংসারী হোক। কিন্তু কী করে ভীমে আবার সংসারী হবে, শুনি?

হরি ॥ কেন? ঠেকছে কোথায়?

ভীম ॥ ঠেকছে কোথায়? তুই বললি এই কথা? আরে মুখ্যু! ময়না কি আর সেই ময়না আছে?

হরি ॥ তবে কি সে কাকাতুয়া হ'য়ে গেছে?

ভীম ॥ হ্যাঁ। তাই হয়েছে। মহীপাল রাজার দাঁড়ে বসে, সোনার শেকল পায়ে জড়িয়ে সে এখন অন্য বুলি বলছে।

হরি ॥ চুপ করো, চুপ করো। তোমার গায়ে জোর আছে। সেই গায়ের জোর দিয়ে যা পার যতটা পার করো। কিন্তু দোহাই তোমার। কথা কয়ো না। কথা কইলেই তোমার বিদ্যে জাহির হয়ে পড়ে।

ভীম ॥ তার মানে আমি যে মুখ্যু, সেটা জাহির হয়ে পড়ে?

হরি ॥ হ্যাঁ, তাই।

ভীম ॥ কিন্তু, আমি কী এমন অন্যায় কথাটা বললাম, শুনি? মহীপালের মতো লম্পটের হাতে ময়নার মত সুন্দরী মেয়ে গিয়ে যদি পড়ে—

হরি ॥ ভীমেদা. দুঃখ হয় তোমার জন্যে। একটা কথা তোমাকে বলি আজ। মন দিয়ে শোনো। বাঙালীর ঘরে ময়না বৌদির মতো মেয়ে হাজারে হাজারে জন্মায় না ভীমেদা। কপালক্রমে ওই একটাই হয়। এতদিন ধরে ঘর করে তুমি ময়না বৌদির রূপ যৌবন আর ওই দেহটার খবরই জানো। কিন্তু তার মনের কোনো সংবাদ নাওনি। তা যদি নিতে, তাহলে আজ এত কাণ্ডের পরেও আমি, কাকা আর বড় কাকী, ময়না বৌদির সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, তুমিও তাই থাকতে।

ভীম ॥ কোথায় যাচ্ছিস, শোন্।

হরি ॥ না। তোমার সংগে কথা কইতে ভালো লাগছে না আমার।

(হরি চলে যাচ্ছে, ভীম তার পেছনে পেছনে গিয়ে ডাকলো)

ভীম ॥ হরি !

হরি ॥ (বাইরে থেকে জবাব দিল) না।

ভীম ॥ ওরে, একটা কথা শুনে যা।

হরি ॥ (ফিরে এসে) কেন এভাবে বিরক্ত করছো আমাকে ? তোমাকে একটা কথা পরিষ্কার বলে দিচ্ছি ভীমেদা। দ্বিতীয় মহীপালকে জব্দ করবার জন্যে যুদ্ধ করতে যাচ্ছো, চলো। কাকাকে সিংহাসনে বসাও, কাকীকে তাঁর পাটরানী করো—কোনো আপত্তি নেই। আমি তোমার সংগেই আছি। কিন্তু মনে রেখো, যেদিন আবার তুমি ময়না বৌদির সম্বন্ধে ওইরকম আজে বাজে কথা বলবে, সেইদিনই আমি তোমাকে ছেড়ে চলে আসবো। সে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রেই থাকো, রাজপ্রাসাদেই থাকো—আর নরকেই থাকো।

(প্রস্থান)

ভীম ॥ এ বেটা তো রেগে কাঁই হয়ে গেল দেখছি। (চেঁচিয়ে) তখন হাজার বার বারণ করেছিলাম যে মাসীমা, হরেকে টোলে পড়তে পাঠাবেন না। কৈবর্তের ঘরে—লেখাপড়া শিখলে ছেলেপিলে পাগল হয়ে যায়। তাই হ'ল। হরে ব্যাটা পাগল হয়ে গেছে। একদম পাগল হয়ে গেছে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পথ]

(চীৎকার করতে করতে সপ্ততীর্থ ও দুর্গা চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ। সপ্ততীর্থের হাতে শালগ্রাম। দুর্গা-যুবক)

সপ্ত ॥ ওরে বাপরে বাপরে বাপ! এবার আর কারো রক্ষে নেই। সবংশে নিধন হতে হবে এবার।

দুর্গা ॥ কি হ'ল খুড়ো?

সপ্ত ॥ হ'য়ে গেল!

দুর্গা ॥ এ্যাঁ?

সপ্ত ॥ হ্যাঁ! হয়ে গেল!

দুর্গা ॥ সবটা হ'য়ে যাবার আগে—কী হ'য়ে গেল, আর কী ভাবে হয়ে গেল—সেটা বললে ভাল হোতনা খুড়ো?

সপ্ত ॥ কী জানবি? জানবার আছে কী? আর জানাজানির কিছু নেই। এবার তৈরী হ'য়ে থাক্—বৌমাকে নিয়ে। আর মনে পড়লে হরি নাম কর্।

দুর্গা ॥ আপনি তখন থেকে চীৎকার করতে করতে ছুটে আসছেন। গ্রামের সমস্ত লোকজন কাজকর্ম ফেলে অবাক হ'য়ে চেয়ে আছে আপনার দিকে। গিয়েছিলেন তো যজমান বাড়ী। সেখান থেকে কী দেখে এলেন, সেটা তো বলবেন!

সপ্ত ॥ বলবো বৈকি! নিশ্চয় বলবো! তবে বাবা—বুকের ধড়ফড়ানিটা একটু কমুক। তারপর সব বলছি এক এক করে। (বসলো) তুই কিছু বুঝতে পারছিস?

দুর্গা ॥ এক বর্ণও নয়!

সপ্ত ॥ রাজধানীর খবর কিছু শুনেছিস্?

দুর্গা ॥ না!

সপ্ত॥ সেকিরে? রাজ্যশুদ্ধ লোক চোখের জল ফেলছে। আর তোর কানেই কিছু যায়নি?

দুর্গা॥ কী করে যাবে? আমি তো মনিরামপুরে মামার বাড়ী গিয়েছিলাম। সেখান থেকে কালকে রাতে ফিরেছি। তাছাড়া রাজধানী এখান থেকে অনেক দূরে। খবর আসতে সময় লাগবে তো! কী খবর রাজধানীর?

(দূরে ঢ্যাড়ার শব্দ শোনা গেল)

সপ্ত॥ ওই যে খবর হচ্ছে বাবা। কান দিয়ে শোনো!

দুর্গা॥ আরে দূর! ও খবর তো প্রতিমাসেই তিনবার করে হয়!

সপ্ত॥ প্রতিমাসেই হয়?

দুর্গা॥ হ্যাঁ! প্রতিমাসেই ওই বাদ্যির সঙ্গে রাজা দ্বিতীয় মহীপালের কর্মচারীর গলা শোনা যায়। (ঘোষকের গলা নকল করে) গৌড় বঙ্গাধিপতির অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ! মহামান্য বঙ্গাধিপতি সম্প্রতি এই আদেশে দিয়াছেন—যদি কোন প্রজার এক বৎসরের খাজনা বাকি থাকে এবং সেই খাজনা যদি উক্ত প্রজা দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম সপ্তাহ কালের মধ্যে রাজ সরকারে জমা না দেয়, তবে দ্বিতীয় মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে—উক্ত বাকী খাজনার দায়ে, উক্ত প্রজার বাড়ীঘর বিষয় সম্পত্তি ও তৈজস পত্রাদি রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে—ক।

(একজন বাদ্যকর সহ ঘোষক কর্মচারীর প্রবেশ।)

রাজকর্মচারী॥ গৌড় বঙ্গাধিপতির অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ! মহামান্য বঙ্গাধিপতি সম্প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন যে তিনি সম্প্রতি মহারানী কংকাবতী ও যুবরাজ রামপালকে নির্বাসন দণ্ড দিয়াছেন। পূজ্যপাদ বঙ্গাধিপতির কোন প্রজা যদি সজ্ঞানে, অজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় উক্ত দণ্ডিতদের কোনরূপ আশ্রয় দেয়, আহার্য প্রদান

করে, অথবা সহানুভূতিসূচক বাক্যালাপ করে—তবে উক্ত প্রজার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া—

দুর্গা ॥ (বসে বসেই) হইবে—ক্।

বাদক ও রাজকর্মচারী চলে গেল।

সপ্ত ॥ শুনলি দুর্গা ? এবার বাকী খাজনা নয়। এবার মহারানী আর যুবরাজ।

দুর্গা ॥ আচ্ছা—এটা কী ? মহীপাল রাজার কি মাথাটাথা সব খারাপ হয়ে গেল ?

সপ্ত ॥ গেল নয়, অনেকদিন আগেই গেছে।

দুর্গা ॥ ছি-ছি-ছি-ছি। উনি লাম্পট্য আর সুরার ঘোরে যাঁদের আজ পরম মিত্র বলে ভাবছেন, আসলে তাঁরাই যে ওঁর পরম শত্রু এইটেই উনি বুঝতে পারছেন না ?

সপ্ত ॥ যেদিন পারবেন, সেদিন অনেক দেরি হয়ে যাবে। (উঠে দাঁড়িয়ে) তবে এবার আসল কথাটা বলি ?

দুর্গা ॥ বলুন। আপনার কথা শুনবার জন্যই তো এখনো দাঁড়িয়ে আছি।

সপ্ত ॥ যজমান বাড়ী থেকে যখন আসছি। তখন বড় সড়কে দেখি কী—

দুর্গা ॥ কী ?

সপ্ত ॥ বড় সড়কে তখন দেখি কি—

দুর্গা ॥ আরে দূর ! তখন থেকে খালি দেখি কি—দেখি কি বলছেন। কী দেখলেন সেইটে চট করে বলে ফেলুন না। এখন মন মেজাজ ভাল নেই। আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মস্করা করবার সময় নেই আমার।

সপ্ত ॥ এই ছাখ্। ধমকাচ্ছিস্ কেন ? হৃদ্‌পিণ্ডটা যে আমার ভাল নয়, সেটা তো জানিস তোরা ! তখন বড় সড়কে দেখি কি—

(দুর্গা চুপ করে চেয়ে আছে

সপ্ত ॥ সড়োকি !

দুর্গা ॥ এঁ্যা।

সপ্ত ॥ ঢাল।

দুর্গা ॥ কী বলছেন খুড়ো ?

সপ্ত ॥ আর তরোয়াল !

দুর্গা ॥ তারপর ?

সপ্ত ॥ আমার বাবা মৃত্যুকালে শুধু একটি কথা বলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—বাবা! ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, জল, এমনকি অগ্নিকাণ্ডকেও ভয় করিসনে! কিন্তু যদি কোনদিন দেখিস যে, সড়ক দিয়ে সড়োকি যাচ্ছে—সেদিন গ্রাম ছেড়ে চলে যাস।

দুর্গা ॥ কিন্তু কেন ?

সপ্ত ॥ সে কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—বাবা! সড়কের স্ত্রী লিঙ্গ হ'ল সড়োকি। বাংলা কথায় সড়্কি। তার মানে সড়ক হ'ল স্বামী, আর সড়োকি হ'ল তার স্ত্রী। এই স্বামী স্ত্রী যদি এক জায়গায় হয়, তবে আর গ্রামে থাকিস্নে বাবা।

দুর্গা ॥ কিন্তু সড়ক দিয়ে সড়োকি তো আর নিজে থেকে হেঁটে যাচ্ছে না। কারো হাতে ছিল নিশ্চয়।

সপ্ত ॥ ছিল। তাও দেখেছি। ইয়া বড় বড় গোঁফ ওয়ালা মুস্কো জোয়ান। এক আধজন নয়—হাজার হাজার চলেছে সার বেঁধে।

দুর্গা ॥ কোথায় চলেছে ?

সপ্ত ॥ জিজ্ঞাসা করিনি বাবা!

দুর্গা ॥ কারা এরা ?

সপ্ত ॥ শুধোইনি বাবা। তোমার যদি খুব জানের স্পৃহা জেগে থাকে, তাহলে এদিকে যাও। এখনো বেশীদূর যায়নি, শুধিয়ে এস। আমি ব্রাহ্মণীকে গোছ গাছ করতে বলিগে। মহামারী এল বলে।

(সপ্ততীর্থ বেরোতে যাবেন, সামনের দিকে চেয়ে পিছিয়ে এলেন।)

(পথশ্রমে :ক্লান্ত মহারাণী কংকাবতী আর যুবরাজ রামপালের প্রবেশ)।

কংকা ॥ রাম ! আর তো চলতে পারছিনা। তৃষ্ণায় বড় কষ্ট হচ্ছে। একটু জল—

রাম ॥ বৌদি। পথে আসতে আসতে মহারাজের নতুন আদেশ তো শুনলে ! প্রাণের ভয়ে সকলেই তটস্থ। চোখ দিয়ে জল পড়ছে সকলের—কিন্তু হাতে করে জল দিতে সাহস নেই কারো।

কংকা ॥ তাই বটে। আজ মহারাণীর মর্য্যাদা এমন ভাবেই ধুলোয় লুটোচ্ছে, যে সাহস করে কেউ তাকে তৃষ্ণার জল দিতে পারছে না। কিন্তু রাম ! জল না পেলে আমি যে আর এক পাও চলতে পারবো ভাই !

রাম ॥ ওগো প্রজারা ! তোমরা কি জান আমাদের ?

সপ্ত ॥ জানি। কিন্তু বলবো না।

রাম ॥ বোলোনা। কিন্তু একটু জল দাও।

সপ্ত ॥ ক্ষমা করবেন যুবরাজ। রাজার আদেশ—আপনাদের সামান্য সাহায্য করলেও প্রাণদণ্ড হবে। অথচ দাঁড়িয়ে থেকে আর এই কষ্ট ভোগ দেখতেও চাইনা। আমরা চলে যাচ্ছি। আয়রে দুর্গা !

দুর্গা ॥ আপনি যান। আমি এঁদের জন্যে একটু জলের ব্যবস্থা দেখি।

সপ্ত ॥ তার মানে মরবি।

দুর্গা ॥ মরবো। বয়সের দিক থেকে হয়তো আপনার অনেক পরে যেতাম। ভাল কাজ করে না হয় আগেই যাব।

সপ্ত ॥ তাই যা। ব্যাটাছেলে ! প্রাণ কি এতই সস্তা, যে যখন-তখন, যার তার জন্যে—সেটা দিয়ে দেওয়া যায় ?

দুর্গা ॥ যার তার জন্যে নয়। যুবরাজ আর মহারানীর জন্যে দেওয়া যায় বৈকি ?

সপ্ত ॥ না দেওয়া যায় না। ভুলে যাসনি আজ আর ওঁরা যুবরাজও নন্, মহারানীও নন্। আমাদের মতনই সাধারণ মানুষ।

দুর্গা ॥ সাধারণ মানুষ বলেই আপনার কাছে সাধারণ মানুষের মতন জল চাইছেন। আজ উনি যুবরাজ থাকলে আপনি পয়সার লোভে নিশ্চয়ই জল দিতেন।

সপ্ত ॥ তবে রে হতচ্ছাড়া, যা মুখে আসে—তাই বল্‌ছিস যে! (একটু চেয়ে থেকে) যা! তোর আর মুখ দর্শন করবো না। স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ। (সপ্ততীর্থ চলে গেল)

দুর্গা ॥ যুবরাজ, আপনারা আর একটু কষ্ট করে এখানে অপেক্ষা করুন। আমি জল নিয়ে আসছি।

রাম ॥ দেখছো বৌদি, বন্ধু আমরা এখনো হারাইনি। মিত্র কিছু এখনো ভয়ে আত্মগোপন করে আছে—এখানে ওখানে।

কংকা ॥ কিন্তু ওকে নিষেধ করো রাম। কেন শুধু শুধু আমাদের জন্য ও প্রাণ হারাবে ?

রাম ॥ বাড়ী যাও বন্ধু। আমাদের জন্যে তোমার মনে যে সহানুভূতি জেগেছে, এতেই আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। যদি কোনদিন সুযোগ আসে, যদি ভগবান মুখ তুলে চান—সেদিন তোমাকে খুঁজে নিয়ে তোমার ঋণ শোধ করবো।

দুর্গা ॥ মানুষের প্রাণ কি এতই বড় যুবরাজ—আর মনুষ্যত্ব কি এতই ছোট ? তা নয় যুবরাজ। রাজা মহীপালকে দেখে দেখে—মানুষ সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা খারাপ হ'য়ে গেছে। সেই জন্যেই আমি জল এনে দিয়ে আপনাদের চোখে মানুষের মান বাঁচাব। (চলে গেল)

রাম ॥ (সেই দিকে চেয়ে) আশ্চর্য !

কংকা ॥ রাম !

রাম ॥ কী বৌদি ?

কংকা ॥ ন্যায়রত্নকে অঙ্গে না পাঠালেই বোধ হয় ভালো হতো ভাই। সে সঙ্গে থাকলে তবু—

রাম ॥ না বৌদি। অপূর্ব আগে বেরিয়ে গিয়ে আমার মাতুল মোহনদেবকে যদি খবরটা দিতে পারে, তবে তিনি লোকজন শিবিকা ইত্যাদি পাঠিয়ে দেবেন। তুমি কি কখনো পায়ে হেঁটেছো—যে আজ পারবে ?

কংকা ॥ কেন পারবোনা রাম ? নিশ্চয় পারবো। ওই ময়নাওতো আছে আমাদের সঙ্গে। সে পারলে আমি কেন পারবো না ?

রাম ॥ বৌদি ! ময়না পল্লীগ্রামের মেয়ে। পায়ে হাঁটা তার অভ্যেস আছে। কিন্তু তুমি যে রাজার দুলালী। সোনার শিবিকা ছাড়া তুমি যে এক পাও চলোনি ! কী করে যে তুমি এতদূর এলে—তাই ভেবেই তো আমি অবাক হচ্ছি।

কংকা ॥ (ম্লান হেসে) তোরই যেন কত হাঁটা অভ্যেস আছে !

রাম ॥ তা হলেও আমি পুরুষ মানুষ।

কংকা ॥ কিন্তু কি করি বল্‌তো রাম। জল তেষ্টায় আমি যে অস্থির হয়ে যাচ্ছি। ময়নাও তো অনেকক্ষণ গেছে জল আনতে। সেও তো এল না।

রাম ॥ রাজার হুকুমে তটস্থ হ'য়ে আছে প্রজার দল। মানুষকে তৃষ্ণায় জল দেবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত প্রজাদের মন থেকে কেড়ে নিয়েছেন তিনি।

কংকা ॥ উঃ ! আশ্চর্য্য রাজা আর তার চেয়েও আশ্চর্য্য তার রাজ্য শাসন। একী নৃশংসতা ! তোর কাছ থেকে তলোয়ার খানা পর্য্যন্ত কেড়ে

নিয়েছে সে! নিজেকে বীর বলে যে পরিচয় দেয়, অন্য বীরের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে লজ্জা হয়না তার? কিন্তু ভাবিসনি। আমি তোকে বলছি রাম। মানুষের সহ্য করবার সীমা যখন শেষ হয়—তখনই আসে গণবিপ্লব। পথে আসতে আসতে আমি যেন প্রত্যেকটি প্রজার মুখে সেই বিপ্লবের আগুন দেখতে পেলাম। পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে রামপাল—এইবার ধ্বংস।

রাম ॥ তুমি বড় উত্তেজিত হ'য়েছ বৌদি, চল! সামনের ওই বটগাছের ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম করবে।

(কংকাকে ধরিয়া লইয়া রামপালের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(প্রান্তরের অপরাংশ। আগে সপ্ততীর্থ পরে ঈশানগুপ্তের প্রবেশ।)

ঈশান ॥ (সপ্ততীর্থকে) পণ্ডিত, এই মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

সপ্ত ॥ রাজপ্রতিনিধি! আপনি অ-সত্য কথা বলছেন। আমি দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মারাত্মক অস্ত্র আমি রাখবোই বা কেন, আর তাতে আমার প্রয়োজনই বা কী?

ঈশান ॥ ওই তো তোমার হাতে সেই অস্ত্র!

সপ্ত ॥ অস্ত্র কোথায়? এটা তো লাঠি।

ঈশান ॥ তুমি জানোনা, রাজ আদেশে প্রজাদের লাঠি ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ।

সপ্ত ॥ লাঠি ব্যবহার না করলে আমি চলবো কেমন করে বাবা?

ঈশান ॥ চলবেনা। ঘরে বসে থাকবে।

সপ্ত ॥ কিন্তু জীবিকার জন্যে আমাকে যে পথে বেরোতেই হবে বাবা! নইলে—

ঈশান ॥ না না। ওসব বাজে কথার জবাব দেবার সময় নেই। তুমি আমাদের বন্দী।

সপ্ত ॥ বন্দী?

ঈশান ॥ হ্যাঁ, বন্দী।

(নেপথ্য থেকে কথা বলতে বলতে জল নিয়ে ঢুকছে দুর্গা। তার পেছনে একজন সেনানী।)

দুর্গা ॥ না না আমি মিথ্যে কথা বলছিনা। আপনারা দেখুন। দেখুন এ জল আমি কার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।

ঈশান ॥ (জল দেখে) ও! রক্ষী! জলের পাত্র কেড়ে নাও।

(কংকাবতীকে নিয়ে ক্লান্ত রামপালের প্রবেশ)।

রাম ॥ ঈশান গুপ্ত!

ঈশান ॥ বলুন।

রাম ॥ মহারানী অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্তা। ওই দেখ, তিনি মাটিতে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছেন। তাঁকে ওই জলটুকু পান করতে দাও।

ঈশান ॥ দেখুন, রাজার আদেশের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারবোনা।

রাম ॥ মানবতার জন্যেও নয়?

ঈশান ॥ কিছুর জন্যেই নয়।

রাম ॥ চমৎকার! আমি রাজা হলে, আজ তোমার প্রভুভক্তির জন্য তোমাকে পাদুকা প্রহার করতাম ঈশান গুপ্ত!

ঈশান ॥ সেইজন্যেই রাজা হননি আপনি। ছিলেন যুবরাজ, আর আজ তাও নন।

কংকা ॥ ঈশান গুপ্ত! জানো তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো?

ঈশান ॥ জানি দেবী। মহামান্য গৌড়বংশাধিপতি দ্বিতীয় মহীপালের দুজন সামান্য প্রজার সংগে।

কংকা ॥ ওঃ! অসহ্য! অসহ্য! রাম, চল্ আমরা এখান থেকে চলে যাই।

রাম ॥ হ্যাঁ, চলে যাব বৌদি, চলেই যাবো। তবে যাবার আগে বুঝিয়ে দিয়ে যাবো ঈশান গুপ্তকে যে রামপাল সিংহশাবক, শৃগালশিশু নয়।

কংকা ॥ রাম!

ঈশান ॥ বৃথা উত্তেজিত হয়ে কোন লাভ হবেনা ভূতপূর্ব যুবরাজ। আপনি বেশ ভালোভাবেই জানেন যে আমি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্ত্তে আপনাদের বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারি। (দুর্গাকে) যুবক, তোমাকেও আমরা বন্দী করতে বাধ্য হচ্ছি।

দুর্গা ॥ কেন ? আমার অপরাধ ?

ঈশান ॥ অপরাধ—মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে তুমি মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের আদেশ অমান্য করে তাঁর রাজ্যে চলাফেরা করছো।

দুর্গা ॥ আমার হাতের এই মারাত্মক অস্ত্রটি তো লাঠিও নয়। এটা একটা কঞ্চি।

ঈশান ॥ ইচ্ছে করলে তুমি ওই কঞ্চি দিয়েও আমাদের সৈন্যদের ক্ষতি করতে পারো। রক্ষী যাও, এদের নিয়ে যাও।

(রক্ষী দুজনকে নিয়ে যাচ্ছে।)

দুর্গা ॥ যুবরাজ, বৃথাই আপনারা চিন্তিত হচ্ছিলেন। যে রাজা মনে করেন যে সাধারণ প্রজারা একটা কঞ্চি দিয়েও তাঁর সৈন্যদের ক্ষতি করতে পারে—তাঁকে ভয় না করে, ঘৃণা না করে, দয়া করুন। দয়া করুন।

ঈশান ॥ হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছো ? নিয়ে যাও এদের।

(প্রহরী সপ্ততীর্থ ও দুর্গাকে নিয়ে গেল।)

ঈশান ॥ (রামপালকে) আপনি এবং মহারানী, এখনো গৌড়বংগের সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেন নি। আজ নির্ব্বাসনের তৃতীয় দিন। সূর্য্য অস্ত যেতে এখনো এক দণ্ড বাকী আছে। এর মধ্যে যদি আপনারা রাজ্যের সীমা পেরিয়ে যেতে না পারেন, তবে আপনাদের বন্দী করা হবে। সেনাপতি বজ্রসেন এই কথাটা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে বলেছেন।

কংকা ॥ হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র সেনাপতি। যাও—তোমার রাজাকে গিয়ে বলগে, আমরা চেষ্টা করছি সীমান্ত পেরিয়ে যেতে। যদি না পারি, তবে—তোমরা আমাদের বন্দী করবে। এর মধ্যে মনে করিয়ে দেবার কিছু নেই।

(ঈশান গুপ্ত চলে গেল। রামপাল চীৎকার করে উঠলেন।)

রাম ॥ জল এরা দেবেনা বৌদি! প্রজাদের মেরুদণ্ড ওরা ভেঙে দিয়েছে। তাই আজ এক পাত্র জল দিতেও এদের হাত কাঁপে। কিন্তু আর আমি সহ্য করতে পারছিনা। হয় তুমি রাজার আদেশ অমান্য করো—আমি রাজার আদেশ অগ্রাহ্য করে জল সংগ্রহ করি, নইলে এই অসহ্য তৃষ্ণা বুকে নিয়ে চলো, আমরা সীমান্ত পেরিয়ে যাই।

কংকা ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) না। আদেশ অমান্য করে কাজ নেই রাম। চল্—আমরা চলেই যাবো। তুই আমাকে ধর্! তাহলেই আমি আস্তে আস্তে যেতে পারবো।

রাম ॥ এস।

কংকা ॥ কিন্তু ময়না? সে কোথায়? হতভাগীকে বার বার বারণ করা সত্বেও আমাদের জন্যে জল আনতে গেল। সেতো এখনো ফিরলোনা।

রাম ॥ হয়তো তার নিয়তি, তার ভাগ্য, তাকে তার নির্দিষ্ট পথে নিয়ে

গেছে। তার কথা ভেবে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই বৌদি। চলো, আমরা এগিয়ে যাই।

কংকা ॥ (যেতে যেতে) রাম! তোকে একটা কথা বলবো?

রাম ॥ বলো।

কংকা ॥ (রামের মাথায় হাত দিয়ে)। আমাকে তুই এখানে ছেড়ে দিয়ে চলে যা।

রাম ॥ বৌদি!

কংকা ॥ অভিমান করিসনে রাম। এই অপদার্থ রাজার চৈতন্যোদয় করতে হ'লে—বাইরে থেকে তা করতে হবে—তোকে। ওকে এমন ভাবে আঘাত করতে হবে, যাতে সেই আঘাতের প্রচণ্ডতায় ওর এই মোহঘুম ভেঙে যায়। তুই ছাড়া এ কাজ আর কেউ পারবেনা। চলে যা বাম। তুই চলে যা।

রাম ॥ তোমার কথা শেষ হয়েছে?

কংকা ॥ হ্যাঁ ভাই।

রাম ॥ আমার উত্তর শুনবে? আমার উত্তর হচ্ছে—না।

কংকা ॥ রাম!

রাম ॥ না! কী তুমি আমাকে ভাবো বৌদি? আমি কি এখনো সেই শিশুই আছি যে—তুমি আমাকে যা করতে বলবে তাই করবো? ছেলেবেলায় মাকে দেখিনি—কিন্তু দেখেছি মায়ের মতো বৌদিকে। মায়ের বুকের দুধে অভিষিক্ত হয়নি যে শিশু, মৃত সন্তানের রেখে যাওয়া বৌদির বুকের দুধে সে অভিসিঞ্চিত হয়েছে। সুখে, দুঃখে সুদিনে, দুর্দিনে অচঞ্চল ধ্রুবতারার মতো যে তাকে পথ দেখিয়েছে, পথ চিনিয়েছে, আজ তাকে পথে বিসর্জন দিয়ে যাবো বৈকি! নিশ্চয় যাবো! বটেই তো! নিজের প্রাণ বাঁচানোই হল বড় কথা। এই কথা বলতে তোমার একটু কষ্ট হলোনা বৌদি? এই

নির্বান্ধব পৃথিবীতে আমাকে একলা চলে যেতে বলতে একটু কষ্ট হ'ল না তোমার ? আজ বুঝতে পারছি, তুমি আমার মা নও—বৌদি। আমার বৌদি না হয়ে—মা হলে একথা বলতে পারতে না তুমি।

(ম্লান হাসলেন কংকাবতী। তারপর পরম স্নেহে রামপালের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন।)

কংকা ॥ খুব ভালো বক্তৃতা দিয়েছিস। এখন চল্‌তো—তাড়াতাড়ি বাকী পথটুক পেরিয়ে যাই।

(চলে যেতে যাবে—সামনে দিয়ে ময়না ঢুকছে মাথা নীচু করে। তার পেছনে শেখর সেন)

কংকা ॥ একি! ময়না! তুই এমনভাবে ফিরে আসছিস যে!

ময়না ॥ মহারানী!

কংকা ॥ কিরে, কি হল ?

রাম ॥ কি ব্যাপার শেখর সেন ? নতুন কিছু খবর ? অথবা অভিনব কোন দুরভিসন্ধি ? বলে ফেল। দেরী করো না। কেননা আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে যেতে হবে। সময় নেই।

শেখর ॥ সীমান্ত এখনো বহুদূরে যুবরাজ। অবশিষ্ট এই বেলাটুকুর মধ্যে কিছুতেই আপনারা এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারবেন না। সেইজন্যেই মহারাজের আদেশে এই সুন্দরীকে আমি একটি সুন্দর পরামর্শ দিয়েছি।

রাম ॥ কী পরামর্শ ?

কংকা ॥ ময়না ? কীসের পরামর্শ ? তুই তো জল আনতে গিয়েছিলি! এর মধ্যে এই মহাত্মার সংগে তোর দেখা হল কী করে ?

ময়না ॥ আমি আপনাদের জন্য জল নিয়ে আসছিলাম। পথের মধ্যে ইনি এসে সেই জল মাটিতে ফেলে দিয়ে বললেন—তুমি যদি

রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করো, তাহলে তিনি যুবরাজ আর মহারানীকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছেন।

কংকা ॥ সেকি!

রাম ॥ আর সেইজন্যই তুমি মাথা নীচু করে ফিরে এলে—রাজার কাছে আত্মসমর্পণের সংকল্প নিয়ে। কেমন? তাই না?

ময়না ॥ (কেঁদে উঠলো) আমি যে আর সহ্য করতে পারছিনা যুবরাজ। এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে আমি ভুলতে পারছিনা—যে আমারই জন্য আপনাদের এই দুর্গতি। আমিই আপনাদের দুর্ভাগ্যের কারণ। আমারই জন্য আজ রাজ্যের যুবরাজ আর মহারানী নির্বাসিত। বিশ্বাস করুন যুবরাজ দিনরাত আমি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। কিন্তু আর পারছিনা।

রাম ॥ কী বকছো তুমি মাথা মুণ্ডু—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা ময়না! কী বলছো তুমি?

ময়না ॥ কী আমার জীবনের দাম যুবরাজ? তার মূল্যই বা কি—আর মর্য্যাদাই বা কী? রাজা মহীপালের কামনার আগুনে হাজার হাজার মেয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে, কী ক্ষতিবৃদ্ধি হবে—আর একটি সংখ্যা বাড়লে? কিন্তু তার বদলে দুটি প্রাণ বাঁচবে, দুটি মহাপ্রাণ! আদেশ করুন মহারানী, অনুমতি দিন যুবরাজ, আমি চলে যাই।

রাম ॥ বাঃ! এতো বেশ নাটক দেখতে পাচ্ছি। একজন বলছেন, রাম আমাকে তুই ফেলে রেখে যা। আর একজন বলছে—অনুমতি দিন যুবরাজ, আমি চলে যাই। না। উন্মাদের প্রলাপ অনেকক্ষণ শুনেছি। আর নয়। (ময়নার হাত চেপে ধরে) চলে এস! এস বৌদি!

(মহীপালের প্রবেশ। সঙ্গে বজ্রসেন।)

মহী ॥ আর গিয়েও কোন লাভ হবেনা রামপাল। চেয়ে দেখ সূর্য্য

অস্ত যাচ্ছে। তোমরা আমার আদেশ পালন করতে পারোনি। অতএব তোমরা আমার বন্দী! শেখর!

শেখর ॥ মহারাজ!

মহী ॥ আমার প্রস্তাব এই সুন্দরীকে জানিয়েছিলে?

শেখর ॥ হ্যাঁ মহারাজ!

মহী ॥ কী বলে সে?

শেখর ॥ সুন্দরীর এতে সম্মতি ছিল। কিন্তু যুবরাজ বাধা দিয়েছেন।

মহী ॥ কেন? যুবরাজ কি রাজার মার্জনা চাননা?

রাম ॥ না!

মহী ॥ শেখর! তুমি দ্রুতগামী অশ্বে রাজধানীতে ফিরে গিয়ে রাজ পুরোহিতকে প্রাসাদে এসে অপেক্ষা করতে বলো!

শেখর ॥ যথা আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

মহী ॥ (রামপালকে) কেন? মার্জনা কেন চাওনা, রামপাল?

রাম ॥ ময়না আমাদের আশ্রিতা। আশ্রিতার বিনিময়-মূল্য হিসাবে আমরা আপনার মার্জনা ক্রয় করতে চাইনা।

মহী ॥ চমৎকার কথা। মহারানীর ও কি তাই অভিমত?

কংকা ॥ হ্যাঁ মহারাজ! আপনার মার্জনার চাইতে আমরা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করি।

মহী ॥ তাহ'লে—বজ্রসেন!

বজ্র ॥ মহারাজ!

মহী ॥ এদের বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়ে দাও। আর ময়না! বড় ভাল জাতের ময়না। ওকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কী বল, ময়না?

ময়না ॥ আমি তো আগেই বলেছি—তোমার প্রস্তাবের মুখে আমি লাথি মারি।

মহী ॥ লাথি মারো ? কিন্তু এইতো একটু আগে শেখর সেনের মুখে শুনলাম—যে তুমি তার সঙ্গে যেতে রাজী হ'য়েছো ?

ময়না ॥ হ্যাঁ, রাজী হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম—গৌড়বংগের প্রজাদের জন্য আমি একটা ভাল কাজ করে যাব।

মহী ॥ কী সে ভাল কাজ সুন্দরী ?

ময়না ॥ তোমাকে হত্যা করা। তোমার কাছে গিয়ে—ভালবাসার ভাণ করে, তোমাকে বিষ খাইয়ে মারবো—এই ছিল আমার স্বপ্ন। কিন্তু এই দুটি দেব চরিত্র মানুষ আমাকে তা করতে দিলেনা।

মহী ॥ বজ্রসেন !

বজ্র ॥ মহারাজ !

মহী ॥ দুর্নিবার আকর্ষণ এই নারীর। একে আমি যতই দেখছি, ততই পাগল হ'য়ে যাচ্ছি। তাই হবে। এই দুর্লভ নারীরত্নকে অঙ্কশায়িনী ক'রে, আমি এর হাতে মৃত্যু বরণ করবো। বজ্রসেন, তুমি রামপাল আর কংকাবতীকে নিয়ে গিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করো। ময়নাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

কংকা ॥ মহারাজ ! সর্বনাশ কোরোনা মহারাজ ! তা হ'লে সব যাবে তোমার।

মহী ॥ যাক্। ওকে নিয়ে আমি পথে পথে ভিক্ষে করবো। কী বলো ময়না ?

বজ্র ॥ আসুন যুবরাজ ! আসুন মহারানী !

রাম ॥ কিন্তু এখনোতো সূর্য্যাস্ত হয়নি মহারাজ !

মহী ॥ ঠিক ঠিক। আচ্ছা, তাহ'লে বজ্রসেন, তুমি সঙ্গে যাও। যেখানে সূর্যাস্ত হবে সেইখানেই এঁদের বন্দী কোরো।

রাম ॥ সূর্যাস্ত নিশ্চয় হবে। সে আমাদেরও হবে, আপনারও হবে। কিন্তু

আমাদের জীবনে আবার সূর্য্য উঠবে। কিন্তু, তোমার সূর্য্য আর উদয় হবেনা মহারাজ।

(রামপাল ও মহারানী অগ্রসর হলেন। ময়নাও চলে যাচ্ছিল। মহীপাল গিয়ে ময়নার হাত ধরল)

ময়না ॥ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমার হাত ছেড়ে দাও বল্‌ছি।

মহী ॥ আঃ! কেন চীৎকার করছো সুন্দরী? (জড়িয়ে ধরলো)

(হঠাৎ সামনে দিয়ে হরিদাস ও দুজন সৈন্য ঢুকলো। সৈন্য দুজন অতর্কিতে বজ্রসেনের তরোয়াল কেড়ে নিয়ে বন্দী করলো। হরি বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এসে মহীপালের সামনে তরবারী ধরে বলল)

হরি ॥ অবলা নারীকে ছেড়ে দিন গৌড়েশ্বর !

ময়না ॥ হরি ঠাকুর পো!

মহী ॥ এর অর্থ কি জানতে পারি?

হরি ॥ খুব পারেন। কিন্তু আপাততঃ এই মহিলাটিকে ছেড়ে দিন।

মহী ॥ (চীৎকার করে) ঈশানগুপ্ত!

হরি ॥ সে সাড়া দিতে পারবেনা মহারাজ। আমার কাজে বাধা দিতে গিয়ে সে একটু আগে প্রাণ হারিয়েছে। (ময়নাকে) আপনি কোথায় যেতে চান দেবী?

ময়না ॥ হরি ঠাকুর পো! তুমি এখানে কী ক'রে—

হরি ॥ কে আপনার হরি ঠাকুর পো—জানিনা দেবী। আমি হচ্ছি—বিদ্রোহী কৈবর্ত্ত দলপতি দিব্বোক দাসের সেনাপতি হরিদাস। আপনি কোথায় যাবেন জানতে পারলে, পৌঁছে দিতে পারি জননী!

ময়না ॥ আমি—আমি মহারানীর সঙ্গে যাব।

হরি ॥ (পথ ছেড়ে দিয়ে) যান।

[ময়না কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে গেলো]

ময়না ॥ যুবরাজ, যুবরাজ! আমাকে ফেলে যাবেন না। আমি যাব। আমি যাব আপনাদের সঙ্গে। (প্রস্থান)

হরি ॥ মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাল! রাজধানীতে ফিরে গিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। আমরা পরশু দ্বিপ্রহরে আপনার রাজধানী আক্রমণ করবো।

মহী ॥ বটে, বটে! তা-তুমি যদি আমার শত্রুই হবে, তবে হাতে পেয়ে আমাকে বন্দী করছোনা কেন? দেখতেই পাচ্ছো আমি অস্ত্র নিয়ে বেরোইনি।

হরি ॥ না মহারাজ! আমরা এসেছি যুদ্ধ করে আপনাকে রাজ্যচ্যুত করতে। পরশু প্রকাশ্য যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধে হয় আপনি জিতবেন, আমরা হারবো। অথবা আমরা জিতবো, আপনি হারবেন। একলা হাতে পেয়ে আপনাকে আমরা বন্দী করতে আসিনি মহারাজ। সে অভ্যাস আমাদের নেই। যান! রাজ-ধানীতে ফিরে যান। [প্রস্থান]

মহী ॥ অবাক করলো এই কৈবর্ত্ত সেনাপতি! আমাকে হাতে পেয়ে বন্দী করলোনা কেন? যুদ্ধ চায়, না মহত্বের অভিনয় করে গেল? না। বীরের চেহারা ওর। মনে হয়—যুদ্ধই চায়। (হাসতে লাগলো) ভাল, ভাল। তাহ'লে ওর সঙ্গে আমি যুদ্ধই করবো। এমন যুদ্ধ করবো, যে সারাজীবন সেই ভয়াবহ স্মৃতি—পরে ওকে একগাছা লাঠি ধরতেও ভরসা দেবেনা। মহীপালের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে। মূর্খ! (চলে গেলেন)

চতুর্থ দৃশ্য

মহীপালের অন্তঃপুর। অংগনা গান গাইছিল। গান শেষ হলে অংগনা ডাকলো—

অংগনা ॥ দাসী!

(শেখর সেন ঢুকলো)

অংগনা ॥ তুমি হঠাৎ এ সময়ে অন্তঃপুরে—শেখর সেন?

শেখর ॥ তুমি যে ডাকলে!

অংগনা ॥ আমি আমার দাসীকে ডেকেছি। তোমায় তো ডাকিনি।

শেখর ॥ দাসীর আসতে দেরী হচ্ছে দেখে—দাস নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছে। কী আদেশ যুবরানী?

অংগনা ॥ ও! আমি যে যুবরানী, একথা তাহলে তুমি জান?

শেখর ॥ নিশ্চয় জানি। শুধু আমি কেন, এ রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা জানে, তুমি মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের রাজ্যের যুবরাজহীন যুবরানী।

অংগনা ॥ এ কথার অর্থ?

শেখর ॥ অস্পষ্ট করে তো কিছুই বলিনি—যে অর্থ বুঝতে কষ্ট হবে।

অংগনা ॥ বেশ! কী জন্যে এসেছ এবার বল!

শেখর ॥ এসেছি—একটা খবর নিয়ে। যে খবর আনতে—আমাকে অসংখ্য শত্রুব্যূহ ভেদ করতে হয়েছে। যে খবর আনতে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত যাবার উপক্রম হয়েছিল। এমন একটি খবর এনেছি।

অংগনা ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও শেখর সেন। আমাকে শোনাবার মতো একটা খবর সংগ্রহ করতে—এত কষ্টই বা তুমি করলে কেন—আর প্রাণই বা যাবার উপক্রম হয়েছিল কেন? বলো, কী সেই খবর!

শেখর ॥ খবরটা হচ্ছে—

অংগনা ॥ একটু থামো। রাজ্য সংক্রান্ত যদি কোন খবর হয়, তাহলে

মহারাজকে সেই খবর না দিয়ে—তুমি অন্তঃপুরেই বা প্রবেশ করলে কেন ?

শেখর ॥ খবরটা তোমার জানবার কথা, মহারাজের নয়।

অংগনা ॥ ও! তাহলে বলো, আমি শুনি।

শেখর ॥ আমাদের রাজ্যের সীমান্তে যুবরাজ রামপাল—গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়েছেন।

অংগনা ॥ পীড়িত হয়ে পড়েছেন ?

শেখর ॥ হ্যাঁ। আর মহারানী কংকাবতী—এই দুঃখ কষ্ট এবং পথশ্রম সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেছেন।

অংগনা ॥ কে দেহত্যাগ করেছেন ? দিদি ? না, না, এ কখনই হতে পারেনা শেখর সেন! তুমি মিথ্যা সংবাদ বয়ে এনেছ। মনে হচ্ছে তোমার কোন অভিসন্ধি আছে।

শেখর ॥ একমাত্র তোমার মংগল কামনা ছাড়া আর কোন অভিসন্ধি নেই দেবী।

অংগনা ॥ আমার মংগল কামনা—ইতিপূর্বে তোমাকে তো কখনো করতে দেখিনি শেখর সেন। আজ হঠাৎ—

শেখর ॥ তোমার দুঃখে। তোমার দুঃখে, তোমার কষ্টে, তোমার বিরহে মন আমার একান্ত চঞ্চল। তাই আজ—আমাদের দ্বারে যুদ্ধ সমাগত জেনেও—তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ছুটে এসেছি অংগনা!

অংগনা ॥ আচ্ছা! এটাও তো নতুন দেখতে পাচ্ছি।

শেখর ॥ কোনটা ?

অংগনা ॥ আমার নাম ধরে ডাকা!

শেখর ॥ বড্ড ভালবাসি বলে ওটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। নাও, আর দেরী করোনা—চলো।

অংগনা ॥ কোথায় ?

শেখর ॥ মুমূর্ষু স্বামীর কাছে।

অংগনা ॥ দাঁড়াও। ব্যস্ত হচ্ছো কেন ? আগে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করি। তারপর, তিনি যদি অনুমতি দেন—তবে তো যাওয়া ?

শেখর ॥ কিন্তু মহারাজ অনুমতি দেবেন না।

অংগনা ॥ না দিলে আমার যাওয়াও হবেনা।

শেখর ॥ ওই ভাবে তাহলে—রামপাল মরবে, নিরাশ্রয় অবস্থায় জংগলের মধ্যে ?

অংগনা ॥ কী করবো বলো। আমার অদৃষ্ট।

শেখর ॥ না। অদৃষ্ট বলে চুপ করে বসে থাকলে চলবেনা। যেতে তোমাকে হবেই। বুঝতে পারছি—এক ক্ষণিক দুর্বলতা এসে তোমাকে চেপে ধরেছে। চলো!

অংগনা ॥ আমার স্বামীর অসুখ। ব্যস্ত তো আমারই হবার কথা শেখর সেন। কিন্তু তুমি যেন বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ছো বলে মনে হচ্ছে।

শেখর ॥ খুব স্বাভাবিক। রামপাল বীর। দেশে তার মতো পণ্ডিতও যেমন নেই—বীরও তেমনি নেই। তার মতো একটা মহৎ প্রাণ, অস্থিরমতি একটা লম্পট রাজার আদেশে—এমনি ভাবে বিনষ্ট হবে, এতো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবোনা যুবরানী।

অংগনা ॥ কী করবে ?

শেখর ॥ তোমাকে নিয়ে যাবো যুবরাজ রামপালের কাছে। তাঁকে দিয়ে সৈন্যদল গঠন করাবো। তারপরে আক্রমণ করবো এই গৌড়। মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের সাম্রাজ্যের স্বপ্ন চুরমার করে ভেঙে দিয়ে—সিংহাসনে বসাবো তোমাকে আর তোমার স্বামীকে।

অংগনা ॥ যেহেতু ?

শেখর ॥ যেহেতু এই আমার স্বপ্ন। এই আমার সাধনা।

অংগনা ॥ তোমার কী পুরস্কার মিলবে ?

শেখর ॥ হয়তো মৃত্যু ! তবু সে মহৎ মৃত্যু। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা, এইভাবে তুমি সময় নষ্ট করছো কেন ? বিদ্রোহী কৈবর্ত্তের দল রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে। মহারাজ তাই নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে আছেন। রাজবাড়ী থেকে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে যাবার এই হল সুবর্ণ সুযোগ। চলো !

(অংগনার হাত চেপে ধরলো)

অংগনা ॥ শেখর সেন ! হাত ছেড়ে দাও আমার।

শেখর ॥ না না। হাত ছেড়ে দিলে, আবার তুমি সময় নেবে। মনে রেখো—সময় নেবার বা চিন্তা করবার সময় নেই আমাদের। এসো ! এসো !

অংগনা ॥ শেখর সেন ! স্পর্দ্ধা দেখছি তোমার অনেকদূর এগিয়েছে। হাত ছেড়ে দিয়ে কথা বলো।

শেখর ॥ আঃ ! এসোনা আমার সংগে ! এই রূপ, এই যৌবন কি মহীপালের অন্তঃপুরে বসে কাঁদবে আর উপোস করে মরবে ? এসো আমার সংগে। আমি তোমায় সার্থক করবো।

অংগনা ॥ উঃ ! শেখর সেন ! হাত ছেড়ে দাও বলছি ! এই ! কে আছিস ?

শেখর ॥ হাঃ, হাঃ হাঃ ! কেউ নেই সুন্দরী। কৈবর্ত্ত আক্রমণের ভয়ে রাজবাড়ীর দাসদাসী, পাচক এমন কী বাগানের মালী পর্য্যন্ত ভয়ে পালিয়ে গেছে। এমন অপূর্ব লগ্ন না এলে তো শেখর সেন আসেনা। চারদিকে চেয়ে কী দেখছো প্রিয়তমে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, আজ আর তোমাকে রক্ষা করতে কেউ কোথাও নেই।

(ধীরপদে মহীপালের প্রবেশ)

মহী ॥ একেবারে কেউ কোথাও নেই বললে রাজবাড়ীর যে ভারী দুর্নাম হবে শেখর সেন ! সেটা কী ভালো হবে ?

(অংগনার হাত ছেড়ে দিয়ে শেখর বললো—)

শেখর ॥ মহারাজ !

মহী ॥ যাও মা, ভেতরে যাও ।

(কাঁদতে কাঁদতে অংগনা চলে গেল। মহীপাল চেয়ে দেখলেন। তারপর বললেন)—

মহী ॥ শেখর সেন !

শেখর ॥ মহারাজ !

মহী ॥ এইবার বলো তো—ব্যাপারটা কী ? বাইরে যুদ্ধের সাজ সাজ রব পড়ে গেছে, আর তুমি—রাজ্যের সহ-সেনাপতি, তুমি অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে এসে যুবরাণীর হাত ধরে টানাটানি করছো—এটা তো আমার ভালো লাগলো না ।

শেখর ॥ মহারাজ ! আমি ওঁকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম ।

মহী ॥ কোথায় ?

শেখর ॥ সংবাদ পেয়েছি—যুবরাজ রামপাল গুরুতর পীড়িত ।

মহী ॥ কে দিলে সংবাদ ?

শেখর ॥ একজন দূত ।

মহী ॥ দূতের সংবাদ মিথ্যা । রামপাল নির্বিঘ্নে তার মাতুলরাজ্য অঙ্গে গিয়ে পৌঁছেচে । শেখর !

শেখর ॥ মহারাজ !

মহী ॥ তুমি যে বিশ হাজার সৈন্যকে যুদ্ধশিক্ষা দিচ্ছো বলে আজ দু' বছর ধরে রাজকোষ থেকে একটা মোটা টাকা প্রতিমাসে তাদের বেতন হিসেবে নিচ্ছিলে—কোথায় সেই সৈন্যদল ?

শেখর ॥ আজ্ঞে মহারাজ, যুদ্ধ সমাগত জেনে তারা পালিয়েছে ।

মহী ॥ চমৎকার । আর আমার নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ? কোথায় তারা ?

শেখর ॥ তাদের অর্দ্ধেককে ছুটি দেওয়া হয়েছে মহারাজ ।

মহী ॥ আরো চমৎকার। আচ্ছা শেখর, ধরো—এই কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ যদি না হতো, তাহলে সুরা আর নারী নিয়ে আর কতদিন মেতে থাকলে তোমরা আমাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিতে পারতে? এই দেখ! না না, কুমীরের তো সর্দ্দি হয়না। শেখর সেন, তাহলে অনর্থক লজ্জা পাচ্ছো কেন?

শেখর ॥ মহারাজ আমাকে মার্জ্জনা করুন।

মহী ॥ নিশ্চয়-নিশ্চয়। মার্জ্জনা করবো বৈকি! তুমি আমার স্ত্রীর ভাই, তোমাকে মার্জ্জনা না করলে লোকে আমাকে ধিক্কার দেবে! (দাঁতে দাঁত চেপে) মার্জ্জনা করুন! হ্যাঁ, যেমন মার্জ্জনা তোমার ভগ্নী কংকাবতীকে করেছি, যেমন মার্জ্জনা করেছি যুবরাজ রামপালকে, ঠিক তেমনি মার্জ্জনাই তোমাকে করবো। যাও, কাল দুপুরে দিব্বোক আর ভীমের অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদল রাজধানী আক্রমণ করবে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম তুমি অস্ত্র নিয়ে তাদের সম্বর্দ্ধনা জানাবে।

শেখর ॥ অধীনের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন মহারাজ।

মহী ॥ তোমার কৃতজ্ঞতা বেশ কিছুদিন থেকেই গ্রহণ করছি। শোন, আমার আদেশের শেষাংশ তুমি এখনো শোননি। এই যুদ্ধে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে তোমার দেহ যাতে শৃগালের ভক্ষ্য হয় সসম্মানে তার ব্যবস্থা আমি করবো। আর অক্ষত দেহে যদি ফিরে আসতে পারো, তবে ফিরে এলে প্রকাশ্য রাজপথে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

শেখর ॥ যথা আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থানোদ্যত)

মহী ॥ শোন, শোন।

(শেখর ফিরলো)।

যাবার আগে একবার আমার জয়ধ্বনি দিয়ে যাও। তুমি আমার

ভ্রাতৃবধূর হাত ধরে টেনে তার সম্মানহানি করেছ। এমন সুবিচার করলাম আমি। যাবার আগে একবার আমার জয়ধ্বনি দিয়ে যাবে না?

শেখর ॥ মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের জয় হোক।

মহী ॥ আর একবার বলো।

শেখর। (অতি ক্ষীণস্বরে) মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের জয় হোক। (প্রস্থান)।

(হা হা করে হাসতে লাগলেন মহীপাল। বজ্রসেন ঢুকলো)।

বজ্র ॥ মহারাজের জয় হোক।

মহী ॥ বজ্রসেন, যে সামান্য মুষ্টিমেয় সৈন্য আমাদের হাতে আছে, তারা মরবার জন্য প্রস্তুত আছে তো?

বজ্র ॥ হ্যাঁ, মহারাজ। তারা মরবার জন্য প্রস্তুত আছে। দিব্বোক ও ভীমের সেনাপতি হরিদাস খবর পাঠিয়েছে যে কাল দ্বিপ্রহরে তারা নগর আক্রমণ করবে। আমি স্থির করেছি আমিই প্রথম—

মহী ॥ না। না বজ্রসেন। হরিদাসের প্রথম আক্রমণের প্রচণ্ড বেগ প্রতিহত করবার জন্য আমি আদেশ দিয়েছি সহ-সেনাপতি শেখর সেনকে। বলেছি, সে যদি যুদ্ধে প্রাণ দেয়, তবে তার শবদেহ যাতে শৃগালের ভক্ষ্য হয়, তার ব্যবস্থা আমি করবো। আর যদি যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারে—তবে প্রকাশ্য রাজপথে তার প্রাণদণ্ড হবে।

বজ্র ॥ কেন মহারাজ? শেখর কি—

মহা ॥ হ্যাঁ, আমি এই ঘরে ঢুকে দেখতে পেলাম—শেখর, রামের স্ত্রী অংগনার হাত ধরে সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করছিল।

বজ্র ॥ আশ্চর্য্য! বধ করলেন না কেন নরাধমকে?

মহী ॥ পরোক্ষে সেই ব্যবস্থাই করেছি। তুমি জান—বজ্রসেন—বিশ

হাজার সৈন্যকে সমর শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে বলে—শেখর আজ দু' বছর ধরে রাজকোষ থেকে তাদের যে বেতন নিচ্ছিল, সেটা সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত ভুয়ো।

বজ্র ॥ সেকি মহারাজ! শেখর যে গতকাল রাত্রেও আমাকে বলেছে সৈন্যদল প্রস্তুত আছে?

মহী ॥ সৈন্যদলই নেই তার প্রস্তুতি। যে নূতন সৈন্যদলের আশায় পুরোনো সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া হয়েছে, অজস্র অর্থ জলের মত ব্যয় করা হয়েছে—সেই সৈন্যদলই নেই বজ্রসেন।

বজ্র ॥ বহুদিন রাজ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ছিলনা বলে—একটা বিপুল সংখ্যক সৈন্যদলকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর বিরোধিতা আমিই করেছিলাম মহারাজ। তখন বুঝিনি—

মহী ॥ যে শেখর সেন বিশ্বাসঘাতকতা করবে? বোঝা উচিত ছিল। আমার তো মনে হয় সুরা আর নারী নিয়ে রাজার সংগে পাল্লা দিতে গিয়ে শেখর অসিচালনাও ভুলে গেছে। যাই হোক। তুমি যাও। গিয়ে সৈন্যদের আশ্বাস দাও যে তাদের রাজা মরেনি। তাদের রাজা, তাদের সংগে থেকে যুদ্ধ করে প্রাণ দেবে।
(বজ্রসেন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।)
যাও বন্ধু! নিয়তির লেখা কেউ খণ্ডাতে পারবে না। অনেক রাজত্ব করা হয়েছে। এবার চলো, লোকান্তরে রাজত্ব করবো আমরা। (ম্লান হেসে) এক একবার ভুল হয়ে যাচ্ছে বজ্রসেন! মনে হচ্ছে—রাম বোধ হয় এখানেই আছে। বোধ হয় এখনই তার যুদ্ধের হুংকার শোনা যাবে।

বজ্র ॥ আদেশ করুন। তাঁকে সংবাদ পাঠাই।

মহী ॥ না। তাকে প্রস্তুত হতে দাও। নিশ্চিত জেনো বজ্রসেন—এই কৈবর্ত্ত বিদ্রোহের যুদ্ধে—আমার রাজত্বের অবসান।

বজ্র ॥ না মহারাজ, এমন কথা বলবেন না। আপনি মহাবীর। আপনার হাতে যতক্ষণ অস্ত্র থাকবে—ততক্ষণ শত্রু আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

মহী ॥ বজ্রসেন, স্তোকের কোন প্রয়োজন নেই। তুমিও জানো, আমিও জানি, শুধু এই সৈন্যবলের অভাবেই আমাদের পরাজয় ঘটবে। কেবলমাত্র শেখর সেনকে এতখানি বিশ্বাস করাই কাল হ'ল আমাদের। ঠিকই হয়েছে। অনেকদিন প্রজাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছি—আজ যদি ওরা সেই প্রতিহিংসা নিতে পারে আমি খুসী হবো বজ্রসেন।

বজ্র ॥ ন', না এমন কথা বলবেন না মহারাজ!

মহী ॥ তবে আমি জানি—দিব্বোকের সিংহাসন স্থায়ী হবে না। যে মুহূর্ত্তে রামপালের কানে এই খবর যাবে, সেই মুহূর্ত্তে শিকারী বাজের মতো সে এসে এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজ্যস্থাপনের স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন করে দেবে। ভাল কথা, মহারাণীর কোন খবর জানো বজ্রসেন?

বজ্র ॥ না মহারাজ। আমি—

মহী ॥ কেন মিথ্যে কথা বলছো বজ্রসেন? তুমিও শুনেছ, আমিও শুনেছি—পথশ্রমে কংকাবতীর মৃত্যু হয়েছে। এতবড় সুখবর কি চাপা থাকে কখনো? যাও, কাল প্রত্যুষে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করো গে।

(বজ্রসেন মাথা নীচু করে চলে গেল।)

মহী ॥ কংকা আমি জানি, আমি নিশ্চয় জানি—তুমি আর ইহলোকে নেই। পুত্রতুল্য দেবরকে রক্ষা করতে গিয়ে তুমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছ। তোমাকে আমি ভালবাসতাম কিনা জানিনা। কিন্তু শ্রদ্ধা করতাম। সেই শ্রদ্ধার মূল্যে আমাকে তোমার সহগামী করে নাও কংকাবতী!

নেপথ্যে চক্রপাণি ॥ মহারাজ!

মহী ॥ কে?

(চক্রপাণির প্রবেশ। পরণে যুদ্ধসাজ।)

একি ব্যাপার? তোমাব অংগে যুদ্ধসাজ কেন মন্ত্রী?

চক্র ॥ কাল যুদ্ধ। আজ মধ্যরাত্রেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

মহী ॥ তাতো হবে। কিন্তু তুমিও কী যুদ্ধ করবে নাকি, চক্রপাণি?

চক্র ॥ এতে আশ্চর্য্য হবার কী আছে মহারাজ? আপনার পিতা তৃতীয় বিগ্রহপালের পাশে পাশে থেকে অনেক যুদ্ধই তো করেছি। আজ পারবো না কেন?

মহী ॥ আজ তোমার বয়স হয়েছে মন্ত্রী। আমার লোকবল, অর্থবল এবং মিত্রবলের অভাব আছে সত্য, কিন্তু আমি দ্বিতীয় মহীপাল, এখনও পর্য্যন্ত মরিনি। অস্ত্র ধরতে গিয়ে আমার হাতের মুঠিও এখন পর্য্যন্ত শিথিল হয় নি। তবে তুমি কেন এই বয়সে যুদ্ধ করতে যাবে? না না মন্ত্রী। তুমি ঘরে থেকে নগর রক্ষা কর!

চক্র ॥ কিন্তু আমি যে মরতেই চাই মহারাজ।

মহী ॥ ঘরে বসেও তার পূর্ণ সুযোগ মিলবে চক্রপাণি!

চক্র ॥ মিলবে তো? জয় হোক্ মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের।

মহী ॥ তোমার মনে আছে—বাল্যকালে আমি একবার কঠিন অসুখে পড়েছিলাম। মাসাধিক কাল শয্যাশায়ী থাকার পর যেদিন প্রথম পথে বেরিয়েছিলাম—সেদিন মনে হয়েছিল—পৃথিবীটা এত সুন্দর? আজও ঠিক তেমনি। এই সুরা আর নারীর বিকারের পর তোমাদের দিকে চেয়ে দেখছি। রামের কথা, কংকার কথা মনে হচ্ছে, আর ভাবছি—এই পৃথিবী এত সুন্দর! যাও চক্রপাণি, কাল প্রত্যুষ থেকে নগর রক্ষার ভার তোমার ওপর। শুধু এই আদেশ

রইলো তোমার ওপর—যেন তোমার জীবন থাকতে—শত্রুরা আমার একটি প্রজারও কেশাগ্র স্পর্শ করতে না পারে।

চক্র ॥ পালবংশের দাসানুদাস চক্রপাণি—তার রাজার এই আদেশ অক্ষুণ্ণ রাখবে মহারাজ।

(চক্রপাণি চলে যাচ্ছিলেন।

মহী ॥ কাকা!

চক্র ॥ [বিদ্যুদ্বেগে ফিরে দাঁড়িয়ে মহীপালকে দেখলেন। প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠলো মুখে] মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের জয় হোক্!

(ধীরে ধীরে চলে গেলেন চক্রপাণি। মহীপাল হাসলেন)

মহী ॥ প্রণাম করবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু চতুর বৃদ্ধ সুযোগ দিলেনা। যাক্। হে নিয়তি, এবার টেনে দাও তোমার বিস্মৃতির কালো যবনিকা :আমার মুখের ওপর। শেষ করো এই রাজত্ব নামক ছেলেখেলা।

(চলে যাচ্ছিলেন। সামনে দিয়ে অবগুণ্ঠনবতী একটি স্ত্রীলোকের প্রবেশ। সে এসে প্রণাম করলো মহীপালকে)

মহী ॥ কে মা তুমি? এই সন্ধ্যার অন্ধকারে আত্মগোপন করে কোথায় চলেছ? এ কি! বউমা?

অংগনা ॥ আমি চলে যাচ্ছি দাদা। আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি যেন নির্বিঘ্নে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারি।

মহী ॥ ও! তুমি রামের কাছে যাচ্ছো? আচ্ছা এস মা! মংগল হোক তোমার। কিন্তু—একা তুমি সেই দুর্গম অরণ্য পার হয়ে অঙ্গরাজ্যে যেতে পারবে কেন মা?

অংগনা ॥ আমার সংগে ভৈরব দাদা যাবে।

মহী ॥ ভৈরব যাচ্ছে? ও! তাহলে আর কোন ভয় নেই। সেই বৃদ্ধ সাঁওতাল রামকে মানুষ করেছে। রামের সংগে মিলবার জন্যে

সে অস্থির হয়ে পড়েছিল। শুধু আমার আদেশ পায়নি বলে যেতে পারেনি।

অংগনা ॥ দেখা হলে আমি কি তাঁকে কিছু বলবো ?

মহী ॥ হাঁ হাঁ বলবে বৈকি! বলবে, আমার পরিপূর্ণ আশির্বাদ রইলো। আর আদেশ রইলো—সে যেন অবিলম্বে সৈন্যসংগ্রহ করে দিব্বোককে রাজ্যচ্যুত করে পাল বংশের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে।

অংগনা ॥ আর দিদিকে কী বলবো ?

মহী ॥ দিদিকে যা বলবার, সে আমি গিয়েই বলবো মা। তুমি হাজার চেষ্টা করলেও তার আর দেখা পাবেনা। কংকা নেই।

অংগনা ॥ তাহলে এখবর সত্য ?

মহী ॥ সব সত্য বৌমা, সব সত্য। কৈবর্ত্ত আক্রমণ সত্য, রামের নির্বাসন সত্য, কংকার মৃত্যু সত্য, শেখর সেনের বিশ্বাসঘাতকতা সত্য। সব সত্য। (হঠাৎ ভাবাবেগে) কিন্তু আরও একটা সত্য ঘটনা—চির-কালের মতো লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেল মা। তা হচ্ছে—মহারাজ দ্বিতীয়মহীপাল—একদিনের জন্যে হলেও, সুরা আর নারীর মোহ অতিক্রম করে মানুষের মতো বুক ফুলিয়ে জেগে উঠেছিল। ইতিহাস চিরদিন তার কু-যশই গাইবে। শুধু তার এই নব জাগ-রণের সাক্ষী থাকবে তুমি, চক্রপাণি আর বজ্রসেন। কিন্তু আর নয় মা। চলে যাও। ঐ যুদ্ধের দামামা বাজছে। আমাকে এখনই গিয়ে মন্ত্রীর সংগে পরামর্শে বসতে হবে। যাও মা। পথ তোমার নির্বিঘ্ন হোক। [প্রস্থান]

অংগনা ॥ হে পালবংশের কুলদেবতা। মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালকে রক্ষা করো।

(নেপথ্য থেকে যুদ্ধের দামামা বাজছে।)

[দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা নামবে]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণক্ষেত্র। রণ কোলাহল শোনা যাচ্ছে। ভীম আর বজ্রসেনের প্রবেশ। দুজনেই রক্তাক্ত।

বজ্র ॥ তোমার অসিচালনার প্রশংসা করছি ভীমদাস। কিন্তু এ দুর্মতি হলো কেন? গৌড় আক্রমণের বুদ্ধি কে দিলে তোমাদের?

ভীম ॥ কেন দুর্মতি হলো, সে কথা এখন বুঝতে পারবে না পাল সেনাপতি। তোমাদের অত্যাচারিত লক্ষ লক্ষ প্রজার মুখের দিকে চাইলেই বুঝতে পারতে এ দুর্মতি কেন হলো! কিন্তু— তোমরা এত দুর্বল, আগে জানতে পারলে প্রস্তুত হবার সময় দিতাম।

বজ্র ॥ না। তোমাদের দয়াকে আমরা ঘৃণা করি। আত্মরক্ষা করো ভীমদাস।

(পরস্পর তরবারি স্পর্শ ক'রে উভয়ের প্রস্থান। রণ কোলাহল বাড়ছে, কমছে। প্রবেশ করলো হরিদাস ও শেখর সেন।)

শেখর ॥ তোমরা এত মাথামোটা—এতো জানতাম না।

হরি ॥ শুনি একবার বুদ্ধিমানের যুক্তিটা!

শেখর ॥ আমি বলছিলাম—কেন অনর্থক যুদ্ধ করে শক্তিক্ষয় করছো?

হরি ॥ কী করা উচিত ছিল?

শেখর ॥ কিছু সৈন্য নিয়ে আমার সংগে এসো। রাজধানী সম্পূর্ণ অরক্ষিত। আমি তোমাদের সংক্ষিপ্ত পথে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা গিয়ে সিংহাসন অধিকার করো।

হরি ॥ খুব ভালো কথা। তোমার—কী পুরস্কার চাই ?

শেখর ॥ যা চাইবো তা পুরস্কারই নয়। অতি সামান্য বস্তু।

হরি ॥ বলো—শুনি ?

শেখর ॥ তোমাদের সিংহাসন অধিকারের পর, আমি রামপালের স্ত্রী অংগনাকে নিয়ে স্বদেশে যাত্রা করবো, তোমরা বাধা দিতে পারবেনা।

হরি ॥ তোমার ভগ্নী তো শুনেছি মহারানী কংকাবতী। রামপালের স্ত্রীর সংগে তোমার কী সম্বন্ধ ?

শেখর ॥ সম্বন্ধ হয়নি, তবে হবে। আমি স্বদেশে ফিরে গিয়ে তাকে বিবাহ করবো।

হরি ॥ সে কি হে—শেখর সেন ! সে যে পরস্ত্রী !

শেখর ॥ আমার ভগ্নিপতি দ্বিতীয় মহীপাল বলেন—নারী আর ভূমি বীরের ভোগ্যা। তার ওপর চিরকাল কারও দাবী থাকতে পারে না।

হরি ॥ চমৎকার ! এমন কর্মচারী নইলে রাজার এত অধঃপতন হয় ? আমার অনেকদিনের জিজ্ঞাসার একটা জবাব মিললো। ধূর্ত শয়তান ! আজ এই যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তোমার সব কামনা বাসনাকে চিতাশয্যায় শুইয়ে দেবো। (আক্রমণ করলো)

শেখর ॥ (আক্রমণ ক'রে) তাহলে আমার প্রস্তাবে তুমি রাজি—নও ?

হরি ॥ তোমার প্রস্তাবের মুখে আমি পদাঘাত করি। (শেখরের তরবারি মাটিতে পড়ে গেল)

(অস্ত্রচ্যুত শেখরকে হরি আঘাত করলো। বুক চেপে ধরে চীৎকার করতে করতে শেখর সেন পড়ে গেল। (হরিদাস আবার শেখরকে আঘাত করলো।)

হরি ॥ হতভাগ্য শেখর সেন ! অভিশপ্ত কর্ণ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে তার গুরুদত্ত অস্ত্রের নাম ভুলে গিয়েছিলেন, তুমিও তেমনি বহু নারীর

অভিশাপে, তরবারীর প্রয়োগ কৌশল পর্যন্ত ভুলে বসে আছো। নইলে নামকরা অসিচালক তুমি, এত সহজে তোমাকে আঘাত করা যেতোনা। চল, তোমায় শিবিরে রেখে আসি।

শেখর ॥ না না হরিদাস, শিবিরে নয়—শিবিরে নয়! তোমাদের শিবিরে নিয়ে চলো আমাকে।

হরি ॥ বেশ তাই চল বীর! (হরি-শেখরকে তুলে ধরলো)

শেখর ॥ একটু দাঁড়াও। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্বে—জীবনের একটা গোপনতম কথা তোমাকে চুপি চুপি বলে যাই,—তাহলে অন্ততঃ একটা মানুষের ক্ষমার পাথেয় নিয়ে—আমি অজানা পথে পাড়ি দিতে পারবো। হরিদাস, চিরকাল শুনেছ,—শেখরসেন পাপিষ্ঠ, শেখরসেন নরাধম, শেখর লম্পট, শেখর মাতাল। কিন্তু কেউ একবার ভেবে দেখলোনা-যে সুন্দর, সরল, শিক্ষিত নিষ্পাপ এক রাজার দুলাল—কেমন ক'রে রাতারাতি এক দুর্বৃত্তে পরিণত হ'ল? তার কারণও ওই মহীপাল। ওই দ্বিতীয় মহীপাল। কংকা জানেনা, রাম জানেনা, অংগনা জানেনা, কেউ জানেনা সে কথা। শুধু আমি জানি কেমন ক'রে আমার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃ-বধূকে যুবক মহীপাল প্রলুব্ধ করেছিল। কেমন ক'রে তিনি তাঁর স্বামী পুত্রকে হত্যা ক'রে ওই মহীপালের অংকশায়িনী হ'য়ে তার হাতেই মৃত্যুবরণ করেন। ঘৃণা—জানো হরিদাস,—নারীজাতির ওপর তীব্র ঘৃণা নিয়ে—আমি একটির পর একটি নারীর সর্বনাশ করেছি। তোমরা—গৌড় আক্রমণ করতে আর সাতটা দিন দেরী করলে—আমি মহীপালের ভ্রাতৃবধূর সর্বনাশ ক'রে—আমার প্রতিহিংসা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতাম। হ'লনা। ঈশ্বরের বিচারে আমার যদি অনন্ত নরক বাসের আদেশ হয়—যাবো নরকে। চিরদিন সেই নরকেই পড়ে থাকবো,—তবু পাপের রাজা মহীপালের

স্বর্গরাজ্যে আর যেন ফিরে আসতে না হয়। হে করুণাময়—এইটুকু করুণা কোরো। এইটুকু করুণা।

(ব্যস্তভাবে দিব্বোকের প্রবেশ। রক্তাক্ত)

দিব্বোক ॥ হরি! তুমি যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চিম দিকে এখনই ছুটে যাও। নইলে সর্বনাশ!

হরি ॥ কেন কাকা? কী হয়েছে?

দিব্বোক ॥ মত্ত মাতঙ্গের মতো মহীপাল যুদ্ধ করছে। তার তরবারী চালনা কৌশল আমাদের সৈন্যদল মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে দেখছে। তার হাতে আমাদের বহু সৈন্য হত হয়েছে। আমি পরাজিত হয়েছি। ভীমও আর বেশীক্ষণ তার সংগে যুদ্ধ করতে পারবেনা। তুমি ছুটে যাও—তাকে সাহায্য করতে।

হরি ॥ আমি এখনি যাচ্ছি। তুমি কোন চিন্তা করোনা। একা মহীপাল কতক্ষণ যুদ্ধ করবে? আমাদেরই ভুল হয়েছিল কাকা। আমরা ভেবে রেখেছিলাম—মহীপাল মাতাল হয়ে যুদ্ধ করতে আসবে। তাহলেই তাকে হত্যা করা সহজ হবে। কিন্তু সুস্থ মহীপাল যুদ্ধক্ষেত্রে কালান্তক যমের মতো। আমি যাচ্ছি কাকা। তুমি শেখর সেনকে আমাদের শিবিরে নিয়ে যাও।

(ছুটে চলে গেল। দিব্বোক হাত যোড় করে বললো—)

দিব্বোক ॥ মা চণ্ডী, রক্ষা করো মা! মহীপাল যে এতবড় যোদ্ধা—আমি তা জানতাম না। সৈন্য নেই, সহায় নেই, সেনাপতি নেই। আজ সে একা। তার প্রয়োজন ছিল বন্ধু'র। যে বন্ধু বিপথগামী এই দুর্দ্ধর্ষ পুরুষকে ঠিকপথে চালনা করতে পারতো। কিন্তু আজ সে পথ নেই। মহীপাল মরবে। এস ভাই!

[শেখরকে নিয়ে দিব্বোকের প্রস্থান]

(মহীপাল ও ভীমের প্রবেশ ।)

মহী ॥ অকপটে স্বীকার করছি তুমি বীর। অপূর্ব তোমার যুদ্ধ-কৌশল। কিন্তু ক্ষত বিক্ষত দেহকে এবার বিশ্রাম দাও। আমিও যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিই। কাল প্রভাতে আবার আমাদের শক্তি-পরীক্ষা হবে।

ভীম ॥ না। এই যুদ্ধেই আজ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হোক। সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। অনেক পাপ করেছ, সব প্রায়শ্চিত্ত এক জীবনে হবেনা তোমার। কয়েক জন্ম লাগবে শোধ দিতে।

মহী ॥ বেশতো। ঋণও আমার, শোধ দিতে হয় আমিই দেবো। তুমি অনর্থক চিন্তিত হচ্ছো কেন ?

ভীম ॥ চিন্তিত হইনি—ভাবছি। ভাবছি, কেমন ক'রে তোমায় হত্যা করলে—আমার প্রতিহিংসা পূর্ণ হবে।

মহী ॥ কেন বলোতো ? আমার হাতে তোমারও কিছু খোয়া গেছে নাকি ?

ভীম ॥ গেছে। আমার জীবনের মহামূল্য রত্নকে তুমি নষ্ট করেছো! ধ্বংস করেছ আমার স্ত্রী ময়নাকে।

মহী ॥ আচ্ছা! ময়না তাহলে তোমার স্ত্রী—? কিন্তু—! বেশ! তাহলে কথা না বলে প্রতিহিংসা পূরণ করো।

(আক্রমণ করলো। ভীম ক্রমশঃ দুর্বল হ'য়ে আসছে। পেছনে এসে দাঁড়াল হরিদাস। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখতে লাগলো।)

মহী ॥ পারবেনা ভীমদাস। অশিক্ষিত পটুত্ব নিয়ে রাজা দ্বিতীয় মহীপালের সংগে অস্ত্র পরীক্ষায় নামা যায়না। (ভীমের হাত থেকে অস্ত্র পড়ে গেল।) যাও! এবার বিশ্রাম করোগে যাও।

হরি ॥ সেকি রাজা! তুমি ওকে ছেড়ে দিচ্ছো ?

মহী ॥ দিচ্ছি।

হরি ॥ শত্রুকে হত্যা করবে না ?

মহী ॥ শত্রুতো আমার ভীমদাস নয়। শত্রু হচ্ছে প্রজার রোষ। একজন প্রজাকে হত্যা করে সেই রোষকে তো আমি নিধন করতে পারবোনা। যাও ভীম, বিশ্রাম করোগে। (হরিকে) এস! (হরি ঝাঁপিয়ে পড়লো। তুমুল যুদ্ধ।)

মহী ॥ সাধু! সাধু! হ্যাঁ, তুমি তরবারী চালাতে জান বটে। তোমার সংগে যুদ্ধ করে আনন্দ আছে!

(হঠাৎ পাগল দীপংকর পেছন থেকে ছুরী মারলো মহীপালকে। আর্ত্ত চীৎকার করে মহীপাল পড়ে গেল। হরি গিয়ে ধরলো মহীপালকে।)

হরি ॥ (দীপংকরের দিকে চেয়ে) কী করলে? কী করলে তুমি ? কেন এইভাবে পেছন থেকে এসে অতর্কিতে অস্ত্রাঘাত করলে, শুনি ?

দীপ ॥ কী ? মহারাজ মহীপাল! চিনতে পারো ?

মহী ॥ না। কে তুমি ?

দীপ ॥ দীপংকর চক্রবর্ত্তী! মনে পড়ছে না—না ? মনে পড়বার কথাও নয়। যতদিন আমার সুন্দরী স্ত্রী মহামায়া ঘরে ছিল, ততদিন আমাকে তোমার প্রতিদিন মনে পড়েছে। আমাকে মনে পড়েছে, আমার স্ত্রীকে মনে পড়েছে। আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় তুমি অধীর হয়ে উঠেছিলে মহারাজ। তারপর যেদিন সেই শ্রাবণের দুর্যোগ রাত্রে লোক পাঠিয়ে তাকে হরণ করে নিয়ে গেলে, তার দুদিন পরে তোমার প্রাসাদের উচ্চ শিখর থেকে যেদিন সে নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো—সেদিন থেকেই আমাকে তোমার মনে পড়ে না।

মহী ॥ তুমি সেই মহামায়ার স্বামী—দীপংকর চক্রবর্ত্তী ? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। (হেসে) কিন্তু ভুল করেছ দীপংকর, ভয়ংকর ভুল

করেছ ! মহামায়ার মতো ফুটন্ত কুসুমকে ভোগ করবার ইচ্ছা—আমার ষোল আনাই ছিল। কিন্তু তাতে বাদ সাধলো মহামায়া নিজেই—আমাকে ধর্মভাই বলে ডেকে। আমি তাকে পরদিন ভোরে সসম্মানে বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্য সেই রাত্রেই আদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই রাত্রেই আর একজন নারকী তার সর্বনাশ করেছিল। সে শেখর সেন।

দীপ ॥ শেখর সেন ? কোথায় সেই শেখর সেন ? কোথায় ?

মহী ॥ খুঁজে দেখ। এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কোথাও না কোথাও সে নতুন নারীর জন্য অপেক্ষা করছে।

হরি ॥ না। আর সে কোথাও নেই। সে গুরুতর আহত। এতক্ষণ বোধ হয়—মৃত্যু হয়েছে তার।

মহী ॥ পৃথিবী তোমাকে আশীর্বাদ করবে হরিদাস। তুমি তার বুক থেকে পাপের ভার লাঘব করেছো। কিন্তু—তুমি শেখর সেনকে হত্যা করেছো ? মিথ্যে কথা। শেখর সেনকে হত্যা করা যায়না। সে সরীসৃপ। দেখগে, কোন কোটরে কিম্বা কোন গুহায় সে আত্মগোপন করেছে। (হাঁপাতে লাগলেন)

দীপ ॥ আমি খুঁজবো। যতদিন না তাকে পাই, ততদিন এই বন প্রান্তরের ধারে ধারে আমি ঘুরে বেড়াব। তাকে পাওয়া মাত্র হত্যা করবো। মহারাজ মহীপাল। মৃত্যুর পরপারে গিয়েও তুমি শান্তি পাবেনা। সেখানেও দেখবে কত ভাগ্য-বিড়ম্বিতা, প্রবঞ্চিতা, ধর্ষিতা সতীলক্ষ্মী—তোমাকে অভিশাপ দিয়ে সম্বর্ধনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তুমি অতি দুর্ভাগা মহারাজ। অতি দুর্ভাগা। তোমাকে হত্যা করে এখন আমার অনুতাপ হচ্ছে। হ্যাঁ আমার অনুতাপ হচ্ছে। (প্রস্থান)

হরি ॥ চলুন মহারাজ। আপনাকে আমি শিবিরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মহী ॥ না বন্ধু, শিবিরে নয়। এই বিশাল প্রান্তরের একটা কোন গাছতলায় আমাকে শুইয়ে দেবে চলো। সেই ভূমিশয্যায় শুয়ে—আমি প্রতীক্ষা করবো আমার স্ত্রী কংকাবতীর আসার—হরিদাস!

হরি ॥ মহারাজ!

মহী ॥ আচ্ছা হরিদাস, এই যে একজন অপমানিত প্রজার হাতে আমার মৃত্যু হল, এতে আমার অপরাধের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হোলো তো? স্বর্গে যখন আমার বিচার হবে, তখন সেই মহা বিচারকের কিছু সহানুভূতি কিছুটা অনুকম্পা আমি পাবোতো?

হরি ॥ একি মহারাজ! আপনি কাঁদছেন?

মহী ॥ হ্যাঁ হরিদাস। আমি কাঁদছি। জীবনে কখনো মুখের ওপর লবণাক্ত চোখের জলের আস্বাদ পাইনি। আজ পাচ্ছি। আর মনে হচ্ছে, আমাকে কেন্দ্র করে যে হাজার হাজার নরনারী দিনরাত কেঁদেছে, তাদের অশ্রুকে আমি ব্যঙ্গ করেছি। ভাল করিনি, ভালো করিনি হরিদাস।

হরি ॥ মহারাজ, আপনি তৃষ্ণার্ত্ত। জল পান করবেন চলুন।

মহী ॥ না। বন্ধুহীন, বান্ধবহীন, অভিশপ্ত রাজা দ্বিতীয় মহীপালের বিদায় নেবার মুহূর্ত্তে—ভূমিশয্যা হোক তার শয্যা। চোখের জল হোক তার পানীয়। প্রজাদের কাছ থেকে নুন খেয়ে অনেক বিশ্বাস ঘাতকতা করেছি, কিন্তু আজ জীবনদেবতা—চোখের জলের মধ্যে দিয়ে যে জল আমাকে পান করালেন সে তাঁর চরণামৃত। তাই আমাকে আকণ্ঠ পান করতে দাও।

হরি ॥ চলুন মহারাজ!

মহী ॥ বিদায় আমার জন্মভূমি। বিদায় হে গৌড়বংগ। বিদায় পাল-

বংশের রাজ্যলক্ষ্মী! আর তোমাকে গুমরে গুমরে কাঁদতে হবেনা মা। নতুন ফুলের মালা গেঁথে বরণ করো তোমার নতুন রাজাকে। কে? কংকা? কংকাবতী? বড় বড় দুটি চোখে অশ্রুর অর্ঘ্য সাজিয়ে আমাকেই এগিয়ে নিতে এসেছ? কিন্তু আমার পাপ? সে আমি কাকে দিয়ে যাবো? কি বলছো? যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলে সব পাপের মার্জনা হয়? হয় তো? আমি যাব—আমি যাচ্ছি,আমি —ওকি! যেওনা। দাঁড়াও! কংকা! কংকাবতী। [পড়ে গেলেন]

(হরিদাস তরবারী খুলে তিনবার নিজের ললাটে স্পর্শ করলো।)

হরি ॥ হে পথ-ভ্রষ্ট প্রতিভাবান পুরুষ, হে বাংলার শ্রেষ্ঠ বীর—তুমি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রামপালের মাতুলালয়

মন্ত্রণাকক্ষ

(রামপাল ও ন্যায়রত্নের প্রবেশ)

রাম ॥ না, না, মন আমার অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে ন্যায়রত্ন ! দাদার কোন খবর না পেলে আমি আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিনা। কৈবর্ত্ত বিদ্রোহের সংবাদ পেয়েছিলাম দু'মাস আগে। রোজ রাত্রে বৌদিকে স্বপ্ন দেখি। দেখছি দু'চোখ ভরা জল নিয়ে তিনি যেন আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়ান। কী যেন বলবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি কিছু বলবার চেষ্টা করলেই সে ছবি মিলিয়ে যায়।

ন্যায় ॥ এই রকম স্বপ্ন প্রায়ই প্রিয়জন বিয়োগ হলে দেখা যায় যুবরাজ। স্নেহের পাত্রপাত্রীকে ছেড়ে স্নেহান্ধ আত্মজন বেশীদূর যেতে পারেনা। শাস্ত্র বলে পৃথিবীর পরিমণ্ডলেই তাদের ঘুরে বেড়াতে হয়।

রাম ॥ কিন্তু ধরো, যদি কোন জীবিত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখা যায় ?

ন্যায় ॥ কি স্বপ্ন বলুন !

রাম ॥ গতকাল এবং পরশু দুদিনই ভোর রাত্রে দেখলাম যে, দাদা যেন চীৎকার করতে করতে ছুটে আসছেন। আর তাঁর পেছনে পেছনে তাঁকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে একটা নীলরঙের লক্‌লকে আগুনের শিখা।

ন্যায় ॥ এটা সত্যিই দুঃস্বপ্ন যুবরাজ। শাস্ত্রে নীল আগুনকে মৃত্যুদ্যোতক নীলাগ্নি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

রাম ॥ সেইজন্তেই—ঠিক সেইজন্তেই মন আমার ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ন্যায়রত্ন। আঃ! কেউ যদি এ সময়ে আমাকে দাদার কুশল সংবাদটা এনে দিতে পারতো—

নেপথ্যে ॥ মহারাজ রামপালের জয় হোক।

রাম ॥ কি ব্যাপার ন্যায়রত্ন? বেরিয়ে দেখতো আমার প্রতি এই ব্যঙ্গোক্তি করছে কে? একি! বজ্রসেন! তু—মি!

(ধীরে ধীরে মাথা নত করে বজ্রসেনের প্রবেশ)

বজ্র ॥ সংবাদ নিয়ে এসেছি মহারাজ!

রাম ॥ মহারাজ? আমাকে কেন মহারাজ সম্বোধন করছো বজ্রসেন! মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাল—

বজ্র ॥ নেই।

রাম ও ন্যায় ॥ নেই?

বজ্র ॥ না। দু-মাস আগে মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহী কৈবর্ত্তদের সংগে যুদ্ধে—রণ-ক্ষেত্রেই প্রাণ দিয়েছেন।

রাম ॥ কিন্তু আমার কাছে এই খবরটা দিতে এত বিলম্ব কেন করলে বজ্রসেন?

বজ্র ॥ কি করবো? অংগের সংগে বংগের প্রতিটি সীমান্তে ওদের সতর্ক প্রহরী। তাদের চোখ এড়িয়ে পায়ে হেঁটে অনেক ঘুরে আসতে হল। তাই—

ন্যায় ॥ কিন্তু একি শুনছি সেনাপতি! সামান্য কয়েকজন কৈবর্ত্ত প্রজার সংগে যুদ্ধে মহাবীর মহীপাল প্রাণ দিয়েছেন। এযে একান্ত অবিশ্বাস্য।

বজ্র ॥ না, অবিশ্বাস্য নয়। সত্য কথা। বিদ্রোহী কৈবর্ত্তদের সংখ্যা ছিল বহু। তার ওপর শেখর সেনের বিশ্বাসঘাতকতায় আমাদের একরকম নিঃসৈন্য অবস্থায় যুদ্ধ করতে হয়েছে। কৈবর্ত্তদের দুর্বল

বলবেন না ন্যায়রত্ন। গৌড়ের বর্ত্তমান অধিপতি দিব্বোক দাসের সেনাপতি হরিদাস প্রকৃত যোদ্ধা এবং বীর।

রাম॥ গৌড়ের বর্ত্তমান অধিপতি! তাহলে কি—

বজ্র॥ হ্যাঁ। রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে কৈবর্ত্ত দলপতি দিব্বোক দাস সিংহাসনে আরোহণ করেছিল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই তার মৃত্যু হওয়াতে, শুনেছি—তার ছোট ভাই ভীমদাস এখন গৌড়- বংগের রাজা।

রাম॥ বাঃ বাঃ! চমৎকার খবর এনেছ বজ্রসেন! এইবার বুঝলে ন্যায়রত্ন—কেন আমি স্বপ্নে সেই নীল আগুনকে দাদার পিছু পিছু ছুটে আসতে দেখেছিলাম।

ন্যায়॥ হ্যাঁ বন্ধু। ওটা মৃত্যুরই প্রতীক।

(রামপাল পায়চারী করতে লাগলেন)

রাম॥ চমৎকার! দাদা নেই, বৌদি নেই, আছি আমি আর ন্যায়রত্ন, আর আছে দুরন্ত নিয়তি। কী লেখা আছে সেই নিয়তির মুখে তা পড়ার সাধ্য আমারও যেমন নেই, তেমনি তোমারও নেই ন্যায়রত্ন। তুমি পারো তার পাঠোদ্ধার করতে, বজ্রসেন?

বজ্র॥ পারি মহারাজ।

রাম॥ পারো? বলো কি লেখা আছে নিয়তির মুখে?

বজ্র॥ লেখা আছে—পাল বংশের অধিদেবতা উপবাসী হয়ে প্রতীক্ষা করছেন তাঁর মন্দিরে। কবে রামপাল গিয়ে তাঁর পূর্ব পুরুষের হৃত সিংহাসন উদ্ধার করে—আবার তাঁর পূজার প্রচলন করবেন, সেই আশায় তিনি দিন গুণছেন।

রাম॥ কেন? রুদ্রভৈরবের পূজা হচ্ছে না?

বজ্র॥ কী করে হবে মহারাজ? পুরোহিত, আচার্য্যদেব আর সেবাদাসীরা পালিয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেশান্তরী হয়েছেন, প্রজারা

ভয়ে ভয়ে দেবতাকে ডাকছে আর প্রার্থনা করছে—কবে তাদের প্রাণের যুবরাজ রামপাল এসে তাদের উদ্ধার করবেন। যে গৌড়ে দিবারাত্রি চলতো শাস্ত্র চর্চা আর সঙ্গীত চর্চা—সেখানে এখন শ্মশানের স্তব্ধতা বিরাজ করছে।

রাম ॥ ওঃ! শুনতে পারছিনা, আর শুনতে পারছিনা। থামো তুমি বজ্রসেন! ন্যায়রত্ন!

ন্যায় ॥ মহারাজ।

রাম ॥ তুমিও আমাকে মহারাজ বলবে ন্যায়রত্ন?

ন্যায় ॥ তাইতো বলবো মহারাজ। তাহলে বলি—শুনুন। আমি গণনায় পেয়েছি যে আপনি অবিলম্বে গৌড়ের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করবেন। শুধু তাই নয় আপনি রাজ চক্রবর্তী রূপে দীর্ঘদিন প্রজাপালন করে—পালবংশের শ্রেষ্ঠতম রাজা রূপে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন।

রাম ॥ ন্যায়রত্ন, মঙ্গল হোক তোমার। বহুকাল এমন শ্রুতিমধুর ভাষণ শুনিনি। রাজচক্রবর্তী হ'তে হ'লে আমাদের অধীনে যে সৈন্য সংহতি থাকা প্রয়োজন, তা কই আমাদের? কৈবর্ত্ত দলপতি দিব্বোকের দলকে আক্রমণ করবো কী ভরসায়? যারা রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত করতে পারে, তারা তো খুব সাধারণ শত্রু নয় ন্যায়রত্ন!

বজ্র ॥ না মহারাজ। আপনি যতটা ভাবছেন, ততটা ভয়ংকর তারা নয়। মহারাজকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করেছিল দীপংকর চক্রবর্তী নামে এক পাগল।

রাম ॥ পাগল?

বজ্র ॥ হ্যাঁ, সে তার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা সাধন করবার জন্য যুদ্ধের সময় মহারাজকে পেছন থেকে অস্ত্রাঘাত করে। ফলে মহীপালের

পতনের সংগে সংগে আমাদের পরাজয় ঘোষিত হয়। আমার সংগে আমার দেড়হাজার সৈন্য এসেছে মহারাজ রামপালের হ'য়ে প্রাণ দিতে।

ন্যায় ॥ এদিকে আমরাও এখানে প্রায় দু'হাজার সৈন্যকে আমাদের মনের মতো করে তৈরী করেছি। তবে আর বিলম্ব কেন?
(রামপাল চেয়ে দেখলো বজ্রসেনের দিকে, তারপর চাইলো ন্যায়রত্ন দিকে। তারপর বললো—)

রাম ॥ কিন্তু কি হবে? কী হবে ওই হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে ন্যায়রত্ন? কী লাভ রুদ্র ভৈরবের পূজার্চনার পুনঃপ্রচলন করে, কী দেবেন আমাকে দেবতা? কী দিতে পাবেন তিনি! পারেন কি ফিরিয়ে দিতে তিনি আমার দাদাকে, বৌদিকে? পারেন কী ফিরিয়ে দিতে তিনি আমার স্ত্রী অংগনাকে? এই কৈবর্ত্ত আক্রমণের মুখে সে রাজ-অন্তঃপুর 'থেকে স্রোতের শৈবালের মত কোথায় যে ভেসে গেছে—

(অংগনার প্রবেশ)

অংগনা ॥ কোথাও সে যায়নি স্বামী। সে তার নিজের ঘরেই ফিরে এসেছে।

রাম ॥ অংগনা!

ন্যায় ॥ মহারানী!

রাম ॥ কিন্তু আজ তো আর বৌদি বেঁচে নেই অংগনা—কে তোমাকে অভ্যর্থনা করবে? কে বাজাবে মংগল শঙ্খ? কে করবে লাজ বর্ষণ?

অংগনা ॥ জানি। আমি দাদার মুখেই শুনেছি সেই দুঃসংবাদ।

ন্যায় ॥ মহারাজের মুখে? আশ্চর্য্য!

রাম ॥ দাদা কেমন করে জানলেন এই সংবাদ?

অংগনা ॥ কোন দুঃসংবাদই গোপন করা যায়না স্বামী। আসবার দিন দাদাকে যখন প্রণাম করতে গেলাম তখন যেন মনে হলো তিনি নিজের মধ্যে পরপারের ডাক শুনতে পাচ্ছেন। আমাকে বললেন—ওকে বোলো যত শীগগির পারে যেন গৌড়ের সিংহাসন উদ্ধার করে নেয়।

রাম ॥ তাহলে আর চিন্তা কিসের ন্যায়রত্ন? তাহলে আর কিসের ভাবনা! অংগনার মুখে এসে পৌঁছেছে দাদার আদেশ! সৈন্যদের প্রস্তুত হতে নির্দেশ দাও—ন্যায়রত্ন। বজ্রসেন! তোমার সৈন্যদের বিশ্রামের আদেশ দাও। আগামী পরশু ত্রয়োদশী তিথিতে আমরা গৌড় আক্রমণের জয়যাত্রা সুরু করবো।

বজ্রসেন ও ন্যায়রত্ন ॥ গৌড়বংগেশ্বর রামপালের জয় হোক।

রাম ॥ অংগনা। তুমিও দীর্ঘদিন ধরে পায়ে হেঁটে পথশ্রমে ক্লান্ত। যাও, ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম করগে।

(অংগনা ও বজ্রসেন চলে গেল। ন্যায়রত্ন পা বাড়িয়েছে—এমন সময় দেখা গেল ময়না ঢুকছে। অতি পরিশ্রান্ত তার চেহারা। চোখে মুখে অপরিসীম ক্লান্তি—)

ময়না ॥ এই ঘরে ঢুকতে ঢুকতে যেন একটা জয়ধ্বনি কানে এলো। সে কার জয়ধ্বনি যুবরাজ?

ন্যায় ॥ আর যুবরাজ নয় ময়না। মহারাজ! মহারাজ রামপাল!

ময়না ॥ গৌড়বংগের সিংহাসন কি তাহলে নিষ্কণ্টক হয়েছে? কোন্ রাজা সরে গিয়ে আমাদের রাজার জায়গা করে দিলো পণ্ডিত ভাই?

রাম ॥ না বোন, কেউ সরে যায়নি। সরে গেছেন স্বয়ং মহীপাল। উত্তরবংগের কৈবর্ত্তদের সংগে যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছেন।

ময়না ॥ নিহত হয়েছেন? রাজা দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হয়েছেন? কৈবর্ত্ত বীরদের কে তাকে হত্যা করলো—সে খবর পেয়েছেন?

রাম ॥ হ্যাঁ ভগ্নী। কৈবর্ত্ত সেনাপতির সংগে যখন তিনি যুদ্ধে রত ছিলেন—সেই সময় এক পাগল অতর্কিতে এসে তাকে পেছন থেকে ছুরী মারে।

ময়না ॥ পাগল ছুরী মেরে হত্যা করেছে মহীপালকে? আমি কি ঠিক শুনছি পণ্ডিত ভাই? মহীপালকে হত্যা করেছে দিব্বোক দাস নয়, ভীম দাস নয়, এমনকি হরি দাস ও নয়। তিনি হত হয়েছেন এক পাগলের হাতে? তারপর?

ন্যায় ॥ তারপর কৈবর্ত্ত দলপতি দিব্বোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হওয়াতে—তাঁর ভাইপো ভীমদাস এখন গৌড় বংগের রাজা—একটু আগেই আমরা এই খবর পেয়েছি।

ময়না ॥ ভীমদাস গৌড় বংগের রাজা? সরল গোঁয়ার দেশপ্রেমিক ভীমদাস! বাঃ! তাহলে তো রাজ্যশাসন ভালই চলছে বলতে হবে। (হঠাৎ গম্ভীর গলায়) না, তার রাজা হওয়া চলবে না।

রাম ॥ সেকি ময়না! তুমি নিজে কৈবর্ত্তদের মেয়ে। তুমি চাওনা যে ভীমদাস রাজা হয়ে রাজ্যশাসন করুক?

ময়না ॥ না মহারাজ। সত্যিই আমি তা চাইনা।

রাম ॥ ন্যায়রত্ন, যাও ভাই—তোমার সৈন্যদের প্রস্তুতির আদেশ দাওগে। বজ্রসেনের সংগে যে সৈন্যদল এসেছে, তারা যাতে আজ আর কাল এই দুটো দিন পূর্ণ বিশ্রাম পায়—তারও ব্যবস্থা করে দাও।

ন্যায় ॥ যথা আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান]

রাম ॥ ময়না এইবার বলো—কেন তুমি ভীমের উচ্ছেদ চাও? (ময়না চুপ) চুপ করে থেকোনা ময়না, আমার কথার জবাব দাও। তুমিতো

সামান্য মেয়ে নও। সেই প্রথম দিন থেকে দেখছি—কী আশ্চর্য্য তোমার বুদ্ধি, কী অদ্ভুত তোমার সাহস, কী অনমনীয় তোমার সংকল্প। অংগে আসার পরদিন থেকে আমার প্রতি বিরূপ অংগ-বাসীদের আমাদের স্বপক্ষে টানবার জন্য প্রতিদিন তোমাকে দেখেছি—ভোরবেলায় বেরিয়ে যেতে, ফিরতে দেখেছি শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, সন্ধ্যাবেলায়। কেন? কেন আমার জন্যে মরণপণ করে তুমি এই পরিশ্রম করছো? কে আমি তোমার? কী চাও তুমি? বল বোন।

ময়না ॥ আজ নয় মহারাজ, আজ নয়। যদি কোনদিন দিন আসে, লগ্ন আসে, যদি কখনো নিজের মনের কথা নিবেদন করবার সুযোগ পাই, তবে সেইদিন আপনাকে বলবো আমার কথা। ততদিন—বোন বলে যাকে চরণে আশ্রয় দিয়েছেন, আপনার চরণতলেই তাকে থাকতে দিন।

রাম ॥ ময়না! হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ছে। একদিন কথায় কথায় বৌদি আমাকে বলেছিলেন—জানিস রাম, এই ময়না মেয়েটাকে আমি যত দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। ওর মধ্যে কোনো বড় রাজ্যের মহারানী হবার যোগ্যতা লুকিয়ে আছে।

ময়না ॥ তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন বলেই ওকথা বলেছিলেন। তাঁকে হারিয়ে আমি সত্যিই মাতৃহারা হয়েছি মহারাজ!

রাম ॥ পরশু আমরা যুদ্ধযাত্রা করবো, তুমিও আমাদের সংগে যাবে ময়না?

ময়না ॥ নিশ্চয় যাবো মহারাজ। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পালবংশের মহিমাকে পুনঃ প্রকাশিত হতে দেখবো, তার চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কী আছে মহারাজ? ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে—বোন শাঁখ

বাজাবে, সেই তো বোনের কাজ। নিশ্চয় যাবো। এতো যুদ্ধযাত্রা নয়। এ যে আমার তীর্থ যাত্রা মহারাজ!

(চলে যাচ্ছিল। রামপাল তাকে চুপ করে চেয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ ডাকলেন—)

রাম ॥ ময়না!

ময়না ॥ মহারাজ!

রাম ॥ আজ মনে হচ্ছে—দীর্ঘদিন গভীর উত্তেজনায় দিন কেটেছে, কিন্তু তোমাকে আমরা কেউ ভাল করে চেয়ে দেখিনি। আজ যেন প্রথম দেখলাম তোমাকে। দেখলাম অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী নারী তুমি—কপালে আর সিঁথিতে তোমার সিঁদূর। হাতে এয়োস্ত্রীর শাঁখা—বড বড় দুটি চোখের মধ্যে খাণ্ডবদাহনের আগুন নিয়ে—অপরিচয়ের অন্ধকারে আমাদেরই মধ্যে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ। বলো—কে তুমি? সত্যি করে বলো—তুমি কী দিব্বোকের মেয়ে? ভীমদাসের স্ত্রী? অথবা হরিদাসের ভগ্নী?

ময়না ॥ না না না—মহারাজ। আমি কেউ নই। ওদের আমি কেউ নই। আমি শুধু ওদের বাড়ীর দাসী। দাসী, শুধু দাসী।

(ছুটে বেরিয়ে গেল। রামপালও চীৎকার ক'রে ছুটতে গিয়ে থেমে দাঁড়ালেন।)

রাম ॥ ময়না! শোন! ময়না!

রাম ॥ দাসী? না, দাসী নও, তুমি মহিয়সী। এবার তোমাকে আমি চিনেছি। ঘরে তুমি কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী, রণক্ষেত্রে তুমি দানবদলনী চণ্ডিকা। তবে তাই হোক্। পালবংশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে, হে রণরঙ্গিনী রণ-প্রাঙ্গনে তুমি নৃত্য করবে চল! [প্রস্থান]

[এইখানে দুমিনিটের জন্য পর্দা পড়বে]

তৃতীয় দৃশ্য

যুদ্ধের দামামা বাজছে। দূরাগত জয়ধ্বনি ও রণ-
হুংকার এক হয়ে মিশে যাচ্ছে।
উত্তেজিত অবস্থায় হরিদাস ও ন্যায়রত্নের প্রবেশ।

হরি ॥ এদিকে তো তোমরা নিজেদের শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে দাবী করো, অথচ এ কী ব্যবহার তোমাদের ?

ন্যায় ॥ কী ব্যবহার ?

হরি ॥ এই কোন রকম সতর্কবানী না পাঠিয়ে—আমাদের প্রস্তুত হবার সময় না দিয়ে, এ ভাবে রাজ্য আক্রমণ করা ?

ন্যায় ॥ তোমরা সময় দিয়েছিলে দ্বিতীয় মহীপালকে ? সুযোগ দিয়েছিলে তাঁকে প্রস্তুত হবার ?

হরি ॥ সময় দিলেও তিনি প্রস্তুত হতে পারতেন না। তাঁর সঙ্গে সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

ন্যায় ॥ তোমরাও তাই করেছিলে। কাজেই বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে যে রাজ্যের পত্তন, তাই দিয়েই তার শেষ হোক।

হরি ॥ ভীমদাস আর হরিদাস বেঁচে থাকতে সে স্বপ্ন সফল হবেনা পণ্ডিত।

ন্যায় ॥ তাহলে তারা মরুক।

(উভয়ের যুদ্ধ)

(ন্যায়রত্ন ক্ষতবিক্ষত। দুজনেরই সর্বাঙ্গে তার রক্তধারা·········
দুজনেই হাঁপাচ্ছে·········)

ন্যায় ॥ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি তুমি বীর। অপূর্ব তোমার রণ কৌশল।

হরি ॥ তুমিও সুদক্ষ অসিবিদ্। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের হাতে তরবারী এমন কথা বলে—এ আগে আমি দেখিনি। কিন্তু তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। বিশ্রাম চাও ?

ন্যায় ॥ হাঁ চাই। চির বিশ্রাম। পার তো আমায়. সেই বিশ্রাম দাও।)

(মুহূর্তমধ্যে হরিদাসের তরবারী ন্যায়রত্নের বুকে বিঁধলো। আর্ত চীৎকার করে ন্যায়রত্ন মাটিতে পড়ে গেল।)

ন্যায় ॥ সাধু! সাধু! হে কৈবর্ত্ত বীর। সার্থক তোমার রণ শিক্ষা। কিন্তু তোমার এই নৈপুণ্য—তোমাকে রামপালের চরম আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারবেনা।

হরি ॥ বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি রামপালের শক্তির কথা। তখন আমিও বালক, সেও বালক। উদগ্রীব হয়ে আছি তার সংগে শক্তি পরীক্ষার জন্য।

(নেপথ্যে) রামপাল ॥ ন্যায়রত্ন! ন্যায়রত্ন!

(রামপালের প্রবেশ। তিনি বলতে বলতে ঢুকছেন—)

রাম ॥ ন্যায়রত্ন, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চিম দিকে—একি! ন্যায়রত্ন!

ন্যায় ॥ আমি পরাজিত হয়েছি মহারাজ।

হরি ॥ কে মহারাজ? গৌড়বংগের মহারাজ তো রামপাল নন, ভীমদাস।

ন্যায় ॥ ওই অপরাহ্নের সূর্য্য অস্তাচলে যাবার পূর্ব্বেই আমার এই ভবিষ্যত বাণী সত্য হবে হরিদাস!

হরি ॥ অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু তার পূর্ব্বে ন্যায়তঃ আমাদের পরাজিত হওয়া উচিত।

রাম ॥ তারও বিলম্ব হবে না। ক্ষণেক অপেক্ষা করো। আমি ন্যায়রত্নকে একটু নিরাপদ দূরত্বে রেখে আসি।

ন্যায়। প্রয়োজন হবে না বন্ধু। আমি নিজেই যেতে পারবো। মহারাণী কংকাবতীর কাছে কথা দিয়েছিলাম—রামপালের অবিচ্ছেদ্য সংগী হবো। আমার সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পেরেছি তো রামপাল?

রাম ॥ পেরেছ ব্রাহ্মণ।

ন্যায় ॥ তাহলে আজ আমি ঋণমুক্ত ?

রাম ॥ হ্যাঁ, ন্যায়রত্ন। আমি এই বীরভূমিতে দাঁড়িয়ে বলছি, তুমি ঋণমুক্ত। এক অসহায়া যুবতীর ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তুমি ঘর ছেড়েছ—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমন কী স্বধর্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছ। তুমি তো আমার ঋণ শোধ করে চললে ন্যায়রত্ন। কিন্তু তোমার ঋণ আমি কেমন করে শোধ করবো ভাই ?

(ন্যায়রত্ন অসিতে ভর দিয়ে চলতে লাগলো।)

রাম ॥ ন্যায়রত্ন !

ন্যায় ॥ পিছু ডেকোনা বন্ধু। গৌড়বংগের মংগল হোক। মহারাজ রামপালের রাজ্যশাসন নিষ্কণ্টক হোক। প্রজাবৃন্দের হৃদয়-সিংহাসনে—তিনি দীর্ঘতম কাল রাজ্যশাসন করুন। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু। কল্যাণমস্তু ! কল্যাণমস্তু ! (প্রস্থান)

(রামপাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—)

রাম ॥ এস হরিদাস ! বহুলোকের মুখে তোমার অসিচালনার প্রশংসা শুনেছি। আজ তা প্রত্যক্ষ করি।

হরি ॥ আসুন। আমি প্রস্তুত।

(যুদ্ধ করতে করতে প্রস্থান। প্রায় সংগে সংগে ময়নার হাত ধরে টানতে টানতে ভীমের প্রবেশ।

ভীম। আমার কথার জবাব দে ! পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তোকে টুকরো টুকরো করে কাটবো আমি।

ময়না ॥ কী জানতে চাও বলো ?

ভীম ॥ এতদিন কোথায় ছিলি তুই ?

ময়না ॥ রাজা মহীপালের পরিবারের মধ্যে।

ভীম ॥ হুঁ। তাহলে ঠিকই ভেবেছিলাম। কার রক্ষিতা হয়ে? মহীপালের না রামপালের?

ময়না ॥ (হেসে) রাজার পোষাকই পরো, আর মাথায় মুকুটই দাও. যতক্ষণ কথা না বলেছ ততক্ষণ বেশ লাগে। কথা বললেই নিজের ভাষাটা বেরিয়ে যায়। তাই না?

ভীম ॥ কী বলছিস—কী?

ময়না ॥ বলছি, যুদ্ধ করতে এসে—বৌকে না ঠেঙিয়ে, নিজের মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করগে যাও।

ভীম ॥ যুদ্ধের কথা তোকে ভাবতে হবে না। সে একা হরিদাসই জিততে পারবে। আমার কথার তুই উত্তর দে!

ময়না ॥ ছোটলোকের মতো কোন কথা জিজ্ঞেস করলে জবাব দেব না। রাজার পোষাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছো, রাজার মতো একটা কথা বলো তো দেখি! শুনি আমি!

ভীম ॥ সে কথা তোর শোনার অধিকার নেই। তোর মতো ভ্রষ্টা মেয়ের সংগে যে ভাষায় কথা বলা উচিত, সে ভাষাতেই কথা বলছি। জবাব দে! যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন?

ময়না ॥ আমার খুসী। আমি যুদ্ধ দেখছি।

ভীম ॥ যুদ্ধ দেখছিস? যুদ্ধের কী বুঝিস তুই?

ময়না ॥ কিছু বুঝি না। কিন্তু তোমার বুকে যখন রামপাল এসে তার চকচকে তরোয়াল খানা বসিয়ে দেবে—সেটা দেখে ঠিক বুঝতে পারবো।

ভীম ॥ কি বুঝতে পারবি?

ময়না ॥ কিছু না। দেখতে ভালো লাগবে।

ভীম ॥ রামপাল ছেড়ে রামপালের মরা বাবা এলেও আমার কিছু করতে

পারবে না। কিন্তু সে যুদ্ধ দেখার সাধ তোর এখনই মিটিয়ে দিচ্ছি আমি।

(তরবারি খুললো।)

ময়না ॥ মারবে আমাকে ?

ভীম ॥ হ্যাঁ, মারবো।

ময়না ॥ মারো !

(হাঁটু পেতে বসলো। ভীম তরবারি তুলতেই—রামপাল প্রবেশ করলেন।)

রাম ॥ আরে, আরে, কর কী বীরপুরুষ ? যুদ্ধক্ষেত্রে এসে শত্রু হত্যা না করে—নারী হত্যা করছো কেন ?

ভীম ॥ বেশ করছি। ও আমার শত্রু। আমার জাতির শত্রু, পৃথিবীর শত্রু :এই সর্বনাশী। কিন্তু তুমি এখন এদিকে এলে কেন ? আগে আমার সেনাপতি হরিদাসের সংগে যুদ্ধটা শেষ করো। তারপর বেঁচে থাকলে এদিকে এসো।

রাম ॥ সে যুদ্ধ :শেষ হয়ে গেছে ভীমদাস। বীর হরিদাস আর পৃথিবীতে নেই।

ভীম ॥ নেই ! হরি নেই !

রাম ॥ শুধু তাই নয়, ভীমদাস। আমার সৈন্যদের প্রবল চাপে তোমার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেছে। তার মানে যুদ্ধও শেষ হয়ে গেছে। বাকী তুমি আর আমি। এই নারীর বুকে তরবারী বসাবার পূর্বে—এস, তার ধারটা পরীক্ষা করে নাও।

ভীম ॥ তাই হোক। এই কুলটাকে হত্যা করবার পূর্বে তোকে হত্যা করি আয়।

(দুজনের যুদ্ধ। প্রস্থান।)

ময়না ॥ মা চণ্ডী। আমায় বলে দাও মা, আমি কার মঙ্গল কামনা

করবো ? একদিকে স্বামী—আর একদিকে ভাই। একদিকে ধর্ম আর একদিকে কর্ত্তব্য। হরি ঠাকুরপো নেই। মা চণ্ডী, ওই কালান্তক বীর রামপালের হাত থেকে আমার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা দাও মা! স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা দাও।

(মঞ্চে ঢুকলো রামপাল ও ভীম। সঙ্গে সঙ্গে ভীমের তরবারী হস্তচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ সংগে কুশলী রামপালের কৌশলে ভীম মাটিতে পড়ে গেল। রামপাল তার বুকে তরবারী স্পর্শ করে বললেন—

রাম ॥ ইষ্টের নাম করো ভীমদাস! আমি এখনি তোমাকে হত্যা করবো। কিন্তু তার পূর্বে এই নারীর হাত ধরে তুমি তাকে কুবাক্য বলেছ বলে—আমি তোমার মুখে লাথি মারবো। অশিক্ষিত বর্ব্বর। এই নাও তোমার পুরস্কার!

(চোখের পলকে ময়না ছুটে গিয়ে পিঠ পেতে সেই লাথি নিজের দেহে গ্রহণ করলো।)

রাম ॥ একি! একি! ময়না! তুমি ছুটে এসে এই পদাঘাত পিঠ পেতে নিলে কেন ?

ময়না ॥ মহারাজ, প্রাণভিক্ষা চাই। ভীমদাসের প্রাণভিক্ষা চাই।

ভীম ॥ কিসের প্রাণভিক্ষা ? না। তুমি আমাকে হত্যা করো।

রাম ॥ ময়না, ওঠো, ওঠো। চাও আমার দিকে! কার প্রাণভিক্ষা চাইছো আমার কাছে ?

ময়না ॥ আমার স্বামীর।

রাম ॥ তোমার স্বামীর ? ভীমদাস তোমার স্বামী ?

ময়না ॥ হ্যাঁ মহারাজ। আমি চলে আসার দিন—ও আমাকে বাড়ী থেকে বার করে দেবার পূর্বে লাথি মেরেছিল। বলে এসেছিলাম—

এই লাথি মা চণ্ডী তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন। সেদিন যাতে অপরের লাথি তুমি না খাও, সেইজন্যেই আমি চলে যাচ্ছি। আমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। এবার আমার স্বামীর প্রাণ-ভিক্ষা দিন মহারাজ !

রাম ॥ ওঠো ভীমদাস। এমন অপূর্ব নারীরত্ন যার স্ত্রী, শত অপরাধেও তাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। ওঠো। গ্রহণ করো তোমার ধর্মপত্নীকে।

ভীম ॥ না। ও আমার কেউ নয়। ও ভ্রষ্টা ও কুলত্যাগিনী, ও কুলটা। আমি ওর মুখদর্শন করতে চাই না।

রাম ॥ সাবধান ভীমদাস ! আর একবার ও কথা উচ্চারণ করলে আমি তোমার জিভ ছিঁড়ে নেবো। কার সাধ্য আমার বোনকে কুলটা বলে ?

ভীম ॥ বোন ? কার বোন ?

রাম ॥ আমার বোন। মহারাজ রামপালের বোন ময়না। মহারাজ মহীপালের হাত থেকে ওকে রক্ষা করেছিলেন মহারাণী কংকাবতী। আর আজ তোমার মত পাষণ্ডের হাত থেকে ওকে রক্ষা করবো আমি।

ভীম ॥ (দুজনকে দেখে) ও ! তাহলে ময়না, আমাকে তুই ক্ষমা কর্। (মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো)

ময়না ॥ না না এমন কথা বোলো না। আমি তোমার দাসী, তোমার সেবিকা। আমাকে তোমার চরণে আশ্রয় দাও।

ভীম ॥ তাই চল্ ময়না। চল্ আমরা দেশে ফিরে যাই।
(রামপাল এগিয়ে দুজনকে ধরলেন।)

মহীপালের রাজসভায় যেখানে কংকা ও রামপালের বিচার হবে, সেই দৃশ্যের সুরুতে বৈতালিকের গান।

জয় হোক্ জয় হোক্
গৌড়ের জয় হোক্
মহীপাল সুশাসনে
প্রজা নির্ভয় হোক্।
নামিয়া আসুক শিরে
দেবতার বরাভয়
সত্য ধর্ম যেন
নাহি মানে পরাজয়।
শান্তির বাণী আনো
ক্ষয় ক্ষতি লয় হোক্।

*

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দীপংকর যেখানে দিব্বোক আর ভীমের সঙ্গে প্রবেশ করবে। দৃশ্যের আরম্ভ গাইতে গাইতে ঢুকবে।

শ্যামল দেশের শ্যামা নয় আর
কালী হও তুমি, হও তুমি মহাকালী,
রক্ত জবার মালা নয় মাগো
আরক্ত মুখে হও নৃমুণ্ডমালী।
দিকে দিকে জাগে কান্নার বান
কাঁদে সতীত্ব কাঁদে সম্মান
তোমার দর্প হরিয়া দানব
উল্লাসে দেয় গালি।
হও তুমি মহাকালী।

*

নাটকের শেষ দৃশ্য ও তার আগের দৃশ্যের মাঝখানে প্রান্তরের দৃশ্য। দীপংকরকে গান গেয়ে ঘুরতে দেখা যাবে—

আগুন জ্বলেছে, আগুন জ্বলেছে
আগুন জ্বলেছে ভাই
সেই আগুনের বেড়াজাল থেকে
কারো নিষ্কৃতি নাই।
তোরাও আগুন জ্বাল্
আগুনের রং লাল
রক্তের লালে, আগুনের লালে—
লাল হবে রোশনাই।
কারো নিষ্কৃতি নাই
আগুন জ্বলেছে ভাই।
ওই লাল দেখে লালায়িত হল
চণ্ডির রসনা—
তাথৈ-তাথৈ থিয়া থিয়া থিয়া
নাচে দিক বসনা।
যার যা দুঃখ আছে
আন্ আগুনের কাছে
সব সুখ, দুখ, ভাব, ভালবাসা
পুড়িয়ে ওড়াব ছাই
কারো নিষ্কৃতি নাই
আগুন জ্বলেছে ভাই।